CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-178 ■ 6 April, 2025 ■ আগরতলা ৬ এপ্রিল, ২০২৫ ইং ■ ২৩ চৈত্র, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

মিত্র বিভূষণে সম্মানিত মোদী

ভারতের 'প্রতিবেশী সর্বাগ্রে' নীতিতে শ্রীলঙ্কার বিশেষ স্থান রয়েছে

কলম্বো ও নয়াদিল্লি, ৫ এপ্রিল (হি.স.)।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মুকুটে নতুন পালকের সংযোজন। শনিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে মিত্র বিভূষণ পুরস্কারে সম্মানিত করেছেন শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি অনুরা কুমার দিশানায়েক। এই সম্মান ১৪০ কোটি ভারতীয়বাসীকে উৎসর্গ করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

নিজের এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানিয়েছেন, 'রাষ্ট্রপতি দিশানায়েকের থেকে "শ্রীলঙ্কা মিত্র বিভূষণ" সম্মানে ভূষিত হওয়া আমার জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয়। এই সম্মান আমার একার নয় - এটি ভারতের ১৪০ কোটি জনগণের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি। এটি ভারত ও শ্রীলঙ্কার জনগণের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব ও ঐতিহাসিক সম্পর্কের প্রতীক। এই সম্মানের জন্য আমি রাষ্ট্রপতি, সরকার এবং শ্রীলঙ্কার জনগণের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

এদিকে, ভারতের "প্রতিবেশী সর্বাগ্রে" নীতি, ভিশন মহাসাগরে শ্রীলঙ্কার বিশেষ স্থান রয়েছে। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'আমরা আশা করছি, শ্রীলঙ্কা সরকার তামিলদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবে, সংবিধানের পূর্ণ বাস্তবায়নের দিকে কাজ করবে এবং অস্থায়ী কাউন্সিল নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি পূরণ করবে।' শনিবার কলম্বোর রাষ্ট্রপতি সচিবালয়ে শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। পরে দুই রাষ্ট্র প্রধানের মধ্যে প্রতিনিধি পর্যায়ের বৈঠকও হয়।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি অনুরা কুমার দিশানায়েক যৌথভাবে সামপুর সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পের ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেছেন।এছাড়াও ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে সমঝোতা চুক্তি বিনিময় হয়। এরপর রাষ্ট্রপতি সচিবালয়ে আয়োজিত প্রেস মিটে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'গত ৬ মাসে, আমরা ১০ কোটি ডলারেরও বেশি ঋণ অনুদানে রূপান্তরিত করেছি। আমাদের দ্বিপাক্ষিক ঋণ পুনর্গঠন চুক্তি শ্রীলঙ্কার জনগণের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে সহায়ক হবে। এখন আমরা সুদের হার কমানোর সিদ্ধান্তও নিয়েছি। এটি দেখায় যে এখনও ভারত শ্রীলঙ্কার জনগণের পাশে রয়েছে।'

প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'এটি শ্রীলঙ্কায় আমার চতুর্থ সফর; আমার শেষ সফরটি ছিল

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজস্ব দপ্তরের রাজ্যস্তরীয় উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী

জমি সংক্রান্ত কোন ধরনের বে-আইনি কাজের বিরুদ্ধে সরকারের জিরো টলারেন্স নীতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ এপ্রিল।। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার সভাপতিত্বে আজ সচিবালয়ে রাজস্ব দপ্তরের রাজ্যস্তরীয় উপদেষ্টা কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে জলাশয় ডাইভারশন এবং বরাদ্দকৃত জমি বিক্রয় ও হস্তান্তরের অনুমতি চেয়ে প্রস্তাবগুলি বিবেচনার জন্য তোলা হয়।

বৈঠকে রাজস্ব ও জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের সচিব ব্রিজেশ পান্ডে, আইন দপ্তরের সচিব সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য সহ অন্যান্য আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সমস্ত জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তাগণও অংশ নেন। বৈঠকে উপদেষ্টা কমিটি মোট ১৪৯টি আবেদন বিবেচনায় নিয়ে আসে। এর মধ্যে জলাশয় ডাইভারশনের অনুমতির জন্য ৬১টি এবং বরাদ্দকৃত জমি বিক্রয়ের জন্য ৮৮টি আবেদন রয়েছে। আজকের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা জেলা প্রশাসনকে ভূমি রাজস্ব আইন এবং নিয়ম নীতি কঠোরভাবে কার্যকর করার নির্দেশ দেন। কোনও পরিস্থিতিতেই যাতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিয়মকানুন লঙ্ঘন না হয় তা সুনিশ্চিত করার জন্য তিনি নির্দেশ দেন। জমি হস্তান্তর ও নামজারি এবং কৃষি ও জলাশয়ের ডাইভারশনের বিষয়েও কঠোরভাবে নজরদারি রাখতে মুখ্যমন্ত্রী গুরুত্ব আরোপ করেন। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় বরাদ্দকৃত জমি বিক্রির অনুমতির আবেদনপত্র খতিয়ে দেখতে মহকুমা শাসকের সভাপতিত্বে এবং মেডিক্যাল অফিসার সহ মহকুমার অন্যান্য আধিকারিকদের নিয়ে মহকুমা পর্যায়ে একটি কমিটি গঠন করা হবে। এই কমিটি প্রতিটি আবেদনের সত্যতা ও প্রয়োজনীয়তা একটি স্বচ্ছ ব্যবস্থার মাধ্যমে যাচাই করবে।

উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের ৪ ডিসেম্বর মুখ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে সর্বশেষ রাজ্যস্তরীয় উপদেষ্টা কমিটির বৈঠক হয়েছিলো। মুখ্যমন্ত্রী জেলা প্রশাসনকে রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয় বিশেষ করে জমির হস্তান্তর, রেজিস্ট্রেশন এবং জমির নামজারি, কৃষি জমি ও জলাশয়ের ডাইভারশন এবং বরাদ্দকৃত জমি বিক্রয়ের অনুমতি দেওয়ার ক্ষেত্রে কঠোর ও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনায় ১২ বছরের শিশুকন্যার মৃত্যু, গুরুতর আহত ৪ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ এপ্রিল।।: যাত্রীবাহী টমটম এবং ট্রিপারের মুখোমুখি সংঘর্ষে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে এক শিশুকন্যার। ধর্মনগর মহকুমার কালিকাপুর এলাকায় ওই দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছে চারজন। স্থানীয় মানুষ ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে দমকলবাহিনীকে খবর দিয়েছেন। দমকলকর্মীরা আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ দুপুরে ধর্মনগর মহকুমার কালিকাপুর এলাকায় যাত্রীবাহী টমটম ও ট্রিপারের মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। ওই দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে শিশুকন্যার। তাঁর বাড়ি আসামে। তার সাথে ওই টমটমে ছিলেন ভাগ্যলক্ষ্মী বর্মণ (৫০), নয়ন বর্মণ (৯), মীরা বর্মণ (৫৫) এবং চালক হেমন্ত দেবনাথ। তারাও ওই ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন। স্থানীয় মানুষ ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে দমকলবাহিনীকে খবর দিয়েছেন। দমকলকর্মীরা আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছেন। আরও জানা গিয়েছে, যাত্রীরা সবার বাড়ি আসামে।

চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের চাইল্ড কেয়ার লিভ প্রদানের জন্য মুখ্যসচিবকে চিঠি সুদীপের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ এপ্রিল।। রাজ্যের চুক্তিবদ্ধ সরকারি মহিলা কর্মচারীদের 'শিশু যত্ন ছুটি' (চাইল্ড কেয়ার লিভ) দেওয়ার আবেদন জানিয়ে মুখ্য সচিবের নিকট চিঠি দিলেন কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন।

ওই চিঠিতে শ্রী বর্মণ লিখেছেন, চুক্তিবদ্ধ সরকারি মহিলা কর্মচারী মায়েরা তাদের শিশু যত্ন নেওয়ার ছুটির অধিকার রয়েছে। তাছাড়া, নবজাত শিশুরাও যেন মায়ের মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। বর্তমানে স্থায়ী মহিলা কর্মীরা শিশু পরিচর্যা ছুটির এনটাইটেলমেন্ট অধিকারী। যা তাদের পেশাগত দায়বদ্ধতা বজায় রেখে তাদের মাতৃত্বের দায়িত্ব পালন করতে অনেকটাই সাহায্য করে। কিন্তু চুক্তিভিত্তিক মহিলা কর্মীরা বিভিন্ন সরকারি বিভাগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তারপরও ছুটি থেকে বঞ্চিত।

তিনি আরো লিখেছেন, চুক্তিভিত্তিক কর্মীরা তাদের সন্তানদের প্রাথমিক পরিচর্যাকারী, কাজ ও পারিবারিক দায়িত্বের ভারসাম্য বজায় রাখতে ব্যাপক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছেন। তাঁদের সিসিএল মঞ্জুর না করা হলে তারা বিনা বেতনে ছুটি নিতে বা চাকরি ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। যার ফলে আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হন। তাই এই বিষয়টি খতিয়ে দেখার এবং চুক্তিভিত্তিক পরিষেবার অধীনে সকল মহিলা কর্মীদের জন্য ন্যায্য ও ন্যায়সঙ্গত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি।

ত্রিপুরা থেকে চিরতরে বিদায় নিয়েছে সিপিএম, কটাক্ষ বিপ্লব দেবের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ এপ্রিল।। যাঁরা জেগে ঘুমায় তাঁদেরকে কেউ জাগাতে পারেনা। ফলে তাঁদের কাছ থেকে কিছু আশা করা বৃথা। শনিবার রাজ্যে এসেই নাম না করে সিপিএমকে বিঁধলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

এদিন তিনি বলেন, যাঁরা জেগে ঘুমায় তাঁদেরকে কেউ জাগাতে পারেনা। ফলে তাঁদের কাছ থেকে কিছু আশাকরা বৃথা। যেমন ২০১৮ সালে সিপিএম ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ত্রিপুরা থেকে চিরতর বিদায় নিয়েছে। বিপ্লব কুমার দেব কখনো জেগে ঘুমায় না।

ওয়াকফ বিলের বিরোধীতায় বিক্ষোভ মিছিল কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ এপ্রিল।। সংশোধনী ওয়াকফ বিলের বিরোধিতা করে উত্তর জেলার কদমতলা বাজারে কংগ্রেসের বিক্ষোভ মিছিল বের হয়েছে। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এক কংগ্রেস কর্মী বলেন, বিজেপি সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠার জোরে একটি অবৈধ বিলের পাস করিয়েছে। তাতে মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকের অধিকার খর্ব করা হয়েছে। যেমন কৃষক চাপে পরে কেন্দ্রীয় সরকারকে কৃষি আইন বাতিল করা হয়েছিল। ঠিক তেমনিই সারা দেশের ওয়াকফ বিল বাতিলের দাবিতে আন্দোলনে নামতে হবে।

আজ থেকে ১২ এপ্রিল পর্যন্ত আগরতলা-সাব্রুম রুটে ২টি ট্রেন বাতিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ এপ্রিল।। আজ থেকে ১২ এপ্রিল পর্যন্ত আগরতলা - সাব্রুম রুটে ২টি ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। ১৩ এপ্রিল থেকে পুনরায় ট্রেন পরিষেবা চালু হবে। আজ থেকে ১২ এপ্রিল পর্যন্ত আগরতলা - সাব্রুমগামী ট্রেন নম্বর ৭৫৬৮৮ দুপুর ১ টা ৪০ মিনিট এবং ট্রেন নম্বর ৭৫৬৮৭ সাব্রুম - আগরতলা ডেমো স্পেশাল বিকেল ৪ টা ২০ মিনিট বাতিল করা হয়েছে। ১৩ এপ্রিল থেকে আবার চালু হবে।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দূর্ঘটনা কবলে পড়লো গাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ এপ্রিল।। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাঙামাটিয়া এলাকায় রাস্তা থেকে ছিটকে পুকুরে পড়ে যায় একটি গাড়ি। ওই ঘটনায় হতাহতের কোনো খবর নেই। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ দুপুরে দ্রুতগতিতে সোনামুড়া থেকে মেলাঘর যাচ্ছিল একটি গাড়ি। পথে নিয়ন্ত্রণ

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শহরে প্রকাশ্যে মহিলার হার ছিনতাই, গ্রেপ্তার এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ এপ্রিল।। শহরের ব্যস্ত এলাকা জগন্নাথ বাড়ির সামনে এক মহিলা পথচারীর গলা থেকে হার ছিনিয়ে পালানোর চেষ্টা করে এক যুবক। তবে তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে উপস্থিত সচেতন এলাকাবাসীর তৎপরতায় ধরা পড়ে যায় ওই ছিনতাইকারী। চোখের পলকে ঘটে যাওয়া এই ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, যুবকটি ছিনতাই করে পালাতে গেলে আশপাশের লোকজন ধাওয়া করে তাকে ধরে ফেলে এবং রাস্তাতেই একটি বৈদ্যুতিক খুঁটির সাথে বেঁধে রাখে।

অনেকক্ষণ ওইভাবে বেঁধে রাখার পর খবর দেওয়া হয় পশ্চিম থানায়। পরে পুলিশ এসে অভিযুক্ত যুবককে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। এলাকায় এমন ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘিরে নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

আজ রামনবমী, বাসন্তীর অষ্টমীতে কুমারী পূজা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ এপ্রিল।। বিগত বছরের ন্যায় এবছরও সমস্ত শাস্ত্রীয় বিধি মেনে আগরতলার আনন্দময়ী আশ্রমে সম্পন্ন হয়েছে কুমারী পূজা। পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে, একদা বানাসুর নামে এক দুর্ধর্ষ অসুর স্বর্গ, মর্ত, পাতাল দখল করে নিয়েছিল। সেই সময়ে বিপন্ন দেবগণ মহাকালীর স্মরনাপন্ন হয়েছিলেন। দেবগণকে রক্ষা করতে দেবী দুর্গা কুমারীরূপে পুনর্জন্ম নেন। জানা যায়, দেবী ওই কুমারী রূপেই বানাসুরকে বধ করেছিলেন। সেই থেকেই মর্ত্যে এই পুজোর প্রচলন হয়।

প্রথাগত ভাবে দুর্গাপুজোর অষ্টমীর দিন শিশুকন্যা বা কুমারী কন্যাকে স্নান করিয়ে মাতৃ মূর্তির মতো করে সাজানো হয়। তারপর দেবী মূর্তির সামনে বসিয়ে সেই কুমারী কন্যার আরাধনা করা হয়। পুজোয় দেবী দুর্গাকে যে ভোগ দেওয়া হয়, সেই ভোগই অর্পণ করা হয় সেই কুমারী কন্যার উদ্দেশ্যেও। এরপর তার পায়ে ফুল দিয়ে প্রণাম করা হয়। এই পুজোতে জাতি, ধর্ম, বর্ণের কোনও ভেদাভেদ নেই। যে কোনও কুমারীই দেবীজ্ঞানে পূজিতা হয়ে থাকে। দুর্গা তথা কালী, লক্ষ্মী ও সরস্বতী- এই ত্রিদেবীকে তুষ্ট করার অভিপ্রায়ে এই পুজো করা হয়। এছাড়াও বলা হয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যে তিনটি শক্তি বিরাজ করছে ওই তিনটি শক্তিই বীজাকারে কুমারীতে নিহিত। তাই কুমারীকে দেবী রূপে পুজো করা হয়। প্রাচীন কালে মুনি ঋষিরা বিশ্বাস করতেন, মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরের অযুত প্রভাব রয়েছে। কারণ মানুষ চৈতন্যযুক্ত। আর যাঁদের মন সৎ ও কলুষতামুক্ত, খুব স্বাভাবিকভাবে তাঁদের মধ্যেই ঈশ্বরের প্রকাশ বেশি। শিশু কুমারীদের মধ্যে এই গুণগুলি থাকে বলেই তাদের বেছে নেওয়া হয় এই পুজোর দেবী হিসেবে। এই পুজো কল্যাণ, সুখ সমৃদ্ধি বয়ে আনে।

আজ বাসন্তী পূজোর দ্বিতীয় দিনে মহা অষ্টমী তিথিতে আনন্দময়ী আশ্রমে কুমারী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। কুমারী পূজাকে কেন্দ্র করে এদিন সকাল থেকেই মন্দিরে ভক্ত প্রাণ মানুষের উপচে পড়া ভিড় পরিলক্ষিত হয়। পুরোহিত জানিয়েছেন, প্রতি বছরই মহা অষ্টমী তিথিতে আনন্দময়ী আশ্রমে কুমারী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এ বছর বেদান্তিক চক্রবর্তী নামে ৬ বছর বয়সি বালিকাকে কুমারী মা হিসেবে পুজো করা হয়। কলেজিটিলা এলাকার বাসিন্দা বিশ্বজিৎ চক্রবর্তীর মেয়ে বেদান্তিক চক্রবর্তী মায়ের আসনে অধিষ্ঠিত করে শ্রদ্ধা ভরে পূজা করা হয়।

জাগরণ আগরতলা,৬ এপ্রিল,২০২৫ ইং
২৩ চৈত্র, রবিবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

উষ্ণায়ন বিপদের ঘনঘটা

সভ্যতা যত উন্নত হইতেছে ততই মানুষ পরিবেশের উপর চরম আঘাত আনিতে শুরু করিতেছেন। ইহার ভয়ংকর পরিণতি আমাদের নিজেদেরকেই ভোগ করিতে হইবে। পরিবেশ ক্রমাগত দূষণের ফলে দেশের নদীগুলি ক্রমশ শুকাইয়া যাইতেছে। নদীর শুকাইয়া যাওয়ার প্রধান কারণ জলবায়ু পরিবর্তন। বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জয়বায়ু পরিবর্তনের কারণে বিশ্বের বুকে আকর্ষণীয় ও বিখ্যাত বেশ কিছু নদী শুকাইয়া যাইতেছে।একবার তালিকার দিকে নজর দিলেই জানা যাইবে, কত বিখ্যাত নদী শুকাইয়া যাইতেছে বিশ্বে।কলোরাডো নদী- এই তালিকায় সবার উপরে রহিয়ায়ছে করোলাডো নদী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তীব্র দাবদাহে খরা পরিস্থিতি তৈরি হইতেছে বর্তমানে। তাহার প্রভাব পড়িতেছে এই নদীতে। যুক্তরাষ্টেরর সাতটি অঙ্গরাজ্য ও মেক্সিকোর প্রায় চার কোটি মানুষের পানীয়, কৃষি ও বিদ্যুতের জন্য এ নদীর জলের উপর নির্ভরশীল। নদী অববাহিকা রক্ষা করিতে এই নদীর জল ব্যবহার কমানোর আর্জি জানানো হইয়াছে।'পো নদী- ইতালিতে উৎস। এই নদীর অ্যাড্রিয়াটিক সাগরে গিয়া পড়িয়াছে। লক্ষাধিক মানুষ জীবিকার জন্য পো নদীর উপর নির্ভরশীল। এই নদীর উপর কৃষিকাজ অনেকটাই নির্ভর করিয়া রহিয়াছে। গত সাত দশকের মধ্যে বর্তমানে বিপজ্জনক খরাপ্রবণ হইয়া উঠিয়াছে এলাকা। ফলে পো নদীর জল দ্রুত শুকাইয়া যাইতেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার একটি বোমাও সম্প্রতি মিলিয়াছে পো নদীর তলদেশে।

লয়ার নদী- এই লয়ার নদীটি বেশ কিছু অংশ অগভীর হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। জলবায়ু পরিবর্তনের জেরে এই নদী-উৎসের বরফ গলিয়া যাওয়ায় নদীর প্রবাহে বিস্তর পরিবর্তন ঘটিয়াছে। পরিবর্তন ঘটিয়াছে জলস্তরেও। বৃষ্টির অপ্রতুলতায় বহু জায়গায় শুকাইয়া যাইতেছে নদী। মানুষ এই নদী দিয়া হাটিয়াই পার হইয়া যাইতেছে।

পরিবেশের উপর এই বিপজ্জনক প্রভাবের দায় আমরা নিজেরা কোনভাবেই অস্বীকার করিতে পারিব না। পরিবেশ দূষণের জন্য আমরা নিজেরাই পুরো ভাগে দায়ী। পরিবেশের উপর মারাত্মক প্রভাব নামিয়া না আসিলে পরিস্থিতি এমন পর্য্যায়ে আসিয়া পৌঁছাইত না। এই দায় মাথায় নিয়া পরিবেশকে নির্মল রাখিবার জন্য আমাদের প্রত্যেককে অঙ্গীকার গ্রহণ করিতে হইবে। পরিবেশ নির্মল রাখিবার জন্য প্রত্যেকেই নিজ দায়িত্ব পালন করিলে এই জটিল সমস্যা হইতে উত্তরণের পথ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। অন্যথায় পরিস্থিতি যে পর্য্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতেই আমাদের ভয়ঙ্কর সংকটের সম্মুখীন হইতে হইবে। এই সংকট মোকাবেলা করিয়া বাচিয়া থাকা সম্ভব হইবে কিনা তাও প্রশ্ন চিহ্নে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রত্যেকে সচেতন হইলে এই জটিল সমস্যাও সহজতর হইয়া উঠিবে। এজন্য প্রত্যেককেই নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করিতে হইবে।

ছত্তিশগড়ে পথ দুর্ঘটনায় আহত ৩০ জন গ্রামবাসী, আশঙ্কাজনক ৬ জন

দান্তেওয়াড়া, ৫ এপ্রিল (হি.স.) : ছত্তিশগড়ের দান্তেওয়াড়ার কুয়াকোন্ডা থানা এলাকার পালনারের কাছে শনিবার সকালে যাত্রীবাহী পিকআপ ভ্যান উল্টে যায়। দুর্ঘটনায় ৩০ জন আহত হয়েছেন, যাদের মধ্যে ৬ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্থানীয়দের সহায়তায় আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। দুর্ঘটনাগ্রস্তরা পোটলি গ্রামের বাসিন্দা।

হরিয়ানায় দুই মাদক পাচারকারী গ্রেফতার

ফতেহাবাদ, ৫ এপ্রিল (হি.স.) : হরিয়ানার ফতেহাবাদের ভুণা থানার অন্তর্গত দুটি পৃথক অভিযানে দুই মাদক পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। উদ্ধার হয়েছে মোট ৪১ কেজি ৯২৮ গ্রাম মাদক।

প্রথম ঘটনায় ঢানি ঘোটডুর সতবীর সিংয়ের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে ৩৪ কেজি ৮১০ গ্রাম মাদক। দ্বিতীয় অভিযানে একই গ্রামের সুভাষের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে ৭ কেজি ১১৮ গ্রাম মাদক। উভয় ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মধ্যপ্রদেশে লু-এর সতর্কতা জারি

ভোপাল, ৫ এপ্রিল (হি.স.) : মধ্যপ্রদেশে গরমের তীব্রতা বাড়ছে। তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি ছুঁয়েছে। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস, ৭ ও ৮ এপ্রিল রাজ্যের ১০টি জেলায় বইবে লু। শুক্রবার রাজ্যে সক্রিয় ছিল দুটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা।

মোবাইল গেম নয়, মাঠে খেলার বার্তা দিতে দার্জিলিং ঘুরে ফিরল যুবক

দুর্গাপুর, ৫ এপ্রিল (হি.স.) : মোবাইল গেমের আসক্তি কমিয়ে মাঠে খেলাধুলোর বার্তা দিতে বন্ধুর সাইকেল নিয়ে দার্জিলিং ঘুরে বাড়ি ফিরল বুদবুদের যুবক সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রায় ৬০০ কিলোমিটার সাইকেল ভ্রমণের পর শুক্রবার বিকেলে ভরতপুর গ্রামে পৌঁছতেই উচ্ছ্বাসে ভেসে যায় গ্রামবাসীরা। সায়ন বুদবুদের ভরতপুর গ্রামের বাসিন্দা ও কাঁকসা বয়েজ স্কুলের ছাত্র। সদ্য উচ্চমাধ্যমিক দিয়েছে। বছরখানেক আগে বাবাকে হারিয়েছে সে। সায়নের মা টুম্পা বন্দ্যোপাধ্যায় একজন আশাকর্মী। সংসারের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে পড়াশোনার পাশাপাশি ছোট ব্যবসাও চালায় সে।

২৩ মার্চ বন্ধু সাহেব মন্ডলের সাইকেল নিয়ে দার্জিলিংয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় সায়ন। পথে পথে শিশু, পড়ুয়া ও অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলে মোবাইল গেমের ক্ষতি নিয়ে সচেতনতার বার্তা ছড়ায়।

সায়নের মতে, মোবাইল গেমের নেশা থেকে শিশুদের মুক্ত করতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করতে হবে অভিভাবকদের। কেবল বারণ নয়, বিকল্প খেলাধুলোর সুযোগ করে দেওয়া জরুরি। তিনি বলেন, 'বন্ধুদের সঙ্গে মাঠে খেলার জন্য উৎসাহ দিতে হবে, তাহলেই শিশুদের মোবাইলের প্রতি নির্ভরতা কমবে।'

এই উদ্যোগে পাশে ছিলেন তাঁর শিক্ষক সব্যসাচী কর। সায়ন কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, 'স্যার শুধু মানসিক নয়, আর্থিকভাবেও সাহায্য করেছেন। ওনার উৎসাহ ছাড়া এটা সম্ভব হতো না।'

মা''র সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়ে নিখোঁজ যুবতী

পানিপত , ৫ এপ্রিল (হি.স.) : হরিয়ানার বাপৌলি থানার অন্তর্গত এলাকায় এক যুবতী মা''র সঙ্গে দেখা করতে পানিপত রওনা দিয়ে মাঝপথেই নিখোঁজ হয়ে যায় বলে অভিযোগ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে , বাপৌলির বাসিন্দা জীবন কুমারের স্ত্রী রেখা পানিপতের সুখদেব শহরে গৃহপরিচারিকার কাজ করেন। তাদের পাঁচ সন্তান রয়েছেতিন মেয়ে ও দুই ছেলে। জীবনের দ্বিতীয় মেয়ে মা''র সঙ্গে দেখা করতে পানিপতের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। তবে সে মা''র কাছে না পৌঁছে মাঝপথেই হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যায়।

পরিবারের সদস্যরা কোথাও তার সন্ধান না পেয়ে থানায় অভিযোগ জানান। পরিবারের সদস্যদের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মহাকাশে থাকলে নভোচারীদের শরীরে কী কী প্রভাব পড়ে

কাজী আকাশ

মহাকাশ ভ্রমণ! পৃথিবীকে দূর থেকে দেখা এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা। অনেকেই এই স্বপ্ন দেখেন। তাঁর মধ্যে গুটিকয়েক মানুষের স্বপ্ন পূরণ হয়। কিন্তু সমস্যা একটাইআমাদের দেহ পৃথিবীর মহাকর্ষের (গ্র্যাভিটি) জন্য মানানসই। কিন্তু মহাকাশে গিয়ে নভোচারীরা ওজনহীন অনুভব করেন।

অনেকের ধারণা, এর কারণ মহাকাশে কোনো মহাকর্ষ নেই। তাই এরকম ওজনহীন হয়ে শূন্যে ভাসেন নভোচারীরা। কিন্তু বাস্তবতা হলো, মহাকাশে মহাকর্ষ থাকে ঠিকই, কিন্তু তার পরিমাণ পৃথিবীর প্রায় ৯০ শতাংশ। একে বলা হয় মাইক্রোগ্র্যাভিটি। আসলে নভোচারীদের শূন্য ভাসার কারণ নভোযানসহ নভোচারীরা পৃথিবীর দিকে মুক্তভাবে অবিরাম পড়ে যাচ্ছেন। সেইসঙ্গে উচ্চ বেগে একদিকেও সরে যাচ্ছেন।

যাই হোক, মহাকাশের এরকম ওজনহীন পরিবেশে (মাইক্রোগ্র্যাভিটি) দীর্ঘ সময় কাটালে শরীরে নানা পরিবর্তন আসে। সেগুলো কাটিয়ে স্বাভাবিক হয়ে উঠতে অনেক বছর লেগে যেতে পারে।

সম্প্রতি দুই মার্কিন নভোচারী সুনিতা উইলিয়ামস এবং ব্যারি উইলমোর ৯ মাস মহাকাশে কাটিয়ে পৃথিবীতে ফিরে এসেছেন। যদিও তাঁরা মাত্র ৮ দিনের জন্য গিয়েছিলেন মহাকাশে। কিন্তু আকস্মিকভাবে সেটি নয় মাসের দীর্ঘ যাত্রায় পরিণত হয়! এখন তাঁদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হবে।

পৃথিবীতে আমাদের শরীর প্রতিনিয়ত মধ্যাকর্ষণের বিরুদ্ধে লড়াই করে। দাঁড়িয়ে থাকতেও পেশির ব্যবহার হয়। কিন্তু মহাকাশে তা প্রয়োজন নেইসবকিছু প্রায় ওজনহীন! ফলে শরীর ধীরে ধীরে পেশির শক্তি হারাতে থাকে।

মহাকাশে দীর্ঘদিন কাটালে দেহের কিছু স্বাভাবিক পরিবর্তন হয়। বিজ্ঞানীরা বলছেন, মানুষের দেহ পৃথিবীর মতো পরিবেশে বেঁচে থাকার জন্য তৈরি, কিন্তু মহাকাশ সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জায়গা। যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব সাউথ ওয়ালেসের অধ্যাপক ড্যামিয়েন বেইলি বলেন, 'মহাকাশ হলো মানবজাতির জন্য সবচেয়ে চরম পরিবেশ। আমরা এর সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য বিবর্তিত হইনি।'

তবে মহাকাশে প্রথম দিকে এই পরিবর্তনগুলো বেশ আনন্দদায়ক মনে হতে পারে। ব্রিটিশ নভোচারী টিম পিক ২০১৫ সালে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে ছিলেন। তিনি বলেন, 'প্রথমদিকে মনে হয় যেন ছুটি কাটাচ্ছি। হৃদপিণ্ড কম পরিশ্রম করছে, পেশি ও হাড়ের ওপর চাপ নেই, আর পুরো শরীর একদম হালকা হয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে!' কল্পনা করুন, আপনি দিনের পর দিন বিছানায় শুয়ে আছেন, কিন্তু কখনো উঠতে হচ্ছে না। মহাকাশের ওজনহীন পরিবেশ অনেকটা তেমনই। তবে এর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব মোটেও সুখকর নয়।

পৃথিবীতে আমাদের শরীর প্রতিনিয়ত মধ্যাকর্ষণের বিরুদ্ধে লড়াই করে। দাঁড়িয়ে থাকতেও পেশির ব্যবহার হয়। কিন্তু মহাকাশে তা প্রয়োজন নেইসবকিছু প্রায় ওজনহীন! ফলে শরীর ধীরে ধীরে পেশির শক্তি হারাতে থাকে। ব্যবহার না করলে যে কোনো জিনিস নষ্ট হয়ে যায়, পেশির জন্য এ কথাটা একদম সত্যি। মহাকাশে থাকার সময় নভোচারীরা প্রতিদিন দুই ঘণ্টা ব্যায়াম করেন, যাতে তাঁদের শরীর স্বাভাবিক থাকে। ব্যায়ামের মধ্যে থাকে ট্রেডমিল, সাইকেলিং এবং ওজন তোলার মতো কার্যক্রম। তবু পৃথিবীতে ফিরে আসার পর তাঁদের পেশিশক্তি পুরোপুরি ফিট হতে কয়েক মাস লেগে যায়।

শুধু পেশিই নয়, হাড় এবং হৃদপিণ্ডও দুর্বল হয়ে যায়। মাধ্যাকর্ষণ না থাকলে হাড়ের ওপর চাপ পড়ে না, ফলে হাড় ধীরে ধীরে ভঙ্গুর ও দুর্বল হয়ে পড়ে। সাধারণত, শরীরের কোষ পুরোনো হাড়কে ভেঙে নতুন হাড় তৈরি করে। কিন্তু মহাকাশে এই প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটে। এ ব্যাপারে অধ্যাপক বেইলি বলেন, 'প্রতি মাসে নভোচারীদের হাড় ও পেশি প্রায় ১ শতাংশ ক্ষয় হয়'।

তবে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বিষয় হলো, পৃথিবীতে ফিরে আসার পর হাড় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে বছরের পর বছর লেগে যায়। অনেকের শরীর পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়ও না। মহাকাশে ভ্রমণকে কি নিরাপদ যাত্রা বলা যায়? প্রশ্নটা এখন বিজ্ঞানীদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ, ভবিষ্যতে নভোচারীদের মঙ্গল গ্রহে পাঠানোর পরিকল্পনা চলছে। সেখানে যেতে আসতে সময় লাগবে প্রায় তিন বছর।

হৃদপিণ্ডের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটে। পৃথিবীতে আমাদের হৃদপিণ্ডকে রক্ত মধ্যাকর্ষণের বিরুদ্ধে টেনে তুলতে হয়। কিন্তু মহাকাশে সেই পরিশ্রম করতে হয় না, ফলে হৃদপিণ্ডও দুর্বল হয়ে পড়ে।

এছাড়া, মহাকাশে শরীরের তরল পদার্থ ওপরের দিকে উঠে যায়। কারণ, মধ্যাকর্ষণ না থাকায় তা আর নিচের দিকে নামতে পারে না। ফলে মুখ ফোলা ফোলা দেখায়। কিন্তু এর চেয়েও ভয়ঙ্কর হলো, মস্তিষ্কে চাপ বেড়ে যায়। বদলে যায় চোখের গঠন। এমনকি দৃষ্টিশক্তিও দুর্বল হয়ে যেতে পারে! বিজ্ঞানীরা একে বলেন 'স্পেসফ্লাইট-অ্যাসোসিয়েট নিউরো-অকুলার সিনড্রোম'। মাঝেমধ্যে দেহের এই পরিবর্তন স্থায়ী হয়ে যেতে পারে। নভোচারীদের জন্য এটা বড় চ্যালেঞ্জ। নভোচারীরা যখন পৃথিবীতে ফেরেন, তখন শুধু বাহ্যিক পরিবর্তন নয়, দেহেও ভেতরেও পরিবর্তন দেখা যায়। শরীরের ভালো ব্যাকটেরিয়াগুলো বদলে যায়। ফলে নষ্ট হয়ে যায় ভারসাম্য রক্ষা করার ক্ষমতা। টিম পিক বলেন, 'ফিরে আসার পর দুই-তিন দিন হাঁটা, দাঁড়িয়ে থাকাসব কিছুই কষ্টকর। তখন মাথা ঘোরে, ভারসাম্য ঠিক থাকে না।'

মহাকাশে কোনো দিক-নির্দেশনা নেই, ওপর-নিচে বলে কিছু হয় না। ফলে পৃথিবীতে ফেরার পর দেহকে নতুন করে মধ্যাকর্ষণের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হয়।

তাহলে সুনিতা উইলিয়ামস এবং ব্যারি উইলমোরের জন্য কী অপেক্ষা করছে? তাঁরা আপাতত এখন বিশ্রামে আছেন। কিন্তু তাঁদের সামনে রয়েছে কঠোর পুনর্বাসন প্রক্রিয়া। তাঁদের পেশিশক্তি ঠিক হতে কয়েক মাস লেগে যাবে। হাড়ের ঘনত্ব আগের অবস্থায় ফিরতেও সময় লাগবে। এমনকি দেহের কিছু পরিবর্তন কখনোই আগের অবস্থায় ফিরবে না!

মাঝেমধ্যে দেহের এই পরিবর্তন স্থায়ী হয়ে যেতে পারে। নভোচারীদের জন্য এটা বড় চ্যালেঞ্জ। নভোচারীরা যখন পৃথিবীতে ফেরেন, তখন শুধু বাহ্যিক পরিবর্তন নয়, দেহেও ভেতরেও পরিবর্তন দেখা যায়। এ ব্যাপারে ব্রিটিশ নভোচারী হেলেন শারম্যান বলেন, 'হাড় ঠিক হতে কয়েক বছর লেগে যায়, কিন্তু নতুনভাবে গঠিত হাড় হয়তো কখনোই আগের মতো শক্তিশালী হবে না।'

তাহলে মহাকাশে ভ্রমণকে কি নিরাপদ যাত্রা বলা যায়? প্রশ্নটা এখন বিজ্ঞানীদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ, ভবিষ্যতে নভোচারীদের মঙ্গল গ্রহে পাঠানোর পরিকল্পনা চলছে। সেখানে যেতে আসতে সময় লাগবে প্রায় তিন বছর। এতদিন মহাকাশে থাকলে মানুষের শরীরের কী অবস্থা হবে? নাসার গবেষকরা এখন এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন। তাঁরা চেষ্টা করছেন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে, যাতে নভোচারীদের শরীরে ক্ষতি কম হয়। সবমিলিয়ে, মহাকাশে ভ্রমণ অসাধারণ এক অভিজ্ঞতা। তবে এটি মানুষের শরীরের জন্য সহজ কিছু নয়। পেশি ও হাড়ের ক্ষতি, হৃদপিণ্ডের দুর্বলতা, দৃষ্টিশক্তির পরিবর্তনএসব মোকাবেলা করা বিজ্ঞানীদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ।

বাংলা গদ্যসাহিত্যের আধুনিকীকরণ এবং শিক্ষার প্রসারে বিদ্যাসাগর

শামসুল হক

কিছুদিন আগেও আমাদেরই অতি পরিচিত বাংলার সমগ্র গদ্যসাহিত্যই সুখপাঠ্য হিসেবে তেমন একটি গ্রহণযোগ্য ছিল না। সঙ্গত কারণেই তাই সাধারণ মানুষজনের কাছে সেই ভাষা তেমন একটা সুমধুর ভাষা হিসেবে বিবেচিত হয়ে ওঠার সুযোগ ও পায়নি। বস্তুতঃ সেই বিষয় নিয়ে কেউ তেমন একটা মাথা ঘামানোর চেষ্টাও করেননি। আর সেইভাবে কেটে গিয়েছিল অনেকগুলো বছরও। তাই গতানুগতিক ধারায় চলে যাচ্ছিল দিনও। সেইভাবে চলতে চলতেই একসময় এই বাংলারই কৃতী সন্তান বিখ্যাত চিন্তাবিদ তথ্য আমাদেরই অতি পরিচিত মাতৃভাষা একনিষ্ঠ ভক্ত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় সেটা একেবারে মর্মে মর্মেই উপলব্ধি করেছিলেন এবং তার সংস্কারের উদ্দেশ্যেই তিনি একেবারে উঠেপড়ে লেগেছিলেন। বলাই বাহুল্য, সেই সময় সেই চিন্তা তাঁর মনের গভীরে এমনই ভাবাবেগের জন্ম দিয়েছিল যে, তাকে পরিমার্জিত করে সাহিত্যের উপযোগী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তৎপর হয়েও উঠেছিলেন। ফলে হাজারো কাজের ভীড়ে সেজন্য নিজেকে প্রস্তুত করেও নিয়েছিলেন তিনি। সেই সময় জনকল্যাণমূলক নানান কাজের মধ্যেই তাঁর কেটে যাচ্ছিল দিনের অধিকাংশ সময়ও। কিন্তু তবুও আহার নিদ্রা ভুলে শুধুমাত্র মানুষের কল্যাণের কথা ভেবেই ঈঙ্গিত লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন তিনি। আর সেই কাজে তিনি প্রচুর সহায়তা পেয়েছিলেন সেই সময়ের বিখ্যাত গদ্যকার অক্ষয় কুমার দত্ত মহাশয়ের। ফোর্ট ইউলিয়াম কলেজের কয়েকজন অধ্যাপক ও তাঁকে এই ব্যাপারে প্রচুর সাহায্য করেছিলেন। আবার এই বিষয়ে কেরী সাহেবের ভূমিকাও যে ছিল বিশাল সেটাও তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন।

বাংলা গদ্য সাহিত্যের আধুনিকীকরণের হোতা এই মানুষটির জন্ম ১৮২০ খ্রিস্টাব্দের ২৬ সেপ্টেম্বর পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে। তখন বীরসিংহ গ্রাম অবশ্য ছিল হুগলি জেলার অধীনে। পরে সেটা অন্তর্ভূক্ত হয় মেদিনীপুরের মধ্যে। তাঁর প্রাথমিক পর্বের লেখাপড়ার শুরু তাঁর গ্রামেরই পাঠশালায়। পরে উচ্চশিক্ষার জন্য চলে আসেন কলকাতায়। ভর্তি হন সংস্কৃত কলেজে। ১৮৪১ সালে সেখানকার পাঠ শেষ করে তিনি মন বসাতে শুরু করেন লেখালেখির কাজে। ১৮৪৭ সালে লিখে ফেলেন তাঁর সেই বিখ্যাত গ্রন্থ বেতার পঞ্চবিশংতি। আর সেই বইটাই তাঁকে এমনই প্রতিষ্ঠা এনে দেয় যে, তারপরই একে একে প্রকাশিত হতে থাকে বোধদয়, শকুন্তলা, বাংলার ইতিহাস, কথামালা, সীতার বনবাস, আখ্যান মঞ্জরী ইত্যাদি গ্রন্থসমূহ। সেখানেই কিন্তু শেষ নয়, তাঁরই লেখা বাংলা সাহিত্যের আরও দুই মূল্যবান সম্পদ উপক্রমণিকা এবং ব্যাকরণ কৌমুদি সেই সময় ভীষণভাবেই সমাদৃত হয়ে উঠেছিল। সব শ্রেণির পাঠক পাঠিকাদের কাছেই। ব্যস, তারপরই তিনি অতিক্রম করতে থাকেন উন্নতির একটার পর একটা সিঁড়িও। আর সেইভাবে চলতে চলতে বিদ্যাসাগর পদবীটিও অতি সহজেই অর্জন করাও সম্ভব হয় তাঁর পক্ষে। তখন তিনি সমাজের সবশ্রেণির মানুষেরই একেবারে কাছের জন হিসেবে পরিচিত হয়েও উঠেছিলেন। ১৮৫০ সালে সংস্কৃতি কলেজের অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হন তিনি। তার ঠিক এক বছর পরই আবার হয়ে ওঠেন সেই কলেজের অধ্যক্ষও। ফলে তাঁর কর্তব্যও বেড়ে যায় আরও বহুগুণ। তিনি বহুদিন ধরেই চাইছিলেন শিক্ষা ব্যবস্থার এবার আমূল পরিবর্তন ঘটাবেন। এবার সুযোগ পেয়ে সেই কাজেই মন বসাবার চেষ্টা করেছিলেন। কারণ তাঁর মনে হয়েছিল, জাতির উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষার। অতএব শিক্ষার প্রসার ঘটানোর দিকেই তখন তাঁর দৃষ্টি আকর্ষিত হয় এবং এগিয়েও চলেন দুর্বার গতিতেই। সেই সময় স্কুল এবং কলেজের পাঠ্য তালিকাকে নতুনভাবে সাজানোর জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠেন তিনি। আর সেই দায়িত্বটাও তিনি নিয়ে নেন নিজেরই হাতে। সাহিত্যের পাশাপাশি বিজ্ঞানের উন্নতি সাধন ও হয়ে ওঠে তাঁর চিন্তাভাবনার অন্য আর এক দিকও। স্ত্রী শিক্ষার দিকেও বিশেষ নজর দেন তিনি। স্থাপন করেন মেয়েদের কয়েকটি স্কুলও। আর সেজ্যই তাঁর নিজস্ব আয়ের বেশ খানিকটা অংশ ব্যয় করতে হয়েছিল কেবলমাত্র জনকল্যাণেরই উদ্দেশ্যে। ১৮৫৮ সালে সরকারি পদ থেকে অবসর গ্রহণ করার পর তিতি সরকারের কাছ থেকে পাওয়া সমস্ত অর্থই দান করেছিলেন বিভিন্ন দুস্থ সংস্থা এবং দুঃখী মানুষজন এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের কথা চিন্তা করেই। বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেই তখন তিনি স্থাপন করেছিলেন কলকাতার বিখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মেট্রোপলিটন কলেজ। তাঁরই স্মৃতি রক্ষার্থে সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিই আজ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে বিদ্যাসাগর কলেজ নামে। এশিয়াটিক সোসাইটির সভ্য হিসেবেও বিদ্যাসাগর মহাশয় কাজ করেছেন দীর্ঘদিন। ১৮৮০ সালে ভারত সরকার তাঁকে প্রদান করে সিআইই উপাধি। শিক্ষা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণে তাঁর অসাধারণ ভূমিকার কথা মনে রেখেই বিভিন প্রতিষ্ঠান থেকেও বিভিন্ন সময়ে তিনি অর্জন করেছেন সন্মানজক অনেক খেতাবও।

(সৌজন্যে-দৈ:স্টেটসম্যান)

রিচার্ড ফাইনম্যানের ভাষ্যে মাইকেল ফ্যারাডের গবেষণার গুরুত্ব

উচ্ছ্বাস তৌসিফ

বিজ্ঞানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক এর বিষয়বস্তু। আর বিদ্যুতের মতো ইন্টারেস্টিং বিষয় আর কটি আছে? ধনাত্মক ও ঋণাত্মক চার্জের মধ্যকার এই আকর্ষণ বল অত্যন্ত শক্তিশালী। তাই যেকোনো সাধারণ পদার্থের সব ধনাত্মক ও ঋণাত্মক চার্জ বৈদ্যুতিক আকর্ষণের ফলে দারুণ এক ভারসাম্যে চলে আসে। সব ধনাত্মক চার্জ একজোট হয়ে সব ঋণাত্মক চার্জকে আকর্ষণ করে। দীর্ঘকাল কেউ বিদ্যুতের এই অদ্ভুত কাজকর্ম খেয়ালই করেনি। মাঝেমধ্যে অ্যাম্বারের টুকরোকে কোনো কারণে ঘষলে, সেটা যখন একটুকরো কাগজকে আকর্ষণ করত, তখন হয়তো তারা এর কিছুটা টের পেত। কিন্তু এখন এসব নিয়ে নাড়াচাড়া করতে গেলে আমরা বুঝতে পারি, এর ভেতরে বিস্ময়কর পরিমাণের দক্ষযজ্ঞ চলছে। অথচ আজও বিজ্ঞানের গুরুত্ব সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারি না আমরা। একটা উদাহরণ দিই। শিশু-কিশোরদের জন্য ফ্যারাডের ৬ খণ্ডের একটা ক্রিসমাস লেকচার সিরিজ আছে। নাম, কেমিক্যাল হিস্ট্রি অব অ্যা ক্যান্ডেল। ফ্যারাডের এই লেকচারের মূল বক্তব্য হলো, আপনি যা ইচ্ছা, যেকোনো কিছুর দিকে তাকান। ভালো করে লক্ষ করলে ঠিকই বুঝতে পারবেন, পুরো মহাবিশ্বটার সঙ্গেই এর একটা নিবিড় যোগাযোগ আছে। আপনি সেই যোগাযোগটাকেই দেখছেন, বুঝতে চেষ্টা করছেন। সে জন্য মোমবাতির সবগুলো বৈশিষ্ট্যের দিকে তাকিয়ে ফ্যারাডে এর দহন, রসায়ন ইত্যাদি খুঁজে পেয়েছিলেন। বইটার ভূমিকায় ফ্যারাডের জীবন ও তার কিছু আবিষ্কার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে লেখা হয়েছে, রাসায়নিক পদার্থের তড়িৎ বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যুতের পরিমাণ, বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া পরমাণুর সংখ্যাকে তাদের যোজনী দিয়ে ভাগ করলে যে ভাগফল পাওয়া যায়, তার সমানুপাতিক। আরও লেখা হয়েছে, তাঁর আবিষ্কৃত নীতিগুলো এখন ক্রোম প্লেটিং, অ্যালুমিনিয়ামের অ্যানোডিক কালারিং এবং শিল্পক্ষেত্রে এরকম আরও ডজনখানেক কাজে ব্যবহৃত হয়। কথাটা আমার একদম পছন্দ হয়নি। তিনি বলেছিলেন, 'পরমাণু কিছু কিছু উপায়ে বৈদ্যুতিক শক্তির সঙ্গে জড়িত। তাদের সবচেয়ে দারুণ বৈশিষ্ট্যগুলো এর সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। এর মধ্যে একটা হলো তাদের পারস্পরিক রাসায়নিক সম্পর্ক।' তিনি আবিষ্কার করেছিলেন, পরমাণু কীভাবে একসঙ্গে থাকবে, তা যে জিনিসটা নিয়ন্ত্রণ করে; আয়রন বা লোহা ও অক্সিজেনের মিশেলে সৃষ্ট আয়রন অক্সাইডে মৌল দুটির অনুপাত ও বিন্যাস কেমন হবে, তা যে জিনিসটা ঠিক করে দেয়, সেটা হলোএর কোনো কোনোটি বৈদ্যুতিকভাবে ধনাত্মক, আর কোনো কোনোটি বৈদ্যুতিকভাবে ঋণাত্মক। এগুলো পরস্পরকে সুনির্দিষ্ট সমানুপাতে আকর্ষণ করে। তিনি আরও আবিষ্কার করেছিলেন, পরমাণুতে বিদ্যুৎ থাকে একক বা প্যাকেট আকারে। দুটোই গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। তবে সবচেয়ে উত্তেজনাকর বিষয়টা হলো, এটা ছিল বিজ্ঞানের ইতিহাসের সবচেয়ে নাটকীয় মুহূর্তগুলোর একটি। এটা সেই দুর্লভতম মুহূর্তগুলোর একটি, যখন দুটো ব্যাপক ক্ষেত্র একসঙ্গে একীভূত হয়ে যায়, একাকার হয়ে যায় মিলেমিশে। ফ্যারাডে আচমকা আবিষ্কার করলেন, দুটো আপাত ভিন্ন জিনিস আসলে একই জিনিসের দুটো ভিন্ন রূপ। বিদ্যুৎ নিয়ে গবেষণা করা হচ্ছিল, রসায়ন নিয়েও চলছিল গবেষণা। অথচ হঠাৎ দেখা গেল, দুটো আসলে একই জিনিসের ভিন্ন রূপবৈদ্যুতিক বলের পরিবর্তনের ফলেই রাসায়নিক বদলে যায়। আজও আমরা এগুলোকে সেভাবেই জানি, বুঝি। ফলে 'তাঁর আবিষ্কৃত নীতিগুলো ক্রোম প্লেটিংয়ে ব্যবহৃত হয়' শুধু এটুকু বলা আসলে মেনে নেওয়া যায় না। এতে তাঁর গবেষণার গুরুত্ব আড়ালে পড়ে যায়। আপনারা জানেন, শারীরতত্ত্বের যেকোনো আবিষ্কারের জন্যই সংবাদপত্রের একটা বাঁধা বাক্য আছে। 'আবিষ্কারক বলেছেন, ক্যান্সার সারাতে এই আবিষ্কার কাজে লাগতে পারে।' কিন্তু তারা সেই আবিষ্কারটার নিজস্ব মূল্যটুকু ব্যাখ্যা করতে পারে না। এটিও সে রকম। প্রকৃতি কীভাবে কাজ করে, তা বোঝার চেষ্টা করা অত সহজ নয়। মানুষের কার্যকরণ ক্ষমতার ভয়ংকর এক পরীক্ষা এটি। সূক্ষ্ম চাতুর্য দরকার পড়ে এ জন্য। দরকার পড়ে যুক্তির সরু সুতো ধরে হেঁটে যাওয়া। খেয়াল রাখতে হয়, কী হবেতা আন্দাজ করতে গিয়ে যাতে কোনো ভুল না হয়। কোয়ান্টাম বলবিদ্যা কিংবা আপেক্ষিকতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ধারণাগুলো এর ভালো উদাহরণ। তবে এগুলোর আরও বহু আগের, মাইকেল ফ্যারাডের গবেষণাকেও এই সূক্ষ্ম চাতুর্যের আদর্শ উদাহরণ বলা যায়।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শনিবার মহাকরণে বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মার সাথে জ্বালামুখী পত্রিকার সম্পাদক সুবীর সেন ঘোষ এক সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন।

ওয়াকফ সংশোধনী বিল নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে বিরোধীরা: জগদম্বিকা পাল

নয়াদিল্লি, ৫ এপ্রিল (হি.স.): লোকসভা ও রাজ্যসভায় পাশ হয়েছে ওয়াকফ সংশোধনী বিল। লোকসভায় ১২ ঘণ্টা এবং রাজ্যসভায় প্রায় ১৪ ঘণ্টা ধরে এই নিয়ে আলোচনা হয়। রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পেলেই এটি আইনে পরিণত হবে। যৌথ সংসদীয় কমিটি (জেপিসি) ১১৮ ঘন্টারও বেশি সময় ধরে বিলের সংশোধনী নিয়ে আলোচনা করেছে। জেপিসি সভাপতি এবং বিজেপির লোকসভা সাংসদ জগদম্বিকা পাল বলেছেন যে ভারতের গনতন্ত্রের ইতিহাসে খুব কম বিল নিয়ে এত দীর্ঘ সময় ধরে আলোচনা হয়েছে। জগদম্বিকা পাল হিন্দুস্থান সমাচারকে বলেন, 'আমরা দিল্লিতে জেপিসির ৩৮টি বৈঠক করেছি। এর পাশাপাশি, আমরা তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, অসম, বিহার প্রভৃতি রাজ্যে গিয়েছি এবং সেখানকার স্টেকহোল্ডার, রাজ্য ওয়াকফ বোর্ড, ইসলামিক গণ্যমান্য ব্যক্তি, ইসলামিক সংগঠন, আইনবিদদের সঙ্গে ঘন্টার পর ঘন্টা আলোচনা করেছি। এমনকি তাঁদের পরামর্শও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

অনেক বিরোধীদের পরামর্শও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। তাই বিরোধী দলের সব অভিযোগ ভিত্তিহীন।"

বিরোধী দলগুলি- কংগ্রেস, এআইএমআইএম এবং আরজেডি এই বিলের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে। এ বিষয়ে জগদম্বিকা পাল তাদের নিশানা করে বলেন, আদালতে যাওয়া তাদের অধিকার, তবে আদালতে তাদের পরাজয় হবে।

কারণ, এই বিল পাস করে সংসদ বিধানগুলোকে সংবিধানের আওতার মধ্যে নিয়ে এসেছে।

আলোচনার সময় বিরোধীরা বিলটিকে অসাংবিধানিক বলতে চেষ্টার কোনও খামতি রাখেনি। এই সম্পর্কিত প্রশ্নে জগদম্বিকা পাল বলেন যে ,আগে এটি অসাংবিধানিক ছিল, যেখানে ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলা হয়েছিল। অথচ আমাদের সংবিধান বিচার ব্যবস্থায় সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তকেই চূড়ান্ত বলে ঘোষণা করেছে। এই বিলে সেটাই করা হয়েছে। ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এখন মানুষ হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টে যেতে পারে।

জগদম্বিকা পাল বলেন, বিরোধীরা শুধু বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন, কিন্তু মানুষ বিভ্রান্ত হবে না। আজ সারাদেশের মানুষ এখানে আসছেন অভিনন্দন জানাতে এবং আনন্দ প্রকাশ করতে। তারা মোদী সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। ওয়াকফ বোর্ড তাদের সম্পত্তি দাবি করতে পারে এই ভয় নিয়ে বহু মানুষ বসবাস করছিলেন। এখন তাদের ভয় কেটে গেছে।

উল্লেখ্য, ওয়াকফ বিল বিবেচনা করার জন্য গঠিত ৩১ সদস্যের জেপিসিতে লোকসভার ২১ জন এবং রাজ্যসভার ১০ জন সাংসদ ছিলেন।

বিশ্ব বক্সিং কাপ ২০২৫: ৬৫ কেজি বিভাগে ফাইনালে উঠলেন ভারতের জামওয়াল

ইগুয়াকু, ৫ এপ্রিল (হি.স.): ব্রাজিলের ফোজ দো ইগুয়াকু শহরে অনুষ্ঠিত বিশ্ব বক্সিং কাপের ৬৫ কেজি বিভাগের ফাইনালে উঠলেন ভারতের অভিনাস জামওয়াল। ইতালির জিয়ানলুইগি মালাঙ্গার বিপক্ষে অভিনাশ জামওয়াল প্রায় নিখুঁত পারফরমেন্স দেখিয়েছেন। ২২ বছর বয়সী এই ভারতীয় খেলোয়াড় তার লম্বা শরীর এবং ব্যবহার করে মালাঙ্গার নাগাল এড়াতে সক্ষম হন। শুক্রবার অভিনাসের প্রতিদ্বন্দ্বী যখন পিছিয়ে পড়েন, তখন তিনি দ্রুত ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং ৫:০ ব্যবধানে সর্বসম্মত রায় অর্জন করেন। ৫ বিচারকের মধ্যে ৪ জন জামওয়ালকে নিখুঁত ৩০ নম্বর প্রদান করেন, এবং সকলেই সর্বসম্মতিক্রমে প্রথম এবং তৃতীয় রাউন্ডের ফলাফল ভারতীয়কে প্রদান করেন। মালাঙ্গাকে প্রথম রাউন্ডেই একটি কাউন্টডাউনের মুখোমুখি হতে হয়েছিল, যার ফলে বাকি লড়াইয়ের জন্য তাকে পিছিয়ে পড়তে হয়েছিল। বৃহস্পতিবার, ৭০ কেজি ওজন শ্রেণীতে ফরাসি অলিম্পিয়ান মাকান ট্রোরেকে পরাজিত করে হিতেশ প্রথম ভারতীয় হিসেবে বিশ্ব বক্সিং কাপের ফাইনালে পৌঁছান। ফাইনালে হিতেশ ইংল্যান্ডের ওডেল কামারার মুখোমুখি হবেন। আর জামওয়াল স্থানীয় প্রিয় ইউরি রেইসের মুখোমুখি হবেন।

তবে, ৫৫ কেজি বিভাগে মনীশ রাঠোরের অভিযান সেমিফাইনাল পর্যায়ে শেষ হয়, কারণ তিনি কাজাখস্তানের নুরসুলতান আলটিনবেকের কাছে ০:৫ ব্যবধানে হেরে যান।

‘সেবা ভারতী আইএফএসডিএম’ কর্তৃক প্রকাশিত ‘সেবা সাধনা’র আবরণ উন্মোচন

গুয়াহাটি, ৫ এপ্রিল (হি.স.) : নামেই যার পরিচয়, তা হচ্ছে ‘সেবা ভারতী’।

অহর্নিশ জনসেবায় নিয়োজিত ‘সেবা ভারতী’র কার্যক্রম গোটা দেশে বিস্তৃত। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রত্যন্ত প্রান্তেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে নাগরিক-সেবায় রাতদিন কাজ করছেন ‘সেবা ভারতী’র কার্যকর্তারা। অনুরূপ একটি ক্ষেত্র ‘সেবা ভারতী ইনস্টিটিউট অব ফায়ার, সেফটি অ্যান্ড ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট’। কথাগুলি বলছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ-এর অখিল ভারতীয় সহ-সেবাপ্রমুখ সেনথিল কুমার।

আজ শনিবার সন্ধ্যায় হেঙেরাবাড়ির বড়বাড়ি ভিআইপি রোডে অবস্থিত ‘সুদর্শনালয়’-এর ‘নবকান্ত বরা সভাগৃহ’-এ ‘সেবা ভারতী ইনস্টিটিউট অফ ফায়ার, সেফটি অ্যান্ড ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট’ (এসবিআইএফএসডিএম) কর্তৃক প্রকাশিত ‘সেবা সাধনা’ শীর্ষক পুস্তকের আবরণ উন্মোচনী অনুষ্ঠানে মুখ্য বক্তা হিসেবে বক্তব্য পেশ করছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ-এর অখিল ভারতীয় সহ-সেবাপ্রমুখ সেনথিল কুমার। প্রাসঙ্গিক বক্তব্যে তিনি গোটা দেশের পাশাপাশি উত্তরপূর্বে সেবা ভারতী পূর্বাঞ্চলের কাজকর্মের ওপর বিস্তৃত তথ্য তুলে ধরেছেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করেছেন প্রধান অতিথি আসাম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ গুয়াহাটির অধ্যক্ষ জয়ন্ত পাঠক।

আজকের অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করেছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের ক্ষেত্র সহ-সেবাপ্রমুখ তথা সেবা ভারতীর পালক সুরেন্দ্র তালখেদকড়।

সম্মিলিতভাবে ‘সেবা সাধনা’র উন্মোচন করেছেন সেনথিল কুমার, জয়ন্ত পাঠক, এসবিআইএফএসডিএম-এর চেয়ারম্যান অখিল কুমার দাস এবং সেবাভারতী পূর্বাঞ্চলের সভাপতি রমেন শর্মা।

ডিব্রুগড় বিভাগ সাংগঠনিক সম্পাদক কৃষ্ণকান্ত গগৈয়ের ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং কল্যাণমন্ত্র পাঠের মাধ্যমে এদিনের পুস্তক উন্মোচনী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটেছে।

বধূর বস্তাবন্দি দেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য ক্যানিংয়ে

ক্যানিং, ৫ এপ্রিল (হি.স.): এক বধূর বস্তাবন্দি দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল ক্যানিং-এ। মৃত বধূর দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ। মৃতার স্বামীর দাবি, তাঁর স্ত্রীকে খুন করা হয়েছে। তদন্ত করছে পুলিশ।

শুটিং বিশ্বকাপ: আর্জেন্টিনায় মহিলাদের ৫০ মিটার রাইফেল থ্রি-পজিশন ইভেন্টে সোনা জিতেছেন ভারতের সিফত কৌর সামরা

বুয়েনস আইরেস, ৫ এপ্রিল(হি.স.): শুক্রবার মহিলাদের ৫০ মিটার রাইফেল থ্রি-পজিশন ইভেন্টে পডিয়ামের শীর্ষে থাকার পর সিফত কৌর সামরা ২০২৫ সালের আইএসএসএফ বিশ্বকাপ বুয়েনস আইরেসে ভারতের হয়ে প্রথম স্বর্ণপদক জিতেছেন।

২৩ বছর বয়সী এই খেলোয়াড় ৪৫৮.৬ স্কোর করে তার প্রথম বিশ্বকাপ স্বর্ণ জিতেছেন। জার্মানির অনিতা ম্যাঙ্গোল্ড ৪৫৫.৩ স্কোর করে রৌপ্য এবং কাজাখস্তানের আরিনা আলতুখোভা ৪৪৫.৯ স্কোর করে ব্রোঞ্জ জিতেছেন। ফাইনালে সিফত কৌর সামরা নিলিং এবং প্রোন পজিশনের পর ৮ম স্থান থেকে ফিরে এসে স্ট্যান্ডিং পজিশনে দুর্দান্ত পারফর্মেন্সের মাধ্যমে শীর্ষ স্থান অর্জন করেছেন। অন্য দুই ভারতীয় আশি চৌকসি এবং শ্রিয়াঙ্কা সাদঙ্গী ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলাতে রাম নবমীতে ডিজে বক্সের তান্ডব হলেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে, বার্তা অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের

ডায়মন্ড হারবার, ৫ এপ্রিল (হি. স.) : ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলা জুড়ে ডিজে বক্সের উপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে তা পুলিশের পক্ষ থেকে একাধিকবার জানানো হয়েছে। প্রতিটি উৎসবের প্রস্তুতি বৈঠকে এ বিষয়ে বার্তাও পুলিশের তরফ থেকে একাধিকবার দেওয়া হয়েছে। আর এবার রামনবমীতে যথেচ্ছ ভাবে ডিজে বক্সের ব্যবহারের উপর নিয়ন্ত্রন রাখতে আগেই বার্তা দিল পুলিশ। এলাকার কালীপুজোতে চলা ডিজে বক্স আটক করল পুলিশ।

ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার মগরাহাট, উস্তি ও ডায়মন্ড হারবার থানা এলাকার একাধিক জায়গায় এই সময় কালী পুজো হয়। কালী পুজো কমিটির মন্ডপ থেকে শনিবার সকাল থেকে তল্লাশি চালিয়ে শতাধিক ডিজে বক্স আটক করলো পুলিশ। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মিতুন দের দাবি, যেকোনও ধর্ম বর্ণের অনুষ্ঠান হোক না কেন ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলাতে শব্দ তাণ্ডব করতে দেওয়া যাবে না। শব্দ তাণ্ডব রুখতে এলাকায় কড়া নজরদারি চলছে পুলিশের, এবং সেটা চলবে। এমনকি শব্দ তান্ডব রুখতে ডিজে বক্সের পরিবর্তে পুজো মণ্ডপগুলিতে দুটি করে বক্স জোগাড়ও করে দিচ্ছে পুলিশ।

এদিকে রাত পোহালেই রামনবমী। তার আগেই কালীপুজোর মণ্ডপ থেকে ডিজে বক্স আটক করে রামনবমীর মিছিল উদ্যোক্তাদের বার্তা দিল পুলিশ। রামনবমীর মিছিলে কোনও ভাবেই ডিজে বক্স ও অস্ত্র নিয়ে মিছিল করলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে পুলিশ, সেই বার্তাও দেওয়া হয়েছে।

বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের জেরে ’খুন’ মহিলা, খাল থেকে উদ্ধার বস্তাবন্দি মৃতদেহ

ক্যানিং, ৫ এপ্রিল (হি. স.) : শনিবার সকালে ক্যানিংয়ের পাঙাশখালি খাল থেকে এক মহিলার বস্তাবন্দি পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। মৃতার নাম মৌসুমি নস্কর(২৪)। গত বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই নিখোঁজ ছিলেন তিনি। এদিন গ্রামের মানুষজন খালে বস্তাবন্দি দেহ দেখে পুলিশকে খবর দিলে ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে। পরে পরিবারের সদস্যরা এসে দেহ শনাক্ত করেন। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ। ঘটনার তদন্তে নেমে মূল অভিযুক্ত শুকদেব সর্দারকে শনিবার বিকেলেই গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, দীর্ঘদিন ধরেই শুকদেবের সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক ছিল মৌসুমির। বছর ছয়েক আগে তাপস নস্করের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়, দুই সন্তানও রয়েছে। তবুও এক বছর আগে শুকদেবের সঙ্গে অন্যত্র চলে গিয়েছিল ওই মহিলা। মাস তিনেক গড়িয়া, সোনারপুর এলাকায় ঘর ভাড়া করে দুজনে থাকার পর মৌসুমি নিজের স্বামী ও সন্তানের কাছে ফিরে আসে। গত কয়েকমাস ঠিক ভাবেই কাটছিল। শুকদেবের সঙ্গে নতুন করে সম্পর্কে জড়াতে চাইছিল না সে। কিন্তু শুকদেব নানা ভাবে মৌসুমিকে উত্যক্ত করতে শুরু করে। গত বৃহস্পতিবার মৌসুমি ব্যাঙ্কে যাওয়ার নাম করে বাড়ি থেকে বের হয়। সেই থেকেই নিখোঁজ ছিল। তাপসের অভিযোগ, রাস্তা থেকেই শুকদেব মৌসুমিকে অপহরন করে। তিনি বলেন, “বাড়ি থেকে ব্যাঙ্কে যাওয়ার পথেই শুকদেব আমার স্ত্রীকে অপহরণ করে। ওই আমার স্ত্রীকে খুন করেছে দেহ লোপাটের চেষ্টা করেছে।”

পরিবারের অভিযোগ পেয়েই মূল অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি শুরু করে পুলিশ শনিবার বিকেলে পরানিখেকো এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্তকে। পুলিশি জেরায় সে অপরাধের কথা স্বীকার করেছে। বাড়িতে ডেকে এনে ওড়না দিয়ে শ্বাসরোধ করে মৌসুমিকে খুন করেছে বলে পুলিশি জেরায় স্বীকার করেছে সে। খুনের পর দেহ লোপাট করতেই শুক্রবার রাতে বস্তায় ভরে তা খালের জলে ফেলে আসে শুকদেব। ধৃতকে রবিবার আলিপুর আদালতে তোলা হবে।

দুর্গাপুরে রামনবমীর কলসযাত্রায় মুসলমান যুবকদের শরবত পরিবেশন ও রক্তদান সম্প্রীতির অনন্য দৃষ্টান্ত

দুর্গাপুর, ৫ এপ্রিল (হি.স.) : ধর্মীয় সম্প্রীতির বিরল দৃষ্টান্ত গড়ল দুর্গাপুর ও পানাগড়। শনিবার রামনবমীর কলসযাত্রা উপলক্ষে দুর্গাপুরের সি-জোনে পূণ্যার্থীদের শরবত খাওয়ালেন মুসলমান যুবকরা। শুধু তাই নয়, পানাগড়ে রামনবমী সেবা সমিতির আয়োজিত রক্তদান শিবিরে রক্ত দিলেন দুই মুসলমান যুবক।

দুর্গাপুরের সোনার তরী আবাসিক কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত বজরংবলীর বাৎসরিক পুজোর অংশ হিসেবে কলসযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। প্রচণ্ড গরমের মধ্যে কলস হাতে শোভাযাত্রায় অংশ নেওয়া মহিলাদের সি-জোন ঈদ কমিটির সদস্যরা শরবত পরিবেশন করেন। মুসলমান শিশুরাও এগিয়ে আসে জল ও শরবতের গ্লাস হাতে।

আয়োজক দীপক মান বলেন, “রামনবমীর শোভাযাত্রা সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ঈদ কমিটির সহযোগিতা প্রশংসনীয়।” ঈদ কমিটির শেখ আসিফ জানান, “সম্প্রীতির বার্তা দিতে আমরা এই উদ্যোগ নিয়েছি। ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলিকে ঘিরে যেন বিভেদের রাজনীতি না হয়, সেটাই কাম্য।”

অন্যদিকে, পানাগড়ের রামনবমী সেবা সমিতির রক্তদান শিবিরে অংশ নিয়ে সম্প্রীতির বার্তা ছড়ালেন স্থানীয় মুসলমান দুই যুবক রবিউল আনসারী ও মহম্মদ মাফুজ হুসেন। বিজেপির বর্ধমান-দুর্গাপুর সাংগঠনিক জেলার সহ সভাপতি রমন শর্মা বলেন, “রামনবমী এখানে সম্প্রীতির পরম্পরা বহন করে। মুসলমান ভাইয়েরা শুধু শরবত পরিবেশন নয়, সেচ্ছাসেবক হিসেবেও অংশ নিচ্ছেন। রাম আমাদের সকলের হৃদয়ে, এটিই ভারতীয় সংস্কৃতি।”

রামনবমী শোভাযাত্রা ঘিরে বাঁকুড়ায় উদ্দীপনা, আদালতের রায় মেনে পরিবর্তিত রুটে প্রস্তুতি

বাঁকুড়া, ৫ এপ্রিল (হি.স.) : রামনবমী উৎসব ঘিরে বাঁকুড়া শহরে বাড়ছে উদ্দীপনা। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরং দল পরিচালিত শ্রী রামনবমী মহোৎসব পালন সমিতি রামভক্তদের নিয়ে প্রস্তুত শোভাযাত্রার আয়োজন করতে। তবে কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, এ বছরও পুলিশ প্রস্তাবিত বিকল্প রুটেই শোভাযাত্রা করতে হবে। আদালত মসজিদের সামনে দিয়ে শোভাযাত্রার প্রস্তাব খারিজ করে দিয়েছে। ফলে মাচানতলার পুরনো রুটে ফিরতে পারছে না উদ্যোক্তারা।

২০১৩ সাল থেকে বাঁকুড়ায় রামনবমী শোভাযাত্রা হয়। আগে পাঁচবাগা মোড় থেকে মাচানতলা হয়ে লালবাজার পর্যন্ত যেত মিছিল। তবে আইনশৃঙ্খলার দিক বিবেচনা করে প্রশাসন গত তিন বছর আগে রুট পরিবর্তন করে। রামনবমী মহোৎসব পালন সমিতির সম্পাদক রাম অবতার ফোকলা জানিয়েছেন, তাঁরা আদালতের রায়কে সম্মান করেন, তবে ভবিষ্যতে আবার পুরনো রুটে ফিরে যাওয়ার আশা রাখেন। এ বছর ৬ এপ্রিল পাঁচবাগা মোড় থেকে শুরু হবে শোভাযাত্রা। শহর ও আশেপাশের এলাকায় চলছে খোল-করতাল, শঙ্খধ্বনির মাধ্যমে প্রচার।রামনবমীকে কেন্দ্র করে তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে। তৃণমূল নেতা মধুসূদন ডাঙ্গর বিজেপিকে কটাক্ষ করে বলেন, “উন্নয়নের কথা না বলে রাম ও পদ্মফুল নিয়েই ব্যস্ত ওরা।” অন্যদিকে বিজেপি নেতারা বলছেন, ধর্মীয় ভাবাবেগকে সম্মান জানিয়ে সাধারণ মানুষ রামনবমীতে এগিয়ে আসছেন।

ত্রিপুরা সরকার
তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তর

ড.বি.আর আম্বেদকরের ১৩৫ তম জন্মবার্ষিকী
২০২৫ রাজ্যভিত্তিক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা (সর্বসাধারণের জন্য)

ভারতের সংবিধানের প্রণেতা ড. বি. আর আম্বেদকরের ১৩৫ তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তর, ত্রিপুরা সরকারের উদ্যোগে সর্বসাধারণের জন্য রাজ্যভিত্তিক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হচ্ছে। প্রবন্ধটি ১০০০ (এক হাজার শব্দের মধ্যে হতে হবে)। প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানাধিকারীকে যথাক্রমে ৫,০০০/-, ৪,০০০/- এবং ৩,০০০/- টাকা পুরস্কৃত করা হবে।

প্রবন্ধের বিষয়:- “ড.বি.আর আম্বেদকরের রাষ্ট্রভাবনা”।

প্রতিযোগি/প্রতিযোগিনীগণ তাদের লিখিত প্রবন্ধ **আগামী ২০ শে এপ্রিল, ২০২৫ইং তারিখ বিকাল ৫.৩০ মিনিট** এর মধ্যে Director, SC Welfare Department, Govt. of Tripura, Gurkhabasti, PN Complex, P.O: Kunjaban, Pin-799006, অফিসে সরাসরি জমা দিতে পারবেন (ছুটির দিন ব্যতিত) অথবা Email : directorscw@gmail.com এর মাধ্যমেও পাঠাতে পারবেন। আগামী ২০/০৪/২০২৫ ইং তারিখ বিকাল ৫.৩০ মিনিটের পর কোনও প্রবন্ধ জমা রাখা হবে না অথবা কোনও মেইল গৃহীত হবে না।

নিবেদক
জয়ন্ত দে অধিকর্তা,
তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার।

ICA-D-024-25

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO:PNIT-01/EE/DWS/JRN/2025-26, Dated-03/04/2025.

The Executive Engineer, DWS Division; Jirania, Ranirbazar, West Tripura invites the Single Bid item rated offline tender from the approved and eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/P&T/Other State PWD/ Central & State Sector for the work as detailed below:

SL. NO	DNIT NO.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	Bid Fee	CLASS OF BIDDER
1.	DNIT No: 01/DNIT/EE/DWS/JRN/2025-26.	₹. 4,83,800.00	₹9,640.00	365 days	₹. 1,000.00	Appropriate Class
2.	DNIT No: 02/DNIT/EE/DWS/JRN/2025-26.	₹. 4,82,200.00	₹9,644.00	365 days	₹. 1,000.00	Appropriate Class

Starting date and Time for collecting offline Tender form and Bidding w-e-f 03/04/2025.at 18.00 hours.
Last date and Time for collecting offline Tender form and Bidding - 24/04/2025 up to 15.00 hours. Date and Time for Opening of Bid- 25/04/2025 at 15.30 hours.
Place for Purchasing and submission of offline Tender Form-0/0 The Executive Engineer, DWS Division, Jirania, Ranirbazar.
ICA/C-075/65

For and on behalf of the Governor of Tripura'
(Er. S. DEBBARMA)
Executive Engineer DWS Division,
Jirania, Ranirbazar, West Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 01/EE/KLSD/2025-26 dated 01/04/2025

The Executive Engineer, Kailashahar Division, PWD(R&B), Kailashahar, Unakoti District, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 16-04-2025 for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	DNIT-01/EE/KLSD/2025-26.	Rs.24,14,858.00	Rs.48,297.00	90 Days	Up to 15.00 Hrs on 16-04-2025	At 16.00 Hrs 16-04-2025	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	DNIT-02/EE/KLSD/2025-26.	Rs.24,13,334.26	Rs.48,267.00	90 Days				
3	DNIT-03/EE/KLSD/2025-26.	Rs.24,21,301.19	Rs.48,426.00	90 Days				
4	DNIT-04/EE/KLSD/2025-26.	Rs.23,81,282.26	Rs.47,626.00	90 Days				
5	DNIT-05/EE/KLSD/2025-26.	Rs.23,90,588.01	Rs.47,812.00	90 Days				
6	DNIT-06/EE/KLSD/2025-26.	Rs.24,25,802.56	Rs.48,516.00	90 Days				
7	DNIT-07/EE/KLSD/2025-26.	Rs.24,22,571.73	Rs.48,452.00	90 Days				

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https://tripuratenders.gov.in. Bidders are allowed to bid 24x7 until the time of Bid closing, with option for Re-Submission, wherein only their latest submitted Bid would be considered for evaluation. The e-Procurement website will not allow any Bidder to attempt bidding, after the scheduled date and time. Submission of bids physically is not permitted.
Bid fee and Earnest Money are to be paid electronically over the online payment facility provided in the portal any time after start date of bid submission and before bid submission end date using Net Banking facility by the bidders. The Bid Fee of Rs 1000.00(Rupees One thousand) only to be paid electronically over the Online Payment facility, is Non-Refundable and to be deposited to the Government account automatically as revenue.
Bid(s) shall be opened through online by respective Bid openers on behalf of the Executive Engineer, Kailashahar Division, PWD(R&B), Kailashahar, Unakoti District, Tripura and the same shall be accessible by intending Bidder through website https://tripuratenders.gov.in.However, intending bidders and other Bidders may like to be present at the Bid opening. For any enquiry, please contact by e-mail to eeklspwd@yahoo.in/ paul.rajib@gov.in [Nodal officer for e-procurement of PWD(R&B)]
ICA/C-066/25

(Er.P.C Das)
Executive Engineer
Kailashahar Division,
PWD(R&B), Kailashahar,
Unakoti District, Tripura

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

হাঁটার জুতা কেমন হওয়া উচিত

নিয়মিত হাঁটতে সঠিক জুতা নির্বাচন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এটি হাঁটায় আরাম দেয়, পায়ের ব্যথা কমায় এবং আঘাতজনিত সমস্যা প্রতিরোধ করে। সঠিক ওয়াকিং শ্যু বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে যেসব বিষয় বিবেচনা করা উচিতসঠিক সাইজ: জুতার সাইজ পায়ের আকারের সঙ্গে মানানসই হওয়া উচিত। খুব বেশি টাইট বা বেশি ঢিলেঢালা জুতা পরা উচিত নয়। আঙুলের সামনে কিছুটা জায়গা থাকা উচিত, যাতে হাঁটার সময় চাপ না পড়ে।

জুতার ওজন: হালকা জুতা হাঁটার জন্য বেশি উপযুক্ত। এটি হাঁটার সময় অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করে না। সোলের গঠন ও গুণাগুণ আউটসোল (নিচের অংশ): রাবারের তৈরি জুতা ভালো। এটি ভালো গ্রিপ দেয় এবং পিছলে যাওয়ার আশঙ্কা কম থাকে। মাটিতে বা রাস্তার সঙ্গে ভালোভাবে খাপ খায় এমন ননস্লিপ ডিজাইন থাকা জরুরি। মিডসোল (মাঝের অংশ): এটি পায়ে শকের (ধাক্কা বা কম্পন) প্রভাব কমায় এবং আরামদায়ক অনুভূতি দেয়।ইভা ফোম বা জেল কুশনপ্রযুক্তি যুক্ত থাকলে দীর্ঘক্ষণ হাঁটার জন্য ভালো।

ইনসোল (ভেতরের অংশ): নরম কুশন থাকা উচিত, যাতে পায়ের তালুতে চাপ কম পড়ে। অর্থোপেডিক ইনসোল থাকলে পায়ের গঠন অনুযায়ী অতিরিক্ত সাপোর্ট দেয়। অ্যাঙ্কেল ও আর্চ সাপোর্ট: যাঁদের পায়ের তালুর বাঁক বেশি বা কম, তাঁদের জন্য বিশেষ ধরনের আর্চ সাপোর্ট থাকা জরুরি। গোড়ালির জন্য ভালো সাপোর্ট থাকলে দীর্ঘক্ষণ হাঁটার সময় এটি গোড়ালি ও হাঁটুকে সুরক্ষা দেয়। শ্বাসপ্রশ্বাস নেওয়ার ক্ষমতা: জুতার ওপরের অংশ এমন উপাদানে তৈরি হওয়া উচিত, যাতে বাতাস চলাচল করতে পারে। জালযুক্ত বা ক্যানভাসের তৈরি জুতা ভালো। এটি ঘাম শোষণ করে এবং পা ঠান্ডা ও আরামদায়ক রাখে। সিনথেটিক লেদারও আরামদায়ক হতে পারে।

হিলের উচ্চতা: জুতার হিল খুব বেশি উঁচু বা নিচু হওয়া উচিত নয়। সাধারণত শূন্য দশমিক ৫ থেকে ১ দশমিক ৫ ইঞ্চি হিল থাকা ভালো, যা হাঁটার জন্য আরামদায়ক হয়। সম্পূর্ণ সমান (ফ্ল্যাট) জুতা ব্যবহার না করাই ভালো।

বাঁকানোর সুবিধা: বাঁকানোর সুবিধা থাকলে সহজে পায়ের আঙুল বাঁকানো যায়। একেবারে শক্ত ও অনমনীয় জুতা হাঁটার জন্য উপযুক্ত নয়। লেইস বা ভেলক্রো (চিপকানো ফিতা): হাঁটার জুতায় সাধারণত লেইস বা ভেলক্রো থাকা ভালো, যাতে এটি ভালোভাবে পায়ে ফিট হয়। সহজে খুলতে বা পরতে ভেলক্রো স্ট্র্যাপ ভালো বিকল্প হতে পারে, বিশেষ করে বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য।

স্থায়িত্ব ও গুণগত মান: দীর্ঘস্থায়ী ও ভালো ব্র্যান্ডের জুতা নির্বাচন করা উচিত, যা সহজে নষ্ট হয় না। প্রয়োজনে বিশেষ জুতা: প্লান্টার ফ্যাসাইটিস বা হিল স্পার থাকলে আর্চ সাপোর্ট ও হিল কুশনযুক্ত জুতা বেছে নেওয়া উচিত। ডায়াবেটিসের রোগীদের জন্য নরম ও সেলাইবিহীন ইনসোল থাকা উচিত, যাতে ঘর্ষণজনিত ক্ষত না হয়। ফ্ল্যাটফুট থাকলে বিশেষ ধরনের আর্চ সাপোর্টযুক্ত জুতা ব্যবহার করা উচিত।

কোন কোন অভ্যাস রপ্ত করলেই বাঁচতে পারে জল

স্নান, শৌচকার্য, রান্না, জামাকাপড় কাচা ও খাওয়ার জন্য যতটুকু জল প্রয়োজন তা খরচের পরেও জল বাঁচানো খুব কষ্টকর কাজ নয়। সাংসারিক ও জৈবিক কাজে যেটুকু জল পর্যাপ্ত, সেটুকুই ব্যবহার করা দরকার। অপ্রয়োজনে ও অতিরিক্ত জল খরচ করা কাজের কথা নয়। দেশের বিভিন্ন রাজ্যেই জলের সঙ্কট দেখা দিয়েছে।

জলবায়ু বদল এত ভয়ঙ্কর পর্যায়ে পৌঁছচ্ছে যে, ভূবিজ্ঞানীরাও সতর্ক করে বলেছেন, ভূগর্ভস্থ জলের স্তর নামছে। পানীয় জলের হাহাকার দেখা দিতে পারে যে কোনও সময়েই। তাই বাড়তি সতর্কতা জরুরি। শুরুটা হোক নিজের বাড়ি থেকেই। রোজের কিছু অভ্যাসেই প্রতি দিন অল্প অল্প করে জল বাঁচানো সম্ভব।

জল বাঁচাতে কী কী করবেন? ১) জলের লিকেজ যেন না হয়। বাড়ির সব কল, পাইপলাইন ঠিক আছে কি না দেখে নিন। বাথরুম, রান্নাঘরে জলের পাইপ পরীক্ষা করে নিন।

২) স্নানের সময়ে শাওয়ার ব্যবহার না করে বরং বালতি-মগ ব্যবহার করলে ভাল হয়। শাওয়ারে স্নান করার মজা আছে নিঃসন্দেহে, কিন্তু তাতে জলের খরচ বেশি হয়।

৩) ময়লা জামাকাপড় একসঙ্গে জমিয়ে রেখে একদিনে ওয়াশিং মেশিনে যতটা হয় দিয়ে কেচে ফেলুন। রোজ রোজ মেশিন চালালে জলের অপচয় বেশি হবে। ৪) দরকার ছাড়া জলের কল খুলে না রাখাই ভাল। ব্যবহারের পর তা বন্ধ করে দিন। আবার যখন প্রয়োজন তখন খুলে কাজ করবেন। ৫) বাড়ির ট্যাঙ্ক ভরার জন্য পাম্প চালালে তা ঘড়ি দেখে বন্ধ করার অভ্যাস করুন। ট্যাঙ্ক ভর্তি হয়ে জলের ধারা যেন বয়ে না যায়।

৬) বালতি বালতি জল বারান্দা বা উঠোনে না ঢেলে, মগ দিয়ে পরিষ্কার করার চেষ্টা করুন। এতে জলের অপচয় কিছুটা হলেও কমবে।

৭) গাড়ি পরিষ্কারের সময়ে বিশেষ খেয়াল রাখুন। হোস পাইপ দিয়ে গাড়ি না ধুইয়ে বরং বালতির জলে পরিষ্কার কাপড় ভিজিয়ে গাড়ি মুছতে পারেন। এতে গাড়ি ভাল পরিষ্কার হবে। জলও বাঁচবে।

জলের পুনর্ব্যবহারও করতে পারেন

বালতি বা গামলায় জল ভরে তাতে সব্জি, ফল বা চাল ধুয়ে নিন। সেই জলই গাছে দিতে পারেন। চাল ধোয়া জল গাছের জন্যও ভাল। জামাকাপড় কেচে সেই জল ফেলে না দিয়ে বরং বাথরুম বা রান্নাঘর পরিষ্কারের কাজে লাগাতে পারেন। এতে জলের পুনর্ব্যবহারও হবে, অতিরিক্ত খরচও হবে না। সম্ভব হলে বৃষ্টির জল ধরে রাখুন। যদি ফিল্টার বসিয়ে বৃষ্টির জল হারভেস্ট করা সম্ভব হয় তো খুবই ভাল। সেই জল রান্নার বা বাথরুমের কাজে লাগাতে পারেন। না হলে একটা পাইপ লাগাতে হবে, যাতে বৃষ্টির জল সেই পাইপের মধ্যে দিয়ে যেতে পারে। আর নীচে একটা ছোট জলাধার তৈরি করতে হবে। সেখানে বৃষ্টির জল এসে জমা হবে। বাগানে জল দেওয়া, বাসন ধোয়া, ঘর পরিষ্কারের কাজে এই জল কাজে লাগানো যেতে পারে।

নতুন পোশাক পরার আগে কি ধুয়ে নেওয়া উচিত

তৈরি পোশাকই হোক কিংবা হোক কাপড় কিনে বানানোপরার আগে পোশাক ধুয়ে নেন না অনেকেই

তৈরি পোশাকই হোক কিংবা হোক কাপড় কিনে বানানোপরার আগে পোশাক ধুয়ে নেন না সাবিনা ইয়াসমিন নতুন পোশাকের ঘ্রাণ অনেকেরই পছন্দ। অবশ্য কারও কারও সেই ঘ্রাণ ভালো না-ও লাগতে পারে। ব্যক্তিগত ভালো লাগা না---লাগার চেয়ে অবশ্য স্বাস্থ্যের দিকটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ভেবে দেখুন, একটা পোশাক আপনার হাতে পৌঁছানোর আগে কত হাতই না ঘুরে আসে! কাপড় তৈরি, রং করা ও সেলাইয়ের নানান ধাপ পেরিয়ে তবেই না তৈরি হয় পোশাক। সেই পোশাক সাজানো হয় ডিসপ্লেতে। 'ফ্রেশ পিস' নিলেও যে তা পুরোপুরি 'ফ্রেশ', তার নিশ্চয়তা কী? কেউ তো ওই পোশাকটি গায়ে চড়িয়ে ট্রায়ালও দিয়ে থাকতে পারেন। হয়তো মনমতো না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত তা কেনেননি এক বা একাধিক ব্যক্তি। কেউ কেউ তো পোশাক কেনার কিছুদিন পরও বদলে নেন।

কিন্তু এসব কারণে কি কোনো স্বাস্থ্যঝুঁকি সৃষ্টি হয়? বছরের পর বছর ধরে অনেকেই নতুন পোশাক না ধুয়ে পরেছেন, তাতে তো কোনো সমস্যা হয়নি কোনো দিন। ব্যাপারটা অস্বীকার করার উপায় নেই। তেমন কোনো সমস্যা ছাড়াই অনেকে এভাবে পোশাক ব্যবহার করেন। তাহলে এই ঈদে আপনি কী করবেন? ঈদের আগে পোশাক ধুয়ে নেবেন, নাকি নেবেন না? শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. মো. মতলেবুর রহমান জানালেন এর উত্তর। না ধুয়ে নতুন পোশাক পরলে যা হতে পারে কাপড়ে নানান রকম রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়। এসবের কিছু অংশ রয়ে যেতে পারে পোশাকে। তাই পোশাক না ধুয়ে পরলে ত্বকে অস্বস্তিকর অনুভূতি হতে পারে। ত্বক লালচে হয়ে যেতে পারে, চুলকাতে পারে। বিশেষত কারও যদি কোনো নির্দিষ্ট রাসায়নিকে অ্যালার্জি থাকে, তাহলে সমস্যাটি প্রকট হয়ে দাঁড়াতে পারে।

হাতের স্পর্শে কাপড় ময়লা হয়। অনেকেই হাঁচি-কাশির আদবকেতা মানেন না। কেউ কেউ হাতের তালু দিয়ে হাঁচি-কাশি চাপেন, আবার কেউ কেউ মুখ বা নাকের ভেতর আটকে থাকা কিছু বের করেন হাত দিয়ে। এরপর হাত পরিষ্কার না করেই যেকোনো কাজে হাত দেন। কাপড় প্রস্তুতকরণ থেকে শুরু করে আপনার কাছে তা পৌঁছানো পর্যন্ত ঠিক কোন কোন মানুষ অপরিষ্কার হাতে তা স্পর্শ করেছেন, তা আপনি জানেন না। বুঝতেই পারছেন, আপাতদৃষ্টে ঝকঝকে পোশাকেও ময়লা এবং জীবাণু থাকতে পারে। একজনের হাত থেকে কাপড়ের মাধ্যমে বিভিন্ন জীবাণু ছড়িয়ে পড়তে পারে অন্যজনের কাছে।

কোনো ক্রেতা পোশাকটি ট্রায়াল দিয়ে থাকলে তো কথাই নেই। তাঁর দেহের ঘাম ও জীবাণু লেগে থাকতে পারে পোশাকে। ওই ব্যক্তির ছোঁয়াচে চর্মরোগ থাকলে তাতেও আক্রান্ত হতে পারেন আপনি। এভাবে ছড়াতে পারে উকুনও।

নতুন পোশাক না ধুয়ে পরা হলে এত সব সমস্যার যেকোনোটিতেই ভুগতে হতে পারে। সবার ক্ষেত্রেই যে এমনটা ঘটে, তা নয়। তবে এক শ জনের মধ্যে একজনের সঙ্গে যদি তা ঘটে, আর সেই ব্যক্তি যদি আপনিই হন, তাহলে তো মুশকিলই বটে।

প্রাকৃতিক তিন উপাদান দিয়েই শ্যাম্পু তৈরি করতে পারেন

মাথার ত্বক পরিষ্কার করতে শ্যাম্পুর চেয়ে ভাল আর কীই বা আছে? তা ছাড়া তেলতেলে চুল নিয়ে বাইরে যাওয়া বেশ অস্বস্তিকর। কিন্তু শ্যাম্পুর মধ্যে তো নানা রকম রাসায়নিক থাকে। রোজ শ্যাম্পু করলে তো মাথার ত্বকের পিএইচের সমতা নষ্ট হয়। চুলও রুক্ষ হয়েপড়তেপারে। তবে সম্পূর্ণপ্রাকৃতিক উপাদানে তৈরি বিশেষ শ্যাম্পু ব্যবহার করলে কিন্তু সে ভয় থাকে না। চুলের যত্নে রিঠা, আমলকি, শিকাকাইয়ের মতো ভেষজের ব্যবহার নতুন নয়। এই তিন উপকরণ দিয়ে বাড়িতেই তৈরি করে ফেলতে পারেন প্রাকৃতিক শ্যাম্পু। জেনে নিন কী ভাবে সেই শ্যাম্পু তৈরি করতে হয়।

উপকরণ:

৫-৬টি রিঠা

৬-৭টি শিকাকাই

৩-৪টি আমলকি

পদ্ধতি: ১) প্রথমে পাত্রে জল নিয়ে তার মধ্যে তিনটি জিনিস ভিজিয়ে রাখুন। অন্তত পক্ষে ১০ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখলে ভাল হয়। সে ক্ষেত্রে রাতে ভিজিয়ে রাখাই ভাল। ২) পরের দিন ভেজানো রিঠা, আমলকি এবং শিকাকাইয়ের মিশ্রণ ভাল করে ফুটিয়ে নিন। তার পর গ্যাস বন্ধ করে ওই অবস্থায় রেখে দিন বেশ কিছু ক্ষণ। ৩) স্বাভাবিক তাপমাত্রায় এলে মিশ্রণের মধ্যে থেকে রিঠা, আমলকি এবং শিকাকাই ছেঁকে আলাদা করে নিন। ৪) এ বার মিক্সিতে ওই অবশিষ্টাংশ ভাল করে ব্লেন্ড করে নিতে হবে। ৫) তার পর বেটে নেওয়া আমলকি, শিকাকাই এবং রিঠার মিশ্রণ ওই তরলের সঙ্গে আরও এক বার মিশিয়ে নিতে হবে। ৬) মিশ্রণ কিন্তু আর জলের মতো পাতলা থাকবে না। এ বার অন্য একটি পাত্রের উপর পাতলা সুতির কাপড় বিছিয়ে নিতে হবে। ৭) কাপড়ের উপর মিশ্রণ ঢেলে ছেঁকে নিলেই শ্যাম্পু তৈরি। ৮) পরিষ্কার, কাচের পাত্রে এই মিশ্রণ ঢেলে রাখতে পারেন। সঠিক ভাবে সংরক্ষণ করতে পারলে সপ্তাহ দুয়েক পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়।

মুখ ভর্তি ব্রণ, মাথা ভর্তি খুশকি থেকে কী ভাবে মুক্তি পাবেন

ত্বকের কালচে ভাব, ব্রণের সমস্যা মেটাতে বাজারচলতি অনেক পণ্যই রয়েছে। তবে রাসায়নিক মিশ্রিত উপকরণের বদলে যদি প্রাকৃতিক উপায়েই ত্বকের যত্ন নিন চান, তা হলে ভরসা করতে পারেন "মাটি"তে। তবে, তা সাধারণ মাটি নয়। মূলতানি মাটি। বহু কাল ধরে ত্বক থেকে চুলের পরিচর্যায় এই মাটির ব্যবহার হয়ে আসছে।

খনিজ সমৃদ্ধ এই মাটির ব্যবহারে রূপটানের চল প্রাচীন ভারতেও ছিল। এই মাটি ত্বকের কালচে ভাব দূর করার, ধুলো-ময়লা পরিষ্কারের, অতিরিক্ত তেল শোষণের ক্ষমতা রাখে। তবে শুধু মুখ ঝকঝকে করতে নয়, একই উপকরণে চুলের যত্নও নেওয়া যায়। চুল ঝরা হোক বা খুশকির সমস্যা, মূলতানি মাটির সঙ্গে কয়েকটি উপাদান মিশিয়ে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে মুখ ও চুলের প্যাক। সারা দিনের পর বাড়ি ফিরে মাত্র ১০ মিনিট মেখে রাখলেই, ধীরে ধীরে ত্বকের ঔজ্জ্বল্য ফিরবে।

ব্যবহার বিধি

ভাল বলেই যথেচ্ছ পরিমাণে মুলতানি মাটি ব্যবহার করা যায় না। মুখের জন্য ১ থেকে দেড় বা ২ চা-চামচই যথেষ্ট। এই মাটির গুণ আরও ভাল ভাবে পেতে গেলে জলের বদলে গোলাপ জল, দুধ, গ্লিসারিন, নারকেল তেল ব্যবহার করতে পারেন।

কী ভাবে মাখবেন?

তৈলাক্ত ত্বকের চর্চায় এই মাটি বিশেষ কার্যকর। এই ধরনের ত্বকে ধুলো-ময়লা লাগলে তা সহজে পরিষ্কার হতে চায় না। ফলে সংক্রমণের ভয় থাকে। ব্রণের সমস্যাও হয়। তবে মুলতানি মাটি শুধু ত্বককে গভীর ভাবে পরিষ্কার করে না, তা অতিরিক্ত তেল শুষে নিতেও সক্ষম।

মুলতানি মাটি ও গোলাপ জল

ব্রণের সমস্যা থাকলে এই প্যাক বিশেষ উপকারী। দেড় টেবিল চা- চামচ মুলতানি মাটির সঙ্গে গোলাপ জল মিশিয়ে প্যাক বানিয়ে নিতে হবে। মৃদু কোনও ফেসওয়াশ দিয়ে মুখ পরিষ্কারের পর মিশ্রণটি মুখে লাগিয়ে ১০ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলতে হবে। ত্বকে লেগে থাকা মাটি তুলতে গিয়ে বেশি জোরে ঘষাঘষি করা চলবে না। মুখের জলের ঝাপটা দিলে মাটি নরম হয়ে যাবে। তার পর আঙুল দিয়ে হালকা হাতে ঘষে তা তুলে ফেলতে হবে।

মুলতানি মাটি ও দুধ

ত্বক শুষ্ক বা স্বাভাবিক হলে মুলতানি মাটি ও দুধের মিশ্রণ ঔজ্জ্বল্য ফেরাতে সাহায্য করবে। দেড় চা-চামচ মুলতানি মাটির সঙ্গে পরিমাণ মতো দুধ দিয়ে ঘন মিশ্রণ তৈরি করে নিতে হবে। মুখে মিনিট দশেক রেখে তুলে ফেললেই হবে।

মুলতানি মাটি ও গ্লিসারিন

কারও ত্বক যদি অতিরিক্ত শুষ্ক হয়, সে ক্ষেত্রে মুলতানি মাটি ও গ্লিসারিন কার্যকর হবে। ১ চামচ মুলতানি মাটির সঙ্গে কয়েক ফোঁটা গ্লিসারিন দিয়ে প্যাক বানিয়ে মুখে লাগিয়ে রাখতে হবে ১০ মিনিট। তার পর ভাল করে জল দিয়ে ধুয়ে ফেললেই ত্বক আর্দ্র ও নরম হবে।

চুলের যত্নে কী ভাবে ব্যবহার? খুশকি থেকে চুল পড়া, নানা সমস্যায় কাজে আসে মুলতানি মাটি। ৪ টেবিল চামচ মুলতানি মাটির সঙ্গে ৬ টেবিল চামচ মেথির গুঁড়ো এবং ১ টেবিল চামচ পাতিলেবুর রস ভাল করে মিশিয়ে নিতে হবে। মিশ্রণটি মাথার তালু থেকে চুলে লাগিয়ে রাখতে হবে অন্তত ৩০ মিনিট। তার পর ঈষদুষ্ণ জলে ধুয়ে ফেলতে হবে। চুল ধোয়া খানিক ঝক্কির হতে পারে। চুলে লেগে থাকা মাটি সহজে উঠতে না চাইলে, সময় নিয়ে প্রতিটি চুল থেকে মাটি সরাতে হবে। মিশ্রণ যদি চুলে লেগে থাকে, তা হলে তা থেকে সমস্যা হতে পারে।

দিনের শেষে ক্লান্তি কাটুক 'গোলাপ-স্নানে'

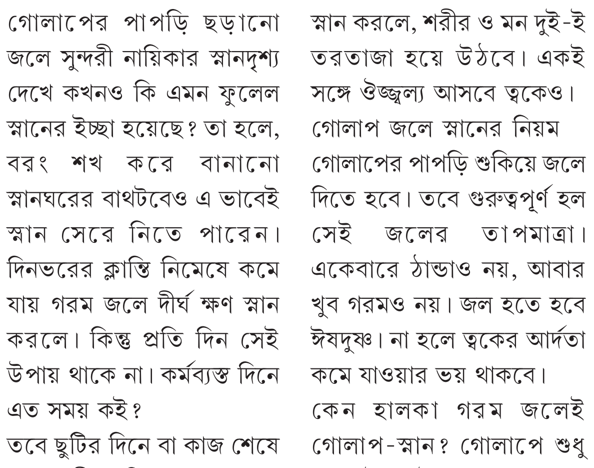

গোলাপের পাপড়ি ছড়ানো জলে সুন্দরী নায়িকার স্নানদৃশ্য দেখে কখনও কি এমন ফুলেল স্নানের ইচ্ছা হয়েছে? তা হলে, বরং শখ করে বানানো স্নানঘরের বাথটবেও এ ভাবেই স্নান সেরে নিতে পারেন। দিনভরের ক্লান্তি নিমেষে কমে যায় গরম জলে দীর্ঘ ক্ষণ স্নান করলে। কিন্তু প্রতি দিন সেই উপায় থাকে না। কর্মব্যস্ত দিনে এত সময় কই?

তবে ছুটির দিনে বা কাজ শেষে ক্লান্ত শরীরে ফিরে এমন ভাবে স্নান করলে, শরীর ও মন দুই-ই তরতাজা হয়ে উঠবে। একই সঙ্গে ঔজ্জ্বল্য আসবে ত্বকেও।

গোলাপ জলে স্নানের নিয়ম

গোলাপের পাপড়ি শুকিয়ে জলে দিতে হবে। তবে গুরুত্বপূর্ণ হল সেই জলের তাপমাত্রা। একেবারে ঠান্ডাও নয়, আবার খুব গরমও নয়। জল হতে হবে ঈষদুষ্ণ। না হলে ত্বকের আর্দ্রতা কমে যাওয়ার ভয় থাকবে।

কেন হালকা গরম জলেই গোলাপ-স্নান? গোলাপে শুধু সুগন্ধই নেই, রয়েছে নানা গুণও। গরম জলে পাপড়ির গন্ধ ও এতে থাকা প্রাকৃতিক তেল যথাযথ ভাবে মিশে যেতে পারে। গরম জলে গোলাপের পাপড়ি ছড়িয়ে বেশ কিছু ক্ষণ রেখে সেই জলে স্নান করতে হবে। বাথটবে স্নান করলে অন্তত ২০ মিনিট সেই জলে গা-ভেজালে ত্বকে গোলাপের নির্যাস ভাল ভাবে প্রবেশ করবে। পাপড়িতে থাকা প্রাকৃতিক তেলে মুখ ও শরীরে ঔজ্জ্বল্য আসবে।

ত্বকের চিকিৎসকেরা বলছেন, গোলাপে থাকা প্রাকৃতিক তেল ত্বকের জন্য উপকারী। ত্বক মসৃণ রাখতে ও ঔজ্জল্য বৃদ্ধিতে সাহায্য করে তা। তবে স্নানের জলে পাপাড়ির পাশাপাশি কয়েকফোঁটা "রোজ এসেনশিয়াল অয়েল" মিশিয়ে দিলে গন্ধ ও কাজ, দুই-ই ভাল হবে। তবে যদি স্নানঘরের বাথটবে গা ভেজানোর আগে, খনিজ সমৃদ্ধ ইপসম সল্টের সঙ্গে কয়েক ফোঁটা রোজ এসেনসিয়াল অয়েল মিশিয়ে তা দিয়ে সারা শরীর এক্সেফোলিয়েট করে নেওয়া যায়, তা হলে ত্বকের মৃত কোষ দূর হবে, কালচে ভাবও চলে যাবে।

দুধ-স্নান

স্নানের অভিজ্ঞতা আরও সুন্দর করতে চাইলে বাথটাবে দু'কাপ কাঁচা দুধও মিশিয়ে নিতে পারেন। দুধের সঙ্গে গোলাপের পাপড়ি, এসেনশিয়াল অয়েলের মিশেলে স্নানের অভিজ্ঞতা অন্য মাত্রা পাবে। বাথটব না থাকলেও এ স্নানের ভাললাগা উপভোগ করা যায়। সে ক্ষেত্রে ছোট গামলা বা বালতিতে ঈষদুষ্ণ জল নিয়ে দুধ ও গোলাপের পাপড়ি মিশিয়ে নিতে হবে। সেই জলে দীর্ঘ ক্ষণ ধরে স্নান করলেও ত্বকের জেল্লা বৃদ্ধি পাবে।

অনেকের কোনও কোনও এসেনশিয়াল অয়েলে অ্যালার্জি থাকতে পারে। তাই ব্যাবহারের আগে "প্যাচ টেস্ট" করে নেওয়া ভাল।

শুক্রবার গভীর রাতে পশ্চিম থানার পুলিশ এক গোপন সংবাদের ভিত্তিকে বটতলা এলাকায় অভিযান চালিয়ে ইয়াবা টেবলেন সহ এক ব্যক্তি আটক করে। আটককৃত সামগ্রীর বাজার মূল্য প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা বলে জানা গেছে।

লরেটো কলেজে 'ইনোভেট ফর ইমপ্যাক্ট'

কলকাতা, ৫ এপ্রিল (হি. স.) : সাম্প্রতিক কালের এই কঠিন সময়ে ব্যবসা বা স্টার্টআপ এর শেষ কথা কখনওই শুধুমাত্র মুনাফা অর্জন হতে পারে না। প্রত্যেক উদ্যোক্তাকেই ভাবতে হবে কিভাবে সমাজকে কিছু ফিরিয়ে দেওয়া যায়। মাথায় রাখতে হবে পরিবেশের কথা। আর এই ভাবনা থেকেই লরেটো কলেজ ইনকিউবেশন সেন্টার এবং ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট ক্যালকাটা ইনোভেশন পার্ক এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত হয় আইডিয়েশন প্রতিযোগিতা ' ইনোভেট ফর ইমপ্যাক্ট'। যার ফাইনাল রাউন্ড অনুষ্ঠিত হল লরেটো কলেজ কলকাতার ক্যাম্পাসে।

এদিনের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও'' ব্রায়েন। তাঁর বক্তব্যের মধ্যে বার বার উঠে আসে, যে কোনও স্টার্ট আপ ভাবনাই উদ্ভাবন নয়। তাঁর মতে উদ্ভাবনের জন্য খুব বড় কিছু না ভেবেও একেবারে ছোট পরিসরে চারপাশের যেসব কোম্পানি একেবারে সাধারণ ব্যবসা থেকে ''ব্র্যান্ড'' হয়ে উঠেছে, তাদের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়েও এগিয়ে যাওয়া যেতে পারে।

উল্লেখ্য, এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সারা দেশের তরুণ প্রজন্মের ছাত্র ছাত্রীদের জন্য তাদের এমন কিছু উদ্ভাবনী স্টার্ট আপ ভাবনা তুলে ধরার সুযোগ করে দেওয়া হয় যা পরিবেশ ও সমাজে আগামীতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। এই নিয়ে গত এক মাস ধরে সারা দেশ থেকে প্রায় ৪০ টি স্টার্ট আপ প্রপোজাল কলেজের কাছে জমা পড়ে। সেখান থেকে এই অনুষ্ঠানের বিচারক মন্ডলী, যাদের অধিকাংশই শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রের (ইন্ডাস্ট্রি) জাতীয় স্তরের পরিচিত মুখ, সেই প্রপোজালগুলির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের পরে সেরা ৮টি প্রপোজালকে বেছে নেন ফাইনাল রাউন্ডের জন্য। সেই ৮টি টিম শনিবার এই গ্র্যান্ড ফিনালেতে একেবারে সামনের সারির ইন্ডাস্ট্রি এক্সপার্টদের সামনে তুলে ধরে তাদের বিজনেস আইডিয়া। যার মধ্যে জায়গা করে নেয় ক্লাউড কিচেন থেকে গ্রিন টেকনোলজি ও ওয়েস্ট (বর্জ্য) ব্যবস্থাপনার মত বেশ কিছু প্রযুক্তি সম্বলিত উদ্ভাবনী উদ্যোগের ভাবনা, যার প্রত্যেকটির মধ্যেই ইঙ্গিত মেলে ব্যবসার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন এর লক্ষ্যে পৌঁছানোর নানান পথের দিশার। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী পর্বে থাকেন নীতিন কোঠারি, সিদ্ধার্থ কোঠারি, আনন্দ পুরীর মত শহরের প্রথম সারির শিল্পপতি থেকে শুরু করে নানা প্রশাসনিক কর্তা ব্যক্তিত্বরা। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয়ার্ধে বিচারক ছিলেন ওয়েস্ট বেঙ্গল ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ জুরিসডিকাল সায়েন্সেস এর অধ্যাপক তিলোত্তমা রায় চৌধুরী, ন্যাশনাল রেস্টুরেন্ট এসোসিয়েশন এর চেয়ারপার্সন অভিমন্যু মাহেশ্বরী, প্রাইস ওয়াটার কুপার্স এর দিল্লির অধিকর্তা অনুরাধা শাস্ত্রী, এবং ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট ক্যালকাটা ইনোভেশন পার্ক এর আধিকারিক অভিজিৎ দাস।

অনুষ্ঠানের শেষে নগদ পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় বিজয়ী টিম হেরিটেজ কলেজ এবং দুই রানার আপ টিম আইইএম কলকাতা এবং সেন্ট জেভিয়ার্স ইউনিভার্সিটি কলকাতার হাতে।

হরিয়ানায় ক্যুরিয়ার ভ্যানে আগুন, চালক ও সহকারী প্রাণে বাঁচলেন

ফরিদাবাদ, ৫ এপ্রিল (হি.স.) : শনিবার হরিয়ানার ফরিদাবাদের সারায় মেট্রো স্টেশনের কাছে একটি ক্যরিয়ার সংস্থার একটি ভ্যানে হঠাৎ আগুন লেগে যায়। গাড়িটি সেক্টর ৩৭ থেকে ইউ-টার্ন নেওয়ার সময় এই ঘটনা ঘটে। ভ্যানে থাকা চালক ও তাঁর সহকারী সময়মতো ভ্যান থেকে লাফিয়ে প্রাণ বাঁচান।

রামনবমী ঐক্যবদ্ধভাবে পালনের আহ্বান প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির

কলকাতা, ৫ এপ্রিল (হি.স.) : দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ এসেছেন কলকাতায়। শনিবার এক অনুষ্ঠানে যোগ দেন তিনি। রামনবমীর প্রাক্কালে দেশবাসী তথা রাজ্যের বাসিন্দাদের প্রতি সম্প্রীতির বার্তা দিয়েছেন তিনি। শান্তি ও শৃঙ্খলা অটুট রাখার আর্জি জানিয়েছেন। ঐক্যবদ্ধভাবে তা পালনের জন্য আবেদন জানিয়েছেন। সেইসঙ্গে তিনি আরও বলেন, ভারত বিকশিত দেশ হয়ে এগিয়ে চলেছে। এই অনুষ্ঠানে কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা উপস্থিত ছিলেন। হিন্দুস্তান ক্লাব এর আমন্ত্রণে তাঁর এই ঝটিকা সফর বলে জানানো হয়েছে। সংগঠনের সভাপতি ঋষভ সি কোঠারি এই বার্তা রাখতে গিয়ে বলেন, তাঁর অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য সমৃদ্ধ করবে। সেইসঙ্গে জীবন দর্শন ও গভীর চিন্তা ভাবনা ও অন্তর্দৃষ্টি মূলক আলোচনা সর্বস্তরে দেশবাসীর কাছে সময় উপযোগী বার্তা।

বিহারে ৩৪ কেজি গাঁজাসহ ৩ পাচারকারী গ্রেফতার

রোহতাস , ৫ এপ্রিল (হি.স.) : বিহারের রোহতাস জেলার অন্তর্গত ইন্দ্রপুরী থানার পুলিশ ৩৪ কেজি গাঁজাসহ এক তিন গাঁজা পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে। এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, ছত্তিশগড় থেকে ওড়িশা হয়ে পাচারকারীরা গাঁজা নিয়ে রোহতাসে ঢুকছিল।

বিশেষ অভিযান চালিয়ে ইন্দ্রপুরী ব্যারাজের কাছে দুটি গাড়ি থেকে গাঁজা উদ্ধার করা হয়। ধৃতদের নাম কপিল সিং, বলিরাম পাণ্ডে ও বিভা শুক্লা। পাচারে ব্যবহৃত গাড়ি দুটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। চক্রের সঙ্গে জড়িত অন্যান্যদের খোঁজে তদন্ত চলছে।

সাঁকরাইলে থার্মোকলের গুদামে ভয়াবহ আগুন

হাওড়া, ৫ এপ্রিল (হি.স.): হাওড়ার সাঁকরাইলের আলমপুর মোড়ের কাছে একটি থার্মোকলের গুদামে ভয়াবহ আগুন লাগে। জানা গেছে, শনিবার দুপুরে আগুন লাগে সেখানে। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় আশপাশের এলাকাও। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের একাধিক ইঞ্জিন। দমকল কর্মীদের সঙ্গে আগুন নেভানোর কাজে সহায়তা করেন স্থানীয়রাও। কী কারণে আগুন লাগলো তা এখনও স্পষ্ট নয়।

চাকরি বাতিলের জেরে নবান্ন অভিযানের ডাক চাকরিহারাদের

কলকাতা, ৫ এপ্রিল (হি.স.): চাকরি বাতিল নিয়ে নবান্ন অভিযানের ডাক বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থী ও চাকরিহারা ঐক্য মঞ্চের। আগামী ২১ এপ্রিল নবান্ন অভিযান করবেন তাঁরা।

জানা গেছে, চাকরি প্রার্থীদের ১২-১৩ টি মঞ্চর তরফে সম্মিলিতভাবে ২১ এপ্রিল এই নবান্ন অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছে। চাকরিহারাদের তরফে এদিন এই ঘোষণা করা হয়। মঞ্চের নেতৃত্বের তরফে বলা হয়, কয়েকটি সংগঠন ইতিমধ্যে যোগাযোগ করেছে। আগামীতে তাঁরাও এই মঞ্চে সামিল হবে বলে আশাবাদী তাঁরা।

হাইলাকান্দিতে পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি

হাইলাকান্দি (অসম) ৫ এপ্রিল (হি.স.) : হাইলাকান্দির জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জেলায় আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার ১৬৩ ধারা অনুসারে জেলায় বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। এর আওতায় প্রশাসনের অনুমতি ছাড়া পাঁচ ব ততোধিক ব্যক্তির সমাবেশ, রেলি,জনসভা নির্বাচনী প্রচারসভা ইত্যাদি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। অনুমতি নিলেও রাত দশটার পর কোন সভা করা যাবে না। পাশাপাশি জেলায় কোন মেলার আয়োজন করা যাবে না। নির্বাচনী প্রচার অভিযানে রাষ্ট্রবিরোধী কোন ভাষণ অথবা বিদ্বেষ ছড়াতে পারে এমন কোন ভাষণ,স্লোগান বাজি ইত্যাদি দেওয়া যাবে না। কোন ব্যানার পোস্টার ওয়াল রাইটিং ইত্যাদিতে আপত্তিজনক কোন মন্তব্য যা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ক্ষুন্ন করতে পারে অথবা ধর্মীয় কিংবা ভাষিক বিদ্বেষ ছড়াতে পারে তা প্রচার করা যাবে না। কোন ব্যক্তি বিশেষ অথবা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান থেকে কোন ধরনের দান গ্রহণ করা যাবে না। এছাড়া এই নিষেধাজ্ঞায় লাইসেন্স প্রাপ্ত সব ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র অবিলম্বে নিকটবর্তী পুলিশ থানায় জমা দিতে বলা হয়েছে।

সেক্টর ফাইভে বাসের ধাক্কায় মৃত তরুণী

কলকাতা, ৫ এপ্রিল (হি.স.): শনিবার সকালে সল্টলেকে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা। এক তরুণীর মাথার উপর দিয়ে বাস চলে যায় বলে দাবি স্থানীয়দের। ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে রজনী মাহাতো (২৫) নামে ওই তরুণীর। জানা গিয়েছে, ওই তরুণী একটি তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থায় কর্মরত ছিলেন। তাঁর বাড়ি ধাপা মাঠপুকুরে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। বাসের চালককে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, এদিন সকালে একটি বাস ওই তরুণীকে পিছন থেকে ধাক্কা দেয়। বাসটির চাকা উঠে যায় তাঁর মাথায়। স্থানীয়রাই তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। চিকিৎসক তরুণীকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

নিশিগঞ্জে লোকালয়ে বাইসন, আতঙ্ক গ্রামবাসীদের

নিশিগঞ্জ, ৫ এপ্রিল (হি.স.): শনিবার বাইসনের আতঙ্ক নিশিগঞ্জে। এদিন সকালে নিশিগঞ্জের মদনমোহন মন্দির সংলগ্ন এলাকায় বাইসন নজরে আসে গ্রামবাসীদের। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বন দফতরের কর্মীরা। বেশ কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় ঘুমপাড়ানি গুলির সাহায্যে আচ্ছন্ন করে বাইসনটিকে নিয়ে যাওয়া হয় বন দফতরের পাতলাখাওয়া রেঞ্জে। বন দফতর সূত্রে জানা গেছে, সেখানে সুস্থ করে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে বাইসনটিকে।

প্রধানমন্ত্রীর মুকুটে নতুন পালকের সংযোজন, মিত্র বিভূষণে সম্মানিত মোদী

কলম্বো ও নয়াদিল্লি, ৫ এপ্রিল (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মুকুটে নতুন পালকের সংযোজন। শনিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে মিত্র বিভূষণ পুরস্কারে সম্মানিত করেছেন শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি অনুরা কুমার দিশানায়েক। এই সম্মান ১৪০ কোটি ভারতীয়বাসীকে উৎসর্গ করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

নিজের এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানিয়েছেন, 'রাষ্ট্রপতি দিশানায়েকের থেকে "শ্রীলঙ্কা মিত্র বিভূষণ" সম্মানে ভূষিত হওয়া আমার জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয়। এই সম্মান আমার একার নয় - এটি ভারতের ১৪০ কোটি জনগণের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি। এটি ভারত ও শ্রীলঙ্কার জনগণের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব ও ঐতিহাসিক সম্পর্কের প্রতীক। এই সম্মানের জন্য আমি রাষ্ট্রপতি, সরকার এবং শ্রীলঙ্কার জনগণের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।'

শনিবার ব্রহ্মকুন্ডনদীতে মহাঅষ্টমীর স্নান করেন ভক্তপ্রাণ মানুষেরা।

শ্রীভূমিতে ৩ দিন ব্যাপী হজের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম

শ্রীভূমি (অসম) ৫ এপ্রিল (হি.স.) : ২০২৫ সালের শ্রীভূমি জেলার হজ যাত্রীদের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম আগামী ৮, ৯ ও ১৪ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হবে। জেলা হজ কমিটির সদস্য সচিব তথা এডিসি আনিস রসুল মজুমদার এক পত্র মারফৎ জানিয়েছেন যে, আগামী ৮ এপ্রিল বদরপুরের দেওরাইল টাইটেল মাদ্রাসায়, ৯ এপ্রিল আসিমগঞ্জের আসিমিয়া এম ই মাদ্রাসায় ও ১৪ এপ্রিল শ্রীভূমি শহরের সেটেলমেন্ট বাজার জামে মসজিদে ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হবে। এতে বদরপুরের ইনচার্জ হিসেবে রয়েছেন জেলা হজ কমিটির সদস্য মাওলানা আজমল হুসেন, আসিমিয়া এম ই মাদ্রাসায় ইনচার্জ হিসেবে রয়েছেন জেলা হজ কমিটির সদস্য সাব্বির আহমেদ ও সেটেলমেন্ট সেন্টারের ইনচার্জ হিসেবে রয়েছেন জেলা হজ কমিটির যুগ্ম সম্পাদক বাহা উদ্দিন চৌধুরি। ওই দিনগুলিতে প্রশিক্ষণ শুরু হবে সকাল ১০ টা থেকে। এতে জেলা হজ কমিটি থেকে সংশ্লিষ্ট হজ যাত্রীদের ওই প্রশিক্ষণে যোগদান করতে আহ্বান জানানো হয়েছে। জেলা হজ কমিটির সদস্য তথা হজ সেলের ইনচার্জ মাওলানা জসিম উদ্দিন এ খবর জানিয়েছেন।

রামনবমীর প্রাক্কালে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় অর্জুন সিং

ভাটপাড়া, ৫ এপ্রিল (হি.স.): রামনবমী হিন্দুদের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। পুরুষোত্তম রামের জন্মদিন উপলক্ষে এই উপলক্ষে তা পালিত হয়ে থাকে। রামনবমী উপলক্ষে শনিবার প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিং নৈহাটির রামচন্দ্রপুর মোড় থেকে শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ নেন। হাবড়া রোড ধরে সাহেব কলোনি ঘুরে টালিখোলায় রামন্দিরের কাছে পৌঁছে শোভাযাত্রা শেষ হয়। মামুদপুর রামনবমী পুজো কমিটি আয়োজিত ওই শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন দলের ব্যারাকপুর জেলার সহ-সভাপতি দেবকুমার ঘোষ, প্রিয়াঙ্গু পান্ডে, নারায়ন বিশ্বাস, সুমিত ঘোষ প্রমুখ। এছাড়াও এদিন ভাটপাড়া পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের মানিকপীরে শীতলা পুজোয় তিনি অংশগ্রহণ করেন। সেইসঙ্গে সেখানে উপস্থিত ছিলেন প্রিয়াঙ্গু পান্ডে, প্রাক্তন কাউন্সিলর সোহন প্রসাদ চৌধুরী, রাজ বিশ্বাস প্রমুখ।

মধ্যপ্রদেশে জলাশয় থেকে উদ্ধার দুটি দেহ

গ্বালিয়র, ৫ এপ্রিল (হি.স.) : শনিবার মধ্যপ্রদেশের গ্বালিয়রের সাগরতাল থেকে এক মহিলা ও এক পুরুষের দেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। পথচারীরা দেহ ভাসতে দেখে পুলিশকে খবর দেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ দু''টি উদ্ধার করে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার দুপুরে এক মহিলার দেহ ভাসতে দেখা যায়।

গত অর্থবর্ষে ১৩০৯১টি পণ্যবাহী রেক আনলোড এনএফ রেলের

গুয়াহাটি, ৫ এপ্রিল (হি.স.) : উত্তরপূর্ব সীমান্ত (এনএফ) রেলওয়ে গত অর্থবর্ষে পণ্য আনলোডিঙে ধারাবাহিক বৃদ্ধি প্রদর্শন করেছে। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ১৩,০৯১টি পণ্যবাহী রেক আনলোড করেছে। এর মধ্যে ১২,৮৮টি রেক শুধুমাত্র মার্চ ২০২৫-এ আনলোড করা হয়েছে। আজ শনিবার উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা এক প্রেস বার্তায় এ খবর দিয়ে জানান, ২০২৫-এর মার্চ মাসে অসমে পণ্যবাহী ট্রেনের মোট ৬৮৮টি রেক আনলোড করা হয়েছে। এর মধ্যে ৩১৩টি রেকে অত্যাবশ্যক সামগ্রী ছিল। সংশ্লিষ্ট মাসে ত্রিপুরায় ১৩১টি রেক, নাগাল্যান্ডে ২৪টি রেক, অরুণাচল প্রদেশে আটটি রেক, মণিপুর এবং মিজোরামে ছয়টি করে রেক আনলোড করা হয়েছে। এছাড়া, এ মাসেই উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধিক্ষেত্রের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ২৩৪টি এবং বিহারে ১৯১টি পণ্যবাহী রেক আনলোড করা হয়েছে। অত্যাবশ্যক ও অন্যান্য পণ্য সামগ্রী শুধুমাত্র সাধারণ জনগণের চাহিদা পূরণের জন্য নয়, বরং পাশাপাশি সমগ্র অঞ্চলের অর্থনৈতিক কার্য্যকলাপকে সক্রিয় রাখতে ও বিকশিত করতে নিয়মিতভাবে পরিবহণ করা হচ্ছে। উন্নত টার্মিনাল হ্যান্ডলিং সুবিধা এবং আরও গুডসশেড চালু করার ফলে গ্রাহক এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের জন্য সীমিত সময়ের মধ্যে অন্তর্মুখী রেকগুলি আনলোড ও পরিষ্কার করা কাজকে আরও সুবিধাজনক করে তুলেছে এনএফ রেলওয়ে। সমস্ত স্তরে ক্রমাগত পর্য্যবেক্ষণের ফলে টার্ন-অ্যারাউন্ডের সময় হ্রাস হয়েছে এবং আনলোডিঙের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে, বলা হয়েছে প্রেস বার্তায়।

জাতীয় সমুদ্র দিবসে শুভেচ্ছা মোদী ও শাহের, ভালো খবর শোনালেন সুকান্ত

নয়াদিল্লি, ৫ এপ্রিল (হি.স.): ভারতের তিন দিকে সমুদ্র, প্রাচীনকাল থেকেই তাই সমুদ্র পথে বাণিজ্যের পোত ছুটিয়েছেন ভারতের বণিক ও নাবিকেরা। ভারতের শিল্প, অর্থনীতি, প্রতিরক্ষা এবং বাণিজ্যে সমুদ্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে স্বীকৃতি ও সম্মান জানাতেই ৫ এপ্রিল দিনটি জাতীয় সমুদ্র দিবস হিসেবে পালন করা হয়। ১৯১৯ সালের ৫ এপ্রিল ভারতের প্রথম দেশীয় জাহাজ সংস্থা সিন্ধিয়া স্টিম নেভিগেশন কোম্পানি তৎকালীন বোম্বে থেকে লন্ডনের পথে তাঁদের নিজস্ব জাহাজ ''এস এস লোয়ালিটি''র যাত্রী পরিবহণ পরিষেবা শুরু করেছিল, সেই দিনটিকে স্মরণ করেই ১৯৬৪ সালের ৫ এপ্রিল প্রথমবার জাতীয় সমুদ্র দিবস পালন করা হয়।

শনিবার দেশজুড়ে জাতীয় সমুদ্র দিবস উদযাপন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। প্রধানমন্ত্রী মোদী তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন, আজ জাতীয় সমুদ্র দিবসে, আমরা ভারতের সমৃদ্ধ সমুদ্র ইতিহাস এবং দেশ গঠনে এই ক্ষেত্রে ভূমিকা স্মরণ করছি। ভারতের অগ্রগতির জন্য আমরা সমুদ্র ক্ষেত্র এবং আমাদের বন্দরগুলিকে শক্তিশালী করার কাজ অব্যাহত রাখব। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ নিজ বার্তায় জানিয়েছেন, জাতীয় সমুদ্র দিবসে আমাদের সমুদ্র শিল্পের কর্মীদের শুভেচ্ছা, এই দিনটি তাদের অনুপ্রেরণার বার্তা হিসেবে কাজ করুক।জাতীয় সমুদ্র দিবসের প্রেক্ষাপটে ভাল খবর শুনিয়েছেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার। তিনি জানিয়েছেন, কেন্দ্র সরকার পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রামে ২০০০ কোটি টাকার একটি জাহাজ নির্মাণ শিল্প গড়ে তুলতে চলেছে। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার লোকসভায় এক প্রশ্নোত্তর পর্বে জানিয়েছেন, নন্দীগ্রামের জেলিংহামে ৫,৬৫,৮৪৮ বর্গমিটার জমিতে গড়ে উঠবে জাহাজ নির্মাণ শিল্প যা কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গকে জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে।

ওয়াকফ বিলকে চ্যালেঞ্জ এএপি বিধায়কের, সুপ্রিম কোর্টে মামলা আমানাতুল্লাহর

নয়াদিল্লি, ৫ এপ্রিল (হি.স.): ওয়াকফ সংশোধনী বিল যখন আইনে পরিণত হওয়ার অপেক্ষায়, তখন এই বিলকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হলেন আম আদমি পার্টির বিধায়ক তথা দিল্লি ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান আমানাতুল্লাহ খান। সংশোধিত ওয়াকফ বিলের বিরোধিতা করে শনিবার শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন দিল্লি ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান আমানতুল্লাহ খান।

এএপি বিধায়ক তথা দিল্লি ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যানের দাবি, কেন্দ্রীয় সরকার যে বিল পাশ করিয়েছে, তাতে মুসলিমদের ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক অধিকার খর্ব হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন, "এই বিল নির্বিচারে ওয়াকফের উপর হস্তক্ষেপ করে।" তিনি আরও জানান, "সংখ্যালঘুরা তাঁদের ধর্মীয় এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠান পরিচালনার অধিকার হারাচ্ছে এই বিলের ফলে।" উল্লেখ্য, সংসদের দুই কক্ষেই পাস হয়েছে সংশোধিত ওয়াকফ বিল। এ বার তা পাঠানো হবে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে। তিনি সই করলেই আইনে পরিণত হবে ওই বিল। সংসদে বিলটি নিয়ে দীর্ঘ বিতর্কের পরে ভোটাভুটিতে পাশ হয় বিল। দুই কক্ষেই প্রত্যাশিতভাবেই ওয়াকফ সংশোধনী বিল পাস হয়।

শ্রীভূমি জেলার আন্তর্জাতিক সীমান্ত এলাকায় বিএনএসএস এর ১৬৩ ধারায় নিষেধাজ্ঞা জারি

শ্রীভূমি (অসম) ৫ এপ্রিল (হি.স.) : শ্রীভূমির জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার (বিএনএসএস) ১৬৩ ধারার অধীনে শ্রীভূমি জেলার ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় এক আদেশে বেশ কিছু নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। এতে জানানো হয়েছে যে জেলায় নাশকতাকারীদের চলাচলের ফলে আইন শৃঙ্খলা জনিত সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন সামগ্রী, গরু ইত্যাদি জেলার সীমান্ত এলাকা দিয়ে অবৈধ সরবরাহ সম্ভাবনা রয়েছে যা থেকে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হতে পারে এবং এ ধরণের অবৈধ কার্য্যকলাপ প্রতিহত ও এর দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বিএনএসএস এর ১৬৩ ধারার অধীনে জারি করা নিষেধাজ্ঞা অনুসারে- কোন ব্যাক্তি সূর্য্যাস্ত থেকে সূর্য্যোদয় পর্যন্ত শ্রীভূমি জেলার ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের ৫০০ মিটার এলাকায় চলাচল করতে পারবে না। পাশাপাশি কোন ব্যক্তি শ্রীভূমি জেলার কুশিয়ারা নদীর তীরে বর্ডার ফেন্সিং এর পাশে সূর্য্যাস্ত থেকে সূর্য্যোদয় পর্যন্ত চলাচল করা নিষিদ্ধ। এদিকে ওই আদেশে কোন ব্যক্তি কুশিয়ারা নদীতে মাছ ধরার জন্য নৌকা চালাতে পারবে না। এক্ষেত্রে শুধু স্থানীয় জনগনকে নিজে খাওয়ার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট লেসির অনুমতি সাপেক্ষে সার্কেল অফিস থেকে অনুমতি দেওয়া হবে, তবে এর কপি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও পাথারকান্দির ১৬ তম ব্যাটেলিয়ান বিএসএফ কমানডেন্টকে দিতে হবে। এছাড়া শ্রীভূমি, বদরপুর, নিলাম বাজার ও পাথারকান্দির সার্কেল অফিসারের অনুমতি না নিয়ে কোন ব্যক্তি সূর্য্যাস্ত থেকে সূর্য্যোদয় পর্যন্ত শ্রীভূমি জেলার ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের ৫ কিলোমিটার বেষ্টনীর ভিতরে কোন গাড়ি, ঠেলা, রিক্সা অথবা অন্য উপায়ে চিনি, চাল, আটা, ভোজ্য তেল, কেরোসিন ও লবণ ইত্যাদির বহন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কর্তব্যরত কর্মীদের ক্ষেত্রে এই আদেশ প্রযোজ্য হবে

প্রধানমন্ত্রীর শ্রীলঙ্কা সফর শুরু, কলম্বোতে মোদীকে গার্ড অফ অনার

কলম্বো, ৫ এপ্রিল (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শ্রীলঙ্কা সফর শুরু হয়ে গেল, শনিবার সকালে কলম্বোর ইন্ডিপেন্ডেন্স স্কোয়ারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে গার্ড অফ অনারে অভিবাদন জানানো হয়। উপস্থিত ছিলেন শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি অনুরা কুমার দিশানায়েকে। তোপধ্বনিতে প্রধানমন্ত্রী মোদীকে অভিবাদন জানানো হয়।

প্রধানমন্ত্রী মোদী এখন তিন দিনের শ্রীলঙ্কা সফরে রয়েছেন, যা গতকাল ব্যাঙ্ককে বিমসটেক শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের পর শুরু হয়েছে। গতকাল থেকে শুরু হওয়া শ্রীলঙ্কা সফরে, শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি অনুরা কুমার দিশানায়েকের সঙ্গে এদিন সকালে কলম্বোর ইন্ডিপেন্ডেন্স স্কোয়ারে আসেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেখানেই তাঁকে অভিবাদন জানানো হয়।

শ্রীনগরে হোটেলে আগুন, দমকলের তৎপরতায় দ্রুত এল আয়ত্তে

শ্রীনগর, ৫ এপ্রিল (হি.স.): শ্রীনগরে আগুন লাগল একটি হোটেলে। শনিবার সকালে শ্রীনগরের আজাদ হোটেলে ভয়াবহ আগুন লাগে। আগুন লাগার কিছুক্ষণের মধ্যেই চারিদিক কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে আসে দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীদের চেষ্টায় আগুন দ্রুত আয়ত্তে এসেছে। শ্রীনগরের ডিভিশনাল ফায়ার অফিসার জোরাওয়ার সিং বলেছেন, 'আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। আমরা সকাল ৯টা নাগাদ শ্রীনগরের আজাদ হোটেলে আগুন লাগার খবর পাই। আমরা এখানে পৌঁছে দেখি, আগুন বয়লার এলাকা ও কিছু শেডের মধ্যে লেগেছে। হোটেলে উপস্থিত লোকজনকে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।'

জম্মুতে অনুপ্রবেশ রুখে দিল বিএসএফ, গুলিতে নিহত এক অনুপ্রবেশকারী

জম্মু, ৫ এপ্রিল (হি.স.): নিয়ন্ত্রণরেখা পেরিয়ে ভারতীয় ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশের চেষ্টা ফের ভেস্তে দিল সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। শুক্রবার মধ্যরাতে জম্মুর আন্তর্জাতিক সীমান্তে বিএসএফ-এর গুলিতে মৃত্যু হয়েছে এক অনুপ্রবেশকারীর। নিহত অনুপ্রবেশকারীর পরিচয় জানার চেষ্টা করছে বিএসএফ।

বিএসএফ-এর পক্ষ থেকে শনিবার সকালে জানানো হয়েছে, শুক্রবার মধ্যরাতে জম্মুর সীমান্তবর্তী এলাকায় এক অনুপ্রবেশকারীর গতিবিধি নজরে আসে, ওই অনুপ্রবেশকারীকে থামতে বলা হয়। কিন্তু, সে এগিয়ে আসতে থাকে। এরপরই ঝুঁকি বুঝতে পেরে বিএসএফ জওয়ানরা গুলি চালান, গুলি লেগে মৃত্যু হয় ওই অনুপ্রবেশকারীর।

কর্ণাটকে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে ধাক্কা গাড়ির; মৃত ৫, আহত ১০ জন

কালাবুরাগি, ৫ এপ্রিল (হি.স.): কর্ণাটকের কালাবুরাগি জেলায় রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাকের পিছনে ধাক্কা মারল একটি গাড়ি। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের, এছাড়াও কমপক্ষে ১০ জন কমবেশি আহত হয়েছেন। শনিবার ভোররাত ৩.৩০ মিনিট নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে কালাবুরাগি জেলার নেলোগি ক্রসের কাছে।

কালাবুরাগি জেলা পুলিশ জানিয়েছে, শনিবার ভোররাত ৩.৩০ মিনিট নাগাদ নেলোগি ক্রসের কাছে একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাকের পিছনে ধাক্কা মারে। এই দুর্ঘটনায় ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে ও ১০ জন আহত হয়েছেন। নিহতরা বাগালকোট জেলার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। আহতদের কালাবুরাগি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কালাবুরাগির এসপি এ শ্রীনিবাসুলু ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন এবং তদন্ত শুরু করেছেন। নেলোগি থানায় একটি মামলা দায়ের করেছে পুলিশ।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

উনকোটিতে অশোকাষ্টমী মেলার উদ্বোধনে মন্ত্রী টিংকু

আগরতলা, ৫ এপ্রিল : শৈবতীর্থ ঊনকোটিতে গতকাল দু''দিনব্যাপী অশোকাষ্টমী মেলার উদ্বোধন করেন সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়। মেলার উদ্বোধন করে তিনি বলেন, শৈবতীর্থ উনকোটি তীর্থযাত্রী ও পর্যটকদের কাছে এক বিশ্বাস ও স্বপ্নের জায়গা। ঊনকোটি পর্যটন কেন্দ্রের পরিকাঠামোর উন্নয়নে রাজ্য সরকার পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করছে। তিনি বলেন, ঊনকোটি দর্শনে আসা পর্যটকদের থাকার ও বিনোদনের জন্য গৌরনগর ব্লক এলাকার সোনামুখি গ্রামে ৭০ কোটি টাকা ব্যয়ে কটেজ ও বড় পার্ক গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়েছে। প্রধান অতিথির ভাষণে ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস বলেন, বর্তমান সরকার পর্যটন সহ রাজ্যের সার্বিক বিকাশে কাজ করছে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জিলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি সন্তোষ ধর, জিলা পরিষদের সদস্য বিমল কর, কৈলাসহর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা দেবরায়, চন্ডীপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সম্পা দাস (পাল), তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহ-অধিকর্তা বিশ্বজিৎ দেব প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ রাখেন কৈলাসহর মহকুমার মহকুমা শাসক প্রদীপ সরকার।

ধন্যবাদসূচক ভাষণ রাখেন মহকুমা কল্যাণ আধিকারিক মতিরঞ্জন দেববর্মা। ২ দিনব্যাপী অশোকাষ্টমী মেলা উপলক্ষে বিভিন্ন দপ্তরের প্রদর্শনী স্টল খোলা হয়। এছাড়াও তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে সারা রাতব্যাপী বর্ণময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

৬.৯ মাত্রার ভূমিকম্প পাপুয়া নিউগিনিতে, সুনামি সতর্কতা প্রত্যাহার

পোর্ট মোরসবি, ৫ এপ্রিল (হি.স.): জোরালো তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত পাপুয়া নিউ গিনির একটি দ্বীপ। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৬.৯। এর কয়েক মিনিটের মধ্যে জোরালো আফটারশক অনুভূত হয়, যার তীব্রতা ছিল ৫.৩। জোড়া কম্পনের ফলে ওই এলাকায় সুনামির সতর্কতা জারি করা হয়, পরে অবশ্য সুনামি সতর্কতা প্রত্যাহারও করা হয়।

শনিবার ভোর ৬.০৪ মিনিটে প্রথম বার কাঁপে পাপুয়া নিউ গিনির নিউ ব্রিটেন দ্বীপ। ওই দ্বীপের উপকূলের অন্তত ১০ কিলোমিটার গভীরে ছিল ভূমিকম্পের উৎস। এর ফলে সমুদ্রে ঢেউয়ের উচ্চতা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেকটা বেড়ে যায়। আমেরিকার প্রশান্ত মহাসাগরীয় সুনামি সতর্কতা কেন্দ্র জানিয়েছে, নিউ ব্রিটেন দ্বীপে ৩ থেকে ৯ ফুট পর্যন্ত হতে পারে ঢেউয়ের উচ্চতা। এ ছাড়াও পাপুয়া নিউ গিনির বেশ কিছু দ্বীপে সুনামির ফলে উঁচু ঢেউয়ের সতর্কতা জারি করা হয়।

যে কোনও কর্মসূচির জন্যই আদালত থেকে অনুমতি নিতে হয়, কটাক্ষ দিলীপের

খড়গপুর, ৫ এপ্রিল (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তীব্র সমালোচনা করলেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। পুলিশের ভূমিকারও নিন্দা করেছেন তিনি। দিলীপের কথায়, পশ্চিমবঙ্গে যে কোনও কর্মসূচির জন্যই আদালত থেকে অনুমতি নিতে হয়। রামনবমীতে হাওড়ায় জোড়া মিছিলের অনুমতি দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট।এ প্রসঙ্গে শনিবার সকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ বলেছেন, 'বাংলায় যে কোনও কর্মসূচির জন্য আমাদের আদালতের অনুমতি নিতে হয়। এখানকার সরকার ও পুলিশ আমাদের অনুমতি দেয় না। রামনবমীর শোভাযাত্রা হিন্দু সম্প্রদায়ের রীতিনীতি অনুসারে পরিচালিত হবে। শান্তিপূর্ণ আচরণ বজায় রাখা, কোনও বাধা তৈরি না করা পুলিশের দায়িত্ব। কিন্তু পুলিশ ইচ্ছাকৃতভাবে অসদাচরণ করে এবং তারপর আদালতে গিয়ে বলে যে অনুমতি দেওয়া উচিত নয়।'

ওয়াকফ নিয়ে এখন প্রতিবাদ করা ভোট ব্যাঙ্ককে সন্তুষ্ট করার প্রচেষ্টা : দিলীপ ঘোষ

খড়গপুর, ৫ এপ্রিল (হি.স.): সংসদের উভয়কক্ষেই পাস হয়ে গিয়েছে ওয়াকফ সংশোধনী বিল। এখন শুধু রাষ্ট্রপতির সইয়ের অপেক্ষা। এই ওয়াকফ বিল নিয়ে এখনও সমালোচনায় সরব বিরোধীরা। এ প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ বললেন, ওয়াকফ নিয়ে এখন প্রতিবাদ করা ভোট ব্যাঙ্ককে সন্তুষ্ট করার প্রচেষ্টা। শনিবার সকালে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়গপুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দিলীপ ঘোষ বলেছেন, 'বিলটি ইতিমধ্যেই পাস হয়ে গিয়েছে এবং এখন এটি আইন। ৩৭০ ধারা বাতিলের পরেও, মানুষ আদালতে গিয়েছিল - ফলাফল কী হয়েছিল? সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতার সমর্থনে কিছু পাস হয়ে গেলে, তা আইনে পরিণত হয়। এখন এর প্রতিবাদ করা কেবল ভোট ব্যাঙ্ককে সন্তুষ্ট করার এবং নির্বাচিত কয়েকজনকে খুশি করার একটি প্রচেষ্টা।'

পশ্চিমবঙ্গের কিছু অংশে রাম নবমীর শোভাযাত্রার জন্য আদালতের অনুমতির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ বলেন, 'এই সরকার এবং পুলিশ হিন্দু উৎসব বন্ধ করার জন্য বিভিন্ন অজুহাত দেখাচ্ছে। যদি কোনও ঝামেলা হয়, তাহলে শোভাযাত্রার অনুমতি দেওয়া হবে না - কিন্তু আপনারাই ঝামেলা তৈরি করেন। পুলিশ এবং প্রশাসন উপস্থিত থাকলে হিন্দু উৎসবের সময় কেন সমস্যা তৈরি হয়?

অনন্য উদ্যোগ সিআরপিএফ-এর শোপিয়ানে চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন

শ্রীনগর, ৫ এপ্রিল (হি.স.): প্রশংসনীয় এক উদ্যোগ নিল সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ)। শনিবার জম্মু ও কাশ্মীরের শোপিয়ানে বিনামূল্যে একটি চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করেছে সিআরপিএফ। মহিলা ও শিশু-সহ স্থানীয় বাসিন্দারা এই চিকিৎসা শিবিরে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা এবং ওষুধ গ্রহণ করেন। সিআরপিএফ-এর ১৪ নম্বর ব্যাটেলিয়নের উদ্যোগে শনিবার শোপিয়ানের শালিদার জারকানে এই বিনামূল্যে চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করা হয়। সেখানে মহিলা ও শিশু-সহ স্থানীয় বাসিন্দারা এই চিকিৎসা শিবিরে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা এবং ওষুধ গ্রহণ করেন। সিআরপিএফ-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই উদ্যোগের লক্ষ্য ছিল সম্প্রদায়ের বন্ধন জোরদার করা ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা উন্নত করা।

সমস্ত বিরোধী দলই জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে চলেছে : চিরাগ পাসোয়ান

পাটনা, ৫ এপ্রিল (হি.স.): ওয়াকফ সংশোধনী বিল নিয়ে বিরোধীদের ভূমিকার তীব্র নিন্দা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা লোক জনশক্তি পার্টির নেতা চিরাগ পাসোয়ান। তিনি বলেছেন, সমস্ত বিরোধী দলই জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে চলেছে। লোকসভা ও রাজ্যসভায় পাস হয়েছে ওয়াকফ সংশোধনী বিল, এখন তা আইনে পরিণত হওয়ার অপেক্ষায়। কিন্তু, বিরোধীরা এই বিলের বিরুদ্ধাচরণ করে চলেছেন। এরই প্রেক্ষিতে শনিবার চিরাগ পাসোয়ান বলেছেন, 'বিরোধী দল সবসময় এই পদ্ধতিতেই কাজ করে আসছে। এই সমস্ত দলই জনগণকে বিভ্রান্ত করার, বিভ্রান্তি ছড়ানোর, মিথ্যা বলার এবং মিথ্যা বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা করে আসছে। এটি সমস্ত বিরোধী দলের ধারাবাহিক প্রচেষ্টা।'

রামনবমীর শুভেচ্ছা জানালেন সুকান্ত, প্রশাসনের কাছেও বিশেষ অনুরোধ

কলকাতা, ৫ এপ্রিল (হি.স.): আগামীকাল রামনবমী, তার আগে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানালেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী তথা বিজেপির রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার। শান্তিপূর্ণভাবে যাতে রামনবমী উদযাপন করতে পারেন রাজ্যবাসী, এ জন্য পুলিশ ও প্রশাসনের কাছেও বিশেষ অনুরোধ জানিয়েছেন সুকান্ত মজুমদার।

প্রথা মেনে দুর্গাবাড়িতে মহাষ্টমীতে বাসন্তী পূজা

আগরতলা, ৫ এপ্রিল : আজ মহাঅষ্টমী। প্রথা মেনে রাজধানীর আগরতলা দুর্গাবাড়িতে মহাষ্টমীতে বাসন্তী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন ভক্তদের সমাগম ছিল লক্ষণীয়। প্রসঙ্গত, হিন্দু ও বাঙ্গালীদের অন্যতম প্রধান উৎসব দুর্গাপূজা। আশ্বিন মাসে জাঁকজমকপূর্ণভাবে দুর্গাপূজা হলেও কালের পূজা হল চৈত্র মাসে। চৈত্র মাসের এই পূজা বাসন্তী পূজা নামে পরিচিত। রাজধানী আগরতলা দুর্গা বাড়িতে অন্যান্য বছরের মতো এবছরও বেশ জাকজমকপূর্ণভাবে ধর্মীয় ভাব গম্ভীর পরিবেশে বাসন্তী পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এদিন মহা অষ্ঠমী তিথিতে দুর্গাবাড়ি মন্ডপে অসংখ্য ভক্তবৃন্দের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়েছে। মন্দিরের পুরোহিত বলেন, প্রথা মেনে দুর্গাবাড়িতে মহাষ্টমীতে বাসন্তী পূজা হয়েছে। পূজা শেষে ভক্তরা দেবীর চরণে অঞ্জলি নিবেদন করেন।

সিপাহীজলায় একদিবসীয় মৎস্যচাষী সচেতনতা কর্মশালা, সহায়তা সামগ্রী ও অর্থ প্রদান

আগরতলা, ৫ এপ্রিল: রাজ্যের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে স্বাবলম্বী ও স্বনির্ভর করে তোলার লক্ষ্যে এবং সারা ভারতব্যাপী সচেতনতা কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে সিপাহীজলা জেলায় অনুষ্ঠিত হলো একদিবসীয় মৎস্যচাষী সচেতনতা মূলক কর্মশালা।

চড়িলাম লীলা দেব স্মৃতি কমিউনিটি হলে জেলা মৎস্য দপ্তরের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই কর্মশালার উদ্বোধন করেন সিপাহীজলা জেলার জেলা সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত।

এদিনের কর্মশালায় জেলার তিনটি মহকুমা থেকে আগত মৎস্যচাষী ও কৃষকেরা অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের মৎস্য চাষের আধুনিক পদ্ধতি, সরকারি প্রকল্প ও সহায়তা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রদান করা হয়।

কর্মশালা শেষে সম্প্রতি বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্যচাষীদের হাতে আর্থিক সহায়তা এবং মৎস্য চাষে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সামগ্রী, এমনকি যাতায়াতের জন্য গাড়ির চাবিও তুলে দেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা।

পাশাপাশি, দেশের সমস্ত মৎস্যচাষীদের নিয়ে গঠিত জাতীয় মৎস্য উন্নয়ন প্ল্যাটফর্ম এর অনলাইন পোর্টালে ত্রিপুরার মৎস্যচাষীদের অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এর মাধ্যমে রাজ্যের মৎস্যচাষীদের ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সংযুক্ত করে তাঁদের আরও আধুনিক ও ফলপ্রসূভাবে চাষে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।

এই কর্মশালার মাধ্যমে মৎস্যচাষীদের মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি এবং আত্মনির্ভরতার পথ প্রশস্ত হবে বলেই আশাবাদী জেলা প্রশাসন।

বিশ্রামগঞ্জ সিপাহীজলা জেলা অফিসে বাম সংগঠনের যুব কনভেনশান

আগরতলা, ৫ এপ্রিল: আগামী ৫ মে কর্মসংস্থান সহ একাধিক দাবিতে বিশ্রামগঞ্জে ডিওয়াইএফআই ও টিওয়াইএফ-র যৌথ উদ্যোগে গণডেপুটেশান ও মিছিলের আয়োজন করা হবে। এরই অঙ্গ হিসেবে আজ বিশ্রামগঞ্জ সিপিআইএম জেলা অফিসে বাম সংগঠনের যুব কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়।

এদিনের উপস্থিত ছিলেন ডি ওয়াই এফ আই রাজ্য সভাপতি কমরেড পলাশ ভূমিক, কমরেড ইন্দ্রজিত সাহা, কমরেড হিরন্ময় নারায়ন দেবনাথ, কমরেড বেনিলাল দেববর্মা, কমরেড নেতাজি দেববর্মা, সভাপতি মন্ডলীতে ছিলেন কমরেড মহম্মদ সেলিম, কমরেড রঞ্জিত দেববর্মা। মূলত, কর্মসংস্থান দাবিতে, দুর্নীতির সাম্রাজ্য ও জঙ্গলের রাজত্বের অবসান করতে, নেশা বাণিজ্যের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করার দাবীতে ওই গণডেপুটেশনের আয়োজণ করা হয়েছে।

কল্যাণপুরে মহাঅষ্টমীতে গঙ্গাস্নানে ধর্মপ্রাণ মানুষের ঢল

কল্যাণপুর, ৫ এপ্রিল: বিশুদ্ধ হিন্দু পঞ্জিকা অনুসারে আজ মহাঅষ্টমী তিথি। বাসন্তী পূজার আবহে কল্যাণপুরের বিভিন্ন প্রান্তে খোয়াই নদী সংলগ্ন এলাকাগুলিতে আজ সকাল থেকেই ধর্মপ্রাণ সনাতনীদের গঙ্গাস্নানে অংশ নিতে দেখা গেছে। পূর্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো এবং জগত সংসারের মঙ্গল কামনায় এই পবিত্র অষ্টমী স্নানে অংশগ্রহণ করেন বহু নারী, পুরুষ ও শিশু।প্রতিবছরের মতো এবারও গঙ্গাস্নান উপলক্ষে কল্যাণপুরের ঘাটগুলিতে আয়োজন ছিল চোখে পড়ার মতো। কিছু এলাকায় ঘাট তৈরি করে ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও মেলার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। অনেক স্থানে পুরোহিতদের ঘাঁটি গেড়ে বসে পূজার্চনা পরিচালনা করতে দেখা যায়। এছাড়াও, গঙ্গাস্নানের ঘাটের পাশে বিভিন্ন দোকানি তাঁদের পসরা সাজিয়ে বসেছেন, যা স্থানীয়দের মধ্যে উৎসবের আবহ তৈরি করেছে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, এবার কয়েকটি স্থানে প্রথমবারের মতো 'গঙ্গা আবাহন' কর্মসূচিরও আয়োজন করা হয়েছে, যা স্থানীয়দের মধ্যে বাড়তি আগ্রহের জন্ম দিয়েছে। সব মিলিয়ে বলা যায়, চিরাচরিত ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এবছরও কল্যাণপুরের বিভিন্ন স্থানে মহাঅষ্টমীর গঙ্গাস্নান ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ও ধর্মীয় উন্মাদনা লক্ষ্য করা গেছে।

অন্যথা হল না এবারও, চৈত্র নবরাত্রিতে "কুমারী পুজো" করলেন রেখা গুপ্তা

নয়াদিল্লি, ৫ এপ্রিল (হি.স.): অন্যথা হল না এবারও, প্রতি বছরের মতো এবার কুমারী পুজো করলেন বিজেপি নেত্রী রেখা গুপ্তা। বিজেপি নেত্রী তথা দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা শনিবার চৈত্র নবরাত্রির অষ্টমী উপলক্ষ্যে দিল্লির শালিমারবাগের সর্বোদয় কন্যা বিদ্যালয়ে "কুমারী পুজন" করেন। কুমারী পুজো অনুষ্ঠানে কন্যাদের হাতে মিষ্টি ও উপহার তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা বলেছেন, 'প্রতি বছরের মতো এবারও আমরা কন্যা পূজন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি। আমাদের দলের সদস্যরা গত ২০ বছর ধরে বছরে দু''বার এই অনুষ্ঠানটি করে আসছেন। প্রতিবারই হাজার হাজার কন্যারা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে।' মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'অষ্টমী হলো দেবী মায়ের দিন, আজ একটি মেয়ের ঘরে দূষিত জল এসে পড়েছে বলে সে কেঁদে ফেলেছে। আমি তাকে বলেছি, মাত্র এক মাস হয়েছে কিন্তু আমি তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে তোমার ঘরে অবশ্যই পরিষ্কার জল পৌঁছবে। দিল্লির মানুষ বিশুদ্ধ পানীয় জল পাবে।'

চোখের জলে বিদায়, পঞ্চভূতে বিলীন প্রবীণ অভিনেতা মনোজ কুমার

মুম্বই, ৫ এপ্রিল (হি.স.): পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গেলেন প্রবীণ অভিনেতা মনোজ কুমার। চোখের জলে মনোজ কুমারকে বিদায় জানালেন তাঁর অনুরাগীরা। শেষযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন অভিনেতা বিন্দু দারা সিং, তিনি বলেছেন, 'মনোজ কুমার হলেন ভারতের গর্ব, সম্মান এবং গৌরব - তিনিই ছিলেন সবকিছু। সবাই তা জানে।' শেষযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন সঙ্গীত পরিচালক অনু মালিকও। মুম্বইয়ের পবন হংস শ্মশানে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। পুন্য রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় মনোজ কুমারকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। বর্ষীয়ান অভিনেতা মনোজ কুমার প্রয়াত হয়েছেন শুক্রবার। ৮৭ বছরের অভিনেতা মুম্বইয়ের কোকিলাবেন হাসপাতালে প্রয়াত হন। বার্ধক্যজনিত একাধিক শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন বর্ষীয়ান অভিনেতা। সিরোসিস অফ লিভার ছিল তাঁর, যা অভিনেতার স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি ঘটিয়েছিল। ২১ ফেব্রুয়ারি তাঁকে মুম্বইয়ের কোকিলাবেন ধীরুভাই অম্বানী হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। সেখানেই হৃদ্‌রোগজনিত সমস্যায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ১৯৩৭ সালে মনোজের জন্ম পঞ্জাবি ব্রাহ্মণ পরিবারে। পিতৃদত্ত নাম হরিকৃষ্ণ গোস্বামী হলেও ছবির জগতে সে যুগের ধারা মেনে তিনি নিজেকে মনোজ কুমার বলে পরিচয় দিতেন। ১৯৫৭ সালে বলিউডে তাঁর পদার্পণ। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ একের পর এক ছবিতে ছবিতে কাজ করে তিনি পেয়েছেন জনপ্রিয়তা।

বটতলা বাজার থেকে ইয়াবা সহ নেশা কারবারি আটক

আগরতলা, ৫ এপ্রিল: গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার রাতে বটতলা বাজার এলাকা থেকে ইয়াবা ট্যাবলেট সহ এক যুবককে আটক করেছে আগরতলা পশ্চিম থানার পুলিশ। আটক ব্যক্তির নাম মঙ্গল দীপ বিশ্বাস।

ঘটনার বিষয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন এসডিপিও দেবপ্রসাদ রায়। তিনি জানান, আটক ব্যক্তির কাছ থেকে ২০০০ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়েছে, যার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় আড়াই লক্ষ টাকারও বেশি।

এসডিপিও দেবপ্রসাদ রায় আরও জানান, মঙ্গল দীপ বিশ্বাস এর আগেও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের আওতায় ২০২৩ সালে একটি মামলায় জেল খেটেছে। ফের মাদক পাচারের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে এবারও তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

আজ শুক্রবার তাকে আদালতে সোপর্দ করা হবে এবং রিমান্ডের আবেদন জানানো হবে বলে জানিয়েছেন পুলিশ কর্তৃপক্ষ। পুলিশের দাবি, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে এবং তদন্ত প্রক্রিয়া চলছে। এই অভিযানে পুলিশের সাফল্যে এলাকাবাসীর মধ্যে স্বস্তি ফিরে এসেছে।

খোয়াই শহর থেকে একই রাতে নিখোঁজ তিন যুবক, উদ্বিগ্ন পরিবার

খোয়াই, ৫ এপ্রিল: খোয়াই শহর থেকে একই রাতে নিখোঁজ হয়ে যায় তিন যুবক। নিখোঁজ যুবকদের নাম প্রসেনজিৎ রুদ্র পাল, শান্তনু দত্ত এবং অর্ঘ্য দাস। তাঁরা সকলেই চেবরী বাসন্তী পূজোতে যাওয়ার কথা বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান, কিন্তু এরপর আর বাড়ি ফেরেননি।

নিখোঁজ যুবকদের খোঁজ না পেয়ে তাঁদের পরিবারের সদস্যরা উদ্বেগ প্রকাশ করে খোয়াই থানার দ্বারস্থ হন। শান্তনু দত্তের মা জানান, বৃহস্পতিবার রাত ১টা নাগাদ তাঁর সঙ্গে শেষবারের মতো কথা হয়। শান্তনু জানায়, সে রাতে বাড়ি ফিরবে না। কিন্তু এরপর থেকেই তাঁর ফোন বন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। অন্যদিকে, প্রসেনজিৎ রুদ্র পাল এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়ে যান, কিন্তু তারপর আর ফিরে আসেননি। প্রসেনজিতের পরিবারের সদস্যরাও জানিয়েছেন, তাঁকে ফোনে পাওয়া যাচ্ছে না। তৃতীয় যুবক অর্ঘ্য দাসের পরিবারও একই ধরনের অভিযোগ করেছেন।

ঘটনার পর থেকেই পরিবারগুলোর মধ্যে চরম উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা ছড়িয়ে পড়েছে। পুলিশ তিন যুবকের সন্ধানে অভিযান শুরু হয়েছে এবং বিভিন্ন সম্ভাব্য জায়গায় তল্লাশি চালানো হচ্ছে। এ ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। খোয়াই থানার পুলিশ নিখোঁজ তিন যুবকের সন্ধানে সর্বাত্মক চেষ্টা চালাচ্ছে বলে জানিয়েছে।

কবলে পড়ে গাড়ি

● প্রথম পাতার পর

হারিয়ে রাঙামাটিয়া এলাকায় পুকুরে পড়ে যায় একটি গাড়ি। ওই ঘটনায় হতাহতের কোনো খবর নেই।

বিশেষ স্থান রয়েছে

● প্রথম পাতার পর

সংবেদনশীল সময়ে। সেই সময়ে, আমার বিশ্বাস ছিল, শ্রীলঙ্কা আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে, এখন শ্রীলঙ্কাকে আবারও অগ্রগতির পথে এগিয়ে যেতে দেখে আমি আনন্দিত। আমি গর্বিত যে, আমরা একজন প্রকৃত প্রতিবেশীর মতো শ্রীলঙ্কার পাশে দাঁড়িয়েছি। ২০১৯ সালের সন্ত্রাসী হামলা, কোভিড মহামারী অথবা সাম্প্রতিক আর্থিক সংকট যাই হোক না কেন, আমরা সর্বদা শ্রীলঙ্কার জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছি।' প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'শ্রীলঙ্কায় ভারতীয় বংশোদ্ভূত তামিল সম্প্রদায়ের জন্য ১০,০০০ ঘর শীঘ্রই সম্পন্ন হবে।'

জিরো টলারেন্স নীতি

● প্রথম পাতার পর

বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী রাজস্ব প্রশাসনকে আরও শক্তিশালী করতে এবং সর্বস্তরে স্বচ্ছতা আনতে গুরুত্ব আরোপ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশানুসারে রাজস্ব প্রশাসনকে ক্ষেত্র পর্যায়ে আরও শক্তিশালী করতে গত এক বছরে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, যাতে কোনও বেআইনী কাজের সাথে আপোস না করা হয়। জমি সংক্রান্ত কোন ধরনের বে-আইনী কাজের বিরুদ্ধে সরকার জিরো টলারেন্স (আপোসহীন) নীতিতে অগ্রসর হচ্ছে।

এর মধ্যে রেভেনিউ ইন্সপেক্টর পদে ১৪ জন, তহশিলদার পদে ১৬৪ জন, জুনিয়র সার্ভেয়ার পদে ১০ জন, আমিন পদে ২৯ জন এবং মুহুরী পদে ৩৭ জন নিয়োগের জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এই পদগুলিতে নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এছাড়াও রাজস্ব দপ্তরের রেভেনিউ ইন্সপেক্টর, আমিন, সিস্টেম অ্যানালিস্ট ইত্যাদি দুই শতাধিক পদে নিয়োগের জন্য নতুন পদ সৃষ্টি করার প্রক্রিয়া চলছে। নিবন্ধিত দলিলের উত্তরাধিকার সম্পর্কিত তথ্য আপলোড করা হবে যাতে কোন সম্ভাব্য ক্রেতা, জমি কেনার আগে জমির মালিকানা দেখতে পারে। প্রতিটি জমি প্লটের সনাক্তকরণে ১৪ সংখ্যার ইউনিক ল্যান্ড পার্সেল আইডেন্টিফিকেশন নম্বর প্রতিটি জমির জন্য বরাদ্দ করা হচ্ছে। রাজস্ব দপ্তর কর্তৃক ব্যবহৃত ই-জমি, কোর্ট মনিটরিং সিস্টেম, ত্রিপুরা ওয়েব ম্যাপ, জমি পরিষেবা, ন্যাশনাল জেনেরিক ডকুমেন্ট সিস্টেম ইত্যাদি ১২টি সফটওয়ারের সাইবার সিকিউরিটি অডিট করা হয়েছে যাতে জমির মালিকদের তথ্য সুরক্ষিত থাকে। এই সমস্ত পদক্ষেপ রাজস্ব প্রশাসন শক্তিশালী করার পাশাপাশি কাজকর্মে স্বচ্ছতা ও দক্ষতা এবং নাগরিকদের পরিষেবা এ এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করছে। রাজস্ব দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই: জানানো হয়েছে।

BEFORE THE NOTARY PUBLIC
AGARTALA:: WEST TRIPURA
AFFIDAVIT

I, **SMT RAJASHRI RAY** W/o. Sri Debabrata Ray, D/o. Late Rakhal Chandra Saha resident of 28, NS Road, Agartala, P.O. Agartala, P.S. West Agartala, District West Tripura, Pin-799001, aged about 45 yrs, by faith-Hindu, by profession-Housewife, a citizen of India, do hereby solemnly declare and affirm as follows:

1) That, my name and surname in few relevant document/certificate is recorded as RAJASHRI RAY.
2) That, my name and surname in few relevant document/certificate is recorded as RAJASHREE RAY.
3) That, RAJASHRI RAY and RAJASHREE RAY is the same person and identical one
4) That. I use and write my name and surname as RAJASHRI RAY
5) That, I am swearing this affidavit for avoiding any discrepancies in my name and surname in all documents and hence recording, accepting my name and surname as RAJASHRI RAY in any competent office as per this Instant Affidavit.

...These are true to my knowledge

That, the statements made above are true to the best of my knowledge and I sign this Affidavit today the 26th day of February 2025 A.D. Before the Notary Public, Agartala, West Tripura.

DEPONENT

Identified by me.
Advocate

াঙ্গন

আগামীকাল থেকে সন্তোষ স্মৃতি ১ম ডিভিশন সিনিয়র ক্রিকেট টুর্নামেন্ট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রস্তুতি চূড়ান্ত। আগামীকাল থেকে ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত মরশুমের সন্তোষ স্মৃতি প্রথম ডিভিশন সিনিয়র ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু হতে চলেছে। এবারের এই টুর্নামেন্টে মোট আটটি দল অংশগ্রহণ করতে চলেছে।

দলগুলি হল চলমান সংঘ, ইউ বি এস টি, শতদল সংঘ, মৌচাক, ওপিসি, কসমোপলিটন, পোলস্টার ও বিসিসি। টুর্নামেন্টের ম্যাচগুলি অনুষ্ঠিত হবে মেলাঘর শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দান, নরসিংগড় টি আই টি ও পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে। গত বৃহস্পতিবার ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সচিব সুব্রত দে টুর্নামেন্টের ক্রীড়া সূচি ঘোষণা করেন। ঘোষিত সূচি অনুযায়ী ৭ এপ্রিল প্রথম দিন অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া তিনটি ম্যাচের মধ্যে কসমোপলিটন বনাম মৌচাক (টি আই টি) পোস্টার বনাম ওপিসি (মেলাঘর) ও চলমান সংঘ বনাম শতদল সংঘ (পিটিএ)। ৯ এপ্রিল ইউ বি এস টি বনাম বিসিসি (মেলাঘর), পোলস্টার বনাম কসমোপলিটন (পিটিএ) ও মৌচাক বনাম ওপিসি (টি আই টি)। ১১ এপ্রিল চলমান সংঘ বনাম ইউ বি এস টি (টি আই টি), শতদল সংঘ বনাম কসমোপলিটন (মেলাঘর) ও মৌচাক বনাম পোলস্টার (পিটিএ)। ১৩ এপ্রিল কসমোপলিটন বনাম বিসিসি (পিটিএ) পোলস্টার বনাম শতদল সংঘ (টি আই টি) ও মৌচাক বনাম চলমান সংঘ (মেলাঘর)। ১৬ এপ্রিল কসমোপলিটন বনাম ওপিসি (টি আই টি), মৌচাক বনাম ইউ বি এস টি (মেলাঘর) ও চলমান সংঘ বনাম বিসিসি (পিটিএ)।

১৮ এপ্রিল শতদল সংঘ বনাম ইউ বি এস টি (পিটিএ), কসমোপলিটন বনাম চলমান সংঘ (টি আই টি) ও ওপিসি বনাম বিসিসি (মেলাঘর)। ২০ এপ্রিল মৌচাক বনাম শতদল সংঘ (পিটিএ) ও পোলস্টার বনাম ইউ বি এস টি (টিআইটি)। ২২ এপ্রিল শতদল সংঘ বনাম বিসিসি (টিআইটি) পোলস্টার বনাম চলমান সংঘ (মেলাঘর) ও ওপিসি বনাম ইউ বি এস টি (পি টি এ)। ২৪ এপ্রিল মৌচাক বনাম বিসিসি (টিআইটি) ও ওপিসি বনাম চলমান সংঘ (পিটিএ)।২৬ এপ্রিল কসমোপলিটন বনাম ইউ বি এস টি (পিটিএ) ওপিসি বনাম শতদল সংঘ (মেলাঘর) ও পোলস্টার বনাম বিসিসি (টিআইটি)।

তপন মেমোরিয়াল নকআউট ক্রিকেটে জেসিসি-কে হারিয়ে ব্লাডমাউথ চ্যাম্পিয়ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ব্লাড মাউথ ক্লাবের ত্রিমুকুট জয়। মহিলা ক্রিকেটের খেতাব সংযোজিত করা হলে এ পর্যন্ত ব্লাডমাউথ ক্লাবের জন্য ত্রি-মুকুট জয়ের বাহবা-টাই প্রযোজ্য। সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণ মূলক এক দিবসীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়নের পর বিপুল মজুমদার মেমোরিয়াল সুপার ডিভিশন ক্রিকেটে ব্লাড মাউথ ক্লাব চ্যাম্পিয়ন শিরোপা পেয়েছে। মাঝে সমীরণ চক্রবর্তী মেমোরিয়াল টি-টোয়েন্টি সিনিয়র লীগ ক্রিকেটের সেমিফাইনালে হেরে ট্রফি অধরা রাখলেও তপন মেমোরিয়াল নক আউট ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচে জয়নগর ক্রিকেট ক্লাবের বিরুদ্ধে কর্তৃত্বপূর্ন জয় ছিনিয়ে চ্যাম্পিয়ন খেতাব পেয়েছে। ১০৯ রানের ব্যবধানে দুরন্ত জয়। একদিকে প্রিয়াংশু গৌরব শ্রীবাস্তব ও বিক্রম কুমার দাসদের মারকুটে ব্যাটিং, অপরদিকে দীপ্তনু চক্রবর্তী ও সন্দীপ সরকারের বিধ্বংসী বোলিংয়ে দারুন জয় পেয়েছে ব্লাড মাউথ ক্লাব। তবে জয়নগর ক্রিকেট ক্লাবের পারভেজ সুলতানের ৩৫ রানে চারটি উইকেট দখলের সাফল্য ব্লাডমাউথের দলগত খেলায় মলিন হতে হয়েছে। টিআইটি গ্রাউন্ডে সকাল সাড়ে আটটায় টিসিএ আয়োজিত তপন মেমোরিয়াল নকআউট ক্রিকেটের ফাইনাল ম্যাচ শুরুতে টস জিতে জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব (জেসিসি) প্রথমে বোলিং-এর সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ পেয়ে ব্লাডমাউথের ব্যাটার্সরা দারুন ভাবে ব্যাট চালিয়ে ৪৭.২ ওভার খেলে ২৩২ রানে ইনিংস শেষ করে। দলের পক্ষে প্রিয়াংশু গৌরব শ্রীবাস্তবের ৮৪ রান এবং বিক্রম কুমার দাসের ৫৩ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। প্রিয়াংশু ৯২ বল খেলে ৯টি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৮৪ রান পায়। বিক্রম ৪৭ বল খেলে ৯টি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি মেরে ৫৩ রান সংগ্রহ করে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে জেসিসি ৩২.৪ ওভার খেলে ১২৩ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। হিমাংশু সিং দলের পক্ষে সর্বাধিক ৪১ রান সংগ্রহ করে। ব্লাড মাউথের বোলার দীপ্তনু চক্রবর্তী ২২ রানে তিনটি এবং সন্দীপ সরকার ১৬ রানে দুটি উইকেট পায়। দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ের স্বীকৃতি হিসেবে প্রিয়াংশু গৌরব শ্রীবাস্তব পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

টেস্ট সিরিজ শুরুর আড়াই মাস আগে সুবিধা পেয়ে গেল ভারত

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ টেস্টের সিরিজ দিয়ে আগামী বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্র শুরু করবে ভারতীয় দল। সেই সিরিজ শুরুর আড়াই মাস আগে সুখবর ভারতীয় দলের জন্য। চোট পাওয়ায় সিরিজের অধিকাংশ ম্যাচই খেলতে পারবেন না ইংরেজ জোরে বোলার ওলি স্টোন।

হাঁটুতে চোট পেয়েছেন স্টোন। অস্ত্রোপচার করাতে হয়েছে ইংল্যান্ডের জোরে বোলারকে। তাঁর মাঠে ফিরতে ১৪ সপ্তাহ পর্যন্ত সময় লাগতে পারে।

ফলে ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম তিনটি টেস্টে তাঁর খেলার সম্ভাবনা নেই। ঘরোয়া ক্রিকেটে ভাল ফর্মে ছিলেন স্টোন।

নটিংহ্যামশায়ারের হয়ে তাঁর পারফরম্যান্স নজর কেড়েছে। ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে স্টোন ইংল্যান্ডের বোলিং আক্রমণের অন্যতম ভরসা হবেন বলে মনে করা হচ্ছিল।

কিন্তু হাঁটুর চোট সেই সম্ভাবনা শেষ করে দিল।

ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি) এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, "ইংল্যান্ড এবং নটিংহ্যামশায়ারের জোরে বোলার অলি স্টোন সব ধরনের ক্রিকেট থেকে ১৪ সপ্তাহের জন্য ছিটকে গিয়েছেন। স্ক্যানের রিপোর্ট পাওয়ার পর তাঁর হাঁটুতে অস্ত্রোপচার হয়েছে। বোর্ডের চিকিৎসকেরা তাঁর দেখভাল করছেন।"

নটিংহ্যামশায়ারের হয়ে আবু ধাবিতে স্টোন গিয়েছিলেন প্রাক মরসুম সফরে। সেখানে গিয়ে ডান হাঁটুতে অস্বস্তি অনুভব করেন তিনি। সমস্যা বাড়তে থাকায় স্ক্যান করানো হয়।

স্ক্যানের রিপোর্ট দেখার পর অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেন চিকিৎসকেরা।

৩১ বছরের বোলার ২০২৩ সালে শেষ বার শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টেস্ট খেলেন স্টোন। তার পর খারাপ ফর্মের জন্য জাতীয় দল থেকে বাদ পড়েছিলেন। তিনি পাঁচটি টেস্ট এবং ১০টি এক দিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন। চোটের তালিকায় রয়েছেন ইংল্যান্ডের আরও দুই জোরে বোলার। তাঁরা হলেন মার্ক উড এবং ব্রাইডন কার্স। সব মিলিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের আগে সমস্যায় ইংল্যান্ড। উল্লেখ্য, দু'দেশের প্রথম টেস্ট শুরু হবে ২০ জুন থেকে।

দলকে জেতাতে না পারার দায় নিজের ঘাড়ে নিচ্ছেন মুম্বই অধিনায়ক

লখনউ সুপার জায়ান্টসের বিরুদ্ধে বল হাতে দারুণ পারফর্ম করেন হার্দিক পাণ্ড্য। মুম্বই ইন্ডিয়ান্স অধিনায়ক ৩৬ রানে ৫ উইকেট নিলেও ব্যর্থতার বোঝা ঘাড়ে নিয়ে মাঠ ছাড়তে হয়েছে তাঁকে। ব্যাট হাতে গুরুত্বপূর্ণ সময় ব্যর্থ হয়েছেন তিনি। তিলক বর্মার রিয়াটার্ড আউটের সিদ্ধান্তের জন্যও সমালোচিত হয়েছেন হার্দিক। সব মিলিয়ে সাজানো মঞ্চে নায়ক হতে পারেননি হার্দিক।

লখনউ সুপার জায়ান্টসের কাছে ম্যাচ হেরে হতাশ হার্দিক। ম্যাচের পর মুম্বই অধিনায়ক বলেছেন, "ম্যাচ হারলে সব সময়ই হতাশ লাগে। সত্যি বলতে ফিল্ডিং করার সময় আমরা ১০-১২ রান অতিরিক্ত দিয়েছি। শেষ পর্যন্ত সেই রানটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গিয়েছে। ফিল্ডিং আর একটু ভাল হওয়া উচিত ছিল আমাদের।"

দল জিততে পারেনি। প্রয়োজনের সময় ব্যাট হাতেও ব্যর্থ হয়েছেন। তবে বল হাতে ৫ উইকেট নিয়ে খুশি হার্দিক। তিনি বলেছেন, "বল করাটা সব সময়ই উপভোগ করি। আমার বলে খুব বেশি বৈচিত্র নেই। পিচের চরিত্র বুঝে বল করার চেষ্টা করি। কার্যকর বল করার চেষ্টা করি। উইকেট নেওয়ার জন্য বাড়তি কিছু চেষ্টা করি না। ব্যাটারের ভুল করার অপেক্ষায় থাকি। তেমনই একটা দিন কাটাতে পেরেছি বল হাতে। তবে আমাদের ব্যাটিং ভাল হয়নি। দলগত ব্যর্থতা বলা যায়। আমাদের খামতি ছিল। আমরা দল হিসাবে যেমন জিতি, তেমনই দল হিসাবেই হারি। লখনউ ম্যাচে ব্যর্থতার দায় অধিনায়ক হিসাবে সম্পূর্ণ আমি নিচ্ছি।"

শুক্রবারের ম্যাচে ইনিংসের ১৯তম ওভারে তিলক বর্মাকে হঠাৎ রিটায়ার্ট আউট করায় মুম্বই। গুরুত্বপূর্ণ সময় এমন সিদ্ধান্ত ঘিরে তৈরি হয়েছে বিতর্ক। যা নিয়ে হার্দিকের বক্তব্য, "জেতার জন্য আমাদের তখন চার-ছয় দরকার ছিল।

কিন্তু তিলকের ব্যাটে-বলে হচ্ছিল না ঠিকমতো। ক্রিকেটে এমন এক একটা দিন আসে, যখন কিছুই ঠিকঠাক হয় না। সে জন্যই আমরা ওই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।"

হার্দিকের এই বক্তব্য কতটা যুক্তিসঙ্গত তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। কারণ মুম্বই অধিনায়কেরও ব্যাটে-বলে হয়নি গুরুত্বপূর্ণ শেষ ওভারে। তা ছাড়া তিলকের পরিবর্তে নামানো হয় মিচেল স্যান্টনারকে। তাঁর উপরও সম্ভবত ভরসা রাখতে পারেননি হার্দিক। শেষ ওভারের একটি বলে খুচরো রান নেওয়ার সুযোগ থাকলেও নেননি মুম্বই অধিনায়ক।

পন্থের সঙ্গে হাসিমুখে গোয়েঙ্কা

দু'টি দলই সমালোচনায় বিদ্ধ। দুটি দলই এখনও সেরা ফর্মে আসতে পারেনি। আর ম্যাচের ফলাফল যাই হোক না কেন, নেটদুনিয়ায় বারবার চর্চায় আসে দুই দলের মালিকের গতিবিধি। লখনউ হারলে ভাইরাল হয় সঞ্জীব গোয়েঙ্কার সঙ্গে পন্থের ছবি। আর মুম্বই ইন্ডিয়ান্স নিয়ে তো গত মরশুম থেকে বিতর্ক লেগেই রয়েছে। আর দু'দলের মোকাবিলা শেষেও চর্চায় সঞ্জীব গোয়েঙ্কা ও আকাশ আম্বানি।

লখনউয়ের একানা স্টেডিয়ামে রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে মুম্বইকে হারিয়েছেন ঋষভ পন্থরা। ঘরের মাঠে এটাই প্রথম জয় তাঁদের। পন্থ রান না পেলেও শেষ পর্যন্ত দল জিতেছে। ম্যাচের পর মাঠে নেমে আসেন গোয়েঙ্কা। আগের ম্যাচে হারের পর তাঁর সঙ্গে পন্থের ছবি ভাইরাল হয়েছিল। নেটদুনিয়ার বক্তব্য ছিল, লখনউয়ের অবস্থা নিয়ে একেবারেই খুশি নন তিনি। যদিও সেসবই ছিল জল্পনা। শুক্রবার মুম্বইকে হারানোর পর পন্থের সঙ্গে বেশ খোশমেজাজেই গল্প করতে দেখা গেল গোয়েঙ্কাকে। দলের অধিনায়কের পিঠও চাপড়ে দিলেন। সেই সঙ্গে রোহিত শর্মার সঙ্গেও গল্প করতে দেখা যায় তাঁকে। আর সম্পূর্ণ অন্য ছবি মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের আকাশ আম্বানির। সেটা অবশ্য ম্যাচ শেষ হওয়ার আগেই। শেষ ওভারের প্রথম বলে ছয় হাঁকান হার্দিক। কিন্তু তারপর আর বড় রান আসেনি। এর মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ বলে এক রান করে নেওয়ার সুযোগ ছিল। কিন্তু হার্দিক রান না নিয়ে নিজেই ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন। আর তাতেই রীতিমতো অবাক হন আকাশ আম্বানি। এমনকী রাগও লুকিয়ে রাখতে পারেননি তিনি। পঞ্চম ও ষষ্ঠ বলে বড় রান তুলে মুম্বইকে জেতাতে পারেননি হার্দিক। শেষ পর্যন্ত মুম্বই হারে ১২ রানে। এমনিতে তিলক বর্মাকে বসিয়ে দেওয়া নিয়ে একপ্রস্থ বিতর্ক হয়েছে। আর সেই সঙ্গে শেষ ওভারে হার্দিকের সিদ্ধান্ত নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

জ্যোতিষী ধোনি! মাহির পরামর্শে গ্রহের প্রতিকার করেন অক্ষব

শুধু দক্ষ ক্রিকেটারই নন। ভবিষ্যৎও বলতে পারেন মহেন্দ্র সিংহ ধোনি! জ্যোতিষ জ্ঞানও নাকি রয়েছে ভারতের প্রাক্তন অধিনায়কের। আইপিএলের মাচে মুখোমুখি হওয়ার আগে মাহিকে নিয়ে অন্য রকম অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়েছেন দিল্লি ক্যাপিটালসের অধিনায়ক অক্ষর পটেল।

দিল্লি ক্যাপিটালস কর্তৃপক্ষ একটি ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেছেন। তাতে তরুণ অক্ষরের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে ধোনিকে। সেই ভিডিয়োয় অক্ষর বলেছেন, "যে ছবিটা আপনারা দেখছেন, সেটার একটা গল্প রয়েছে। আমার গ্রহের অবস্থান সম্পর্কে মাহি ভাই বলছিল। বলেছিল, 'তোমার গ্রহের যা অবস্থান তাতে হয় তুমি ভাল ফল পাবে না হলে অন্য কিছু ঘটবে। কিছু আচার পালন করলে, প্রতিকার করলে লাভবান হতে পার।' মাহি ভাইয়ের সঙ্গে আমার সম্পর্ক বেশ ঘনিষ্ঠ। ভারতীয় দলের অধিনায়ক থাকার সময় মাহি ভাইয়ের সঙ্গে নিজের ভাবনা-চিন্তা ভাগ করে নিতাম।"

এখনও ধোনির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে অক্ষরের। গত বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের পর এবং গত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ের পর ধোনি তাঁকে মেসেজ করেছিলেন। অক্ষর বলেছেন, "টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ এবং চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পর মাহি ভাইয়ের মেসেজ পেয়েছি। ২০২১ সালের বিশ্বকাপের আগে যখন মাহি ভাই মেন্টর হয়েছিলেন, তখনও আলাদা করে কথা বলেছিলাম। নিজের ক্রিকেটীয় মানসিকতা নিয়ে নানা কথা বলেছি বিভিন্ন সময়। মাহি ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলার সুফল পাচ্ছি এখন। আমার যা কিছু সাফল্য, তার কৃতিত্ব আসলে মাহি ভাইয়ের। আমার খেলায় যে পরিবর্তন হয়েছে, সেটাও মাহি ভাইয়ের জন্য।"

আগামী ৫ এপ্রিল আইপিএলের ম্যাচে ধোনির মুখোমুখি হতে হবে অক্ষরকে। এমএ চিদম্বরম স্টেডিয়ামের ২২ গজে লড়াই চেন্নাই সুপার কিংসের সঙ্গে দিল্লি ক্যাপিটালসের। অক্ষরদের বিরুদ্ধে চেন্নাইকে নেতৃত্ব দিতে পারেন ধোনি। কারণ চোটের জন্য অনিশ্চিত চেন্নাই অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড়।

সিরিজ হারের পর জরিমানা

টি-টোয়েন্টি সিরিজের পর নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে এক দিনের সিরিজও হাতছাড়া হয়েছে পাকিস্তানের। তিন ম্যাচের সিরিজে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে গিয়েছে কিউয়িরা। গত বুধবার দ্বিতীয় এক দিনের ম্যাচে হারের ফলে আশা শেষ হয়ে গিয়েছে মহম্মদ রিজওয়ানের দলের। সেই ম্যাচেই শাস্তি পেতে হয়েছে পাকিস্তানকে।

পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের সিরিজ হারের ক্ষতে নুন ছিটিয়ে দিয়েছে শাস্তি। দ্বিতীয় এক দিনের ম্যাচে মন্থর বোলিংয়ের জন্য পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের ম্যাচ ফির পাঁচ শতাংশ কেটে নেওয়া হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এক ওভার কম বল করেন রিজওয়ানেরা। তাই ম্যাচ রেফারি জেফ ক্রো আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) নিয়ম অনুযায়ী পাকিস্তানকে জরিমানা করেছেন। দোষ স্বীকার করে নিয়েছেন পাক অধিনায়ক রিজওয়ানও।

বুধবারের ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করে ৮ উইকেটে ২৯২ রান করে মাইকেল ব্রেসওয়েলের দল। জবাবে ৪১.২ ওভারে ২০৮ রানে শেষ হয়ে যায় পাকিস্তানের ইনিংস। এই ম্যাচেও রান পাননি পাকিস্তানের প্রথম সারির কোনও ব্যাটার।

৪র্থ পূর্বোত্তর গেমসকে সামনে রেখে টেবিল টেনিসে রাজ্যদল গঠনের প্রস্তুতি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। একদিকে রাজ্য দল গঠনের প্রস্তুতি। অপরদিকে দল চূড়ান্ত করনের আগে ক'"দিনের প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন। দারুন উদ্যোগ ত্রিপুরা টেবিল টেনিস এসোসিয়েশনের। চতুর্থ উত্তর-পূর্ব গেমসে সাফল্য লাভের লক্ষ্যে টেবিল টেনিস ইভেন্টে একটি ভালো রাজ্য দল গঠনের চেষ্টা করছে ত্রিপুরা টেবিল টেনিস সংস্থা। আগামী অক্টোবর মাসে ত্রিপুরায় ৪র্থ পূর্বোত্তর গেমস হবার কথা রয়েছে।

সেই আঞ্চলিক আসরকে সামনে রেখে পুরুষ এবং মহিলা উভয় বিভাগে রাজ্য দল গঠনের কাজ শুরু হচ্ছে। তিন দফায় বাছাই প্রক্রিয়া শেষে রাজ্য দল গঠন করা হবে। আগামী ২০ এপ্রিল রাজ্য দল গঠনের প্রাথমিক পর্ব আয়োজনের ঘোষণা দিয়েছে রাজ্য সংস্থা। রাজধানীর এনএসআরসিসি-র টেবিল টেনিস হল-এ বেলা এগারোটায় এই প্রাথমিক সিলেকশন ট্রায়াল অনুষ্ঠিত হবে। ইচ্ছুক খেলোয়াড়দের আগামী ১৭ এপ্রিলের মধ্যে আধার কার্ডের কপি সহ রাজ্য সংস্থার জয়েন্ট সেক্রেটারি আশীষ চৌধুরী অথবা জয়ন্ত মজুমদারের কাছে নাম নথিভুক্ত করতে আহ্বান জানানো হয়েছে। রাজ্য দল গঠনের পর নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হবে বলে ত্রিপুরা টেবিল টেনিস এসোসিয়েশনের সচিব অজয় দত্ত এক বিবৃতিতে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন।

তিলককে তুলে নেওয়ার অদ্ভুত ব্যাখ্যা দিলেন হার্দিক, কোচ!

লখনউ সুপার জায়ান্টসের বিরুদ্ধে ম্যাচের গুরুত্বপূর্ণ সময় পিচে থিতু হয়ে যাওয়া তিলক বর্মা হঠাৎই রিটায়ার্ড আউট হয়ে উঠে যান। তখন তাঁর রান ছিল ২৩ বলে ২৫। নামানো হয় মিচেল স্যান্টনারকে। তবু ম্যাচ জিততে পারেনি মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। সে সময় মাঠেই ছিলেন অধিনায়ক হার্দিক পাণ্ড্য। তিনিও ফিনিশারের ভূমিকা পালনে ব্যর্থ। শেষ ওভারে একটি বলে সুযোগ থাকলেও রান নেননি হার্দিক। তা হলে কি স্যান্টনারের উপরও আস্থা ছিল না মুম্বই অধিনায়কের? তা হলে তিলককে তুলে নেওয়ার যুক্তি কী? স্বাভাবিক ভাবেই মুম্বইয়ের এই সিদ্ধান্ত নিয়ে তৈরি হয়েছে বিতর্ক। রান তাড়া করার সময় তিলকের মতো ব্যাটারকে হঠাৎ তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত মানতে পারছেন না ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের একাংশ। ইরফান পাঠান, হরভজন সিংহদের বক্তব্য ব্যাটার স্যান্টনার কখনই তিলকের বিকল্প হতে পারেন না। মুম্বই অধিনায়কের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন বিশেষজ্ঞেরা। হার্দিকের যুক্তি, "জেতার জন্য আমাদের তখন চার-ছয় দরকার ছিল। কিন্তু তিলকের ব্যাটে-বলে হচ্ছিল না ঠিক মতো। ক্রিকেটে এমন এক একটা দিন আসে, যখন কিছুই ঠিকঠাক হয় না। সে জন্যই আমরা ওই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।" হার্দিকের এই বক্তব্য কতটা যুক্তিসঙ্গত তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। কারণ মুম্বই অধিনায়কেরও ব্যাটে-বলে হয়নি গুরুত্বপূর্ণ শেষ ওভারে। মুম্বইয়ের ইনিংয়ের ১৮.৫ ওভারের পর মাঠ ছাড়েন তিলক। যাকে কৌশলগত সিদ্ধান্ত বলেছেন মুম্বইয়ের কোচ মাহেলা জয়বর্ধনে। তিনি বলেছেন, "তৃতীয় উইকেট হারানোর পর তিলক বেশ ভালই ব্যাট করছিল। সূর্যকুমার যাদবের সঙ্গে ভাল জুটি তৈরি করেছিল। তবে তিলক চেষ্টা করলেও বড় শট নিতে পারছিল না। যদিও মনে হয়েছিল উইকেটে থিতু হয়ে যাওয়ায় তিলক বড় শট নিতে পারবে। আমরাও অপেক্ষায় ছিলাম। কিন্তু একটা সময় আমাদের মনে হয় নতুন কাউকে নামানো দরকার। কারণ তিলক চেষ্টা করেও পারছিল না। সময়ও কমে আসছিল। জানি এ ভাবে কাউকে আউট করাটা ভাল দেখায় না। তবু কৌশলগত কারণে সিদ্ধান্তটা নিতে হয়েছিল আমাদের।" তিনি আরও বলেছেন, "এটা সম্পূর্ণ কৌশলগত বিষয়। এর মধ্যে অন্য কিছু খোঁজার চেষ্টা করবেন না। আমরা শুধু এক জনকে পরিবর্তন করেছি। পরিস্থিতির স্বার্থেই এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। এর মধ্যে আর কিছু নেই।" মুম্বই শিবিরের পক্ষ থেকে ব্যাখ্যা দেওয়া হলেও ক্রিকেটপ্রেমীদের মতো বিশেষজ্ঞেরাও বিস্মিত। অনেকেই মনে করছেন, মুম্বইয়ের এই সিদ্ধান্ত আত্মঘাতী। কারণ স্যান্টনার মাঠে নেমে ২ বলে ২ রান করেন। তিলক রিয়াটার্ড আউট হওয়ার পর একটির বেশি বড় শট নিতে পারেননি হার্দিকও।

মরশুম শেষে ফুটবলকে বিদায় জানাবেন জার্মান তারকা

গত বছর একের পর এক তারকার অবসর দেখেছে ফুটবল বিশ্ব। এবার ফুটবলকে বিদায় জানানোর পথে জার্মানির ডিফেন্ডার ম্যাটস হামেলস। ২০১৪-র বিশ্বকাপ জয়ী তারকা জানিয়েছেন মরশুম শেষ হলেই বুটজোড়া তুলে রাখবেন। ২০০৭ সালে পেশাদার ফুটবলে পা রাখেন হামেলস। প্রথমে বায়ার্ন মিউনিখের হয়ে খেললেও পরে চলে আসেন চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বরুসিয়া ডর্টমুন্ডে। সেখানে দু'বার বুন্দেশলিগা ও একবার ডিএফবি পোকাল জেতেন। ২০১৬ সালে ফের যোগ দেন বায়ার্ন মিউনিখে। বর্তমানে তিনি খেলেন ইটালির ক্লাব এএস রোমাতে। চলতি বছরেই সেখানে তাঁর চুক্তি শেষ হচ্ছে। তারপরই ফুটবলকে বিদায় জানাবেন পাঁচবার বুন্দেশলিগা জয়ী তারকা।

সোশাল মিডিয়া পোস্টে হামেলস লেখেন, 'মনের মধ্যে একটা প্রচণ্ড লড়াই চলছে। এই কঠিন মুহূর্তটা সব ফুটবলারের জীবনেই আসে। ১৮ বছর ধরে ফুটবল থেকে অনেক কিছু পাওয়ার পর এবার বিদায় জানানোর পালা। আমি জানি এই সফর আমার কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মুহূর্তগুলো কতটা অসাধারণ ছিল। তার জন্য অনেক কিছু ছাড়তে হয়েছে। আবার সময়মতো ভালো কোচের অধীনে খেলেছি। ভালো সতীর্থদের সঙ্গে খেলেছি। তাঁদের সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।'

দেশের হয়ে ৭৮টি ম্যাচে ৫টি গোল করেছেন। ২০১৪-র বিশ্বকাপ জয়ী দলেও ছিলেন তিনি। সেবার লিওনেল মেসির আর্জেন্টিনাকে রুখে দিয়ে বিশ্বসেরা হয়েছিল জার্মানি। ২০২২-র দলে ডাক না পেলেও পরের বছরই দলে ফিরে আসেন। আবার ২০২৪-র ইউরো কাপের দলে ছিলেন না তিনি। ২০২৩-র আর জাতীয় দলে খেলেননি। দীর্ঘ কেরিয়ারে চোটও ভুগিয়েছে। অবশেষে চলতি মরশুমের শেষেই অবসর নিতে চলেছেন হামেলস।

নোটবুক সেলিব্রেশন করে দ্বিগুণ জরিমানা লখনউয়ের দিগ্বেশের

কথায় বলে নেড়া বেলতলায় ক'বার যায়? প্রশ্নটা নিজেকে করতেই পারেন লখনউয়ের দিগ্বেশ রাঠি। আগের ম্যাচেই নোটবুক সেলিব্রেশন করে জরিমানা গুনতে হয়েছিল। তাতেও শিক্ষা হয়নি। মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে উইকেট নিয়ে ফের একই কাণ্ড করলেন লখনউ স্পিনার। এবার দ্বিগুণ টাকা জরিমানা দিতে হবে তাঁকে।ঃমুম্বইয়ের বিরুদ্ধে ১২ রানে জয় পেয়েছে ঋষভ পন্থের দল। সেখানে আঁটসাঁট বোলিং করেন দিগ্বেশ। ৪ ওভারে ২১ রান দিয়ে ১ উইকেট তুলে নেন তিনি। ২৪ বলে ৪৬ রান করা নমন ধীরের উইকেট নেন লখনউ স্পিনার। তারপর ফের নোটবুক সেলিব্রেশন করেন। আগের ম্যাচেও একই কাণ্ড করেছিলেন তিনি। এবার দিগ্বেশকে আইপিএলের বিধিভঙ্গ করার জন্য ম্যাচ ফি'র ৫০ শতাংশ জরিমানা দিতে হবে। আইপিএল বিধির লেভেল ১ অপরাধ করেছেন তিনি। সেই সঙ্গে আরও একটি ডিমেরিট পয়েন্ট যুক্ত হল তাঁর নামে। তবে দিগ্বেশ শুধু একা নন, জরিমানা গুনতে হবে লখনউ অধিনায়ক ঋষভ পন্থকেও। মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে স্লো ওভার রেটের জন্য ১২ লক্ষ টাকা জরিমানা দিতে হবে তাঁকে। তবে এটা তাঁর দলের প্রথম অপরাধ।

তবে চর্চায় দিগ্বেশের কাণ্ডই। পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে প্রিয়াংশ আর্যকে আউট করে নোটবুকে কিছু লেখার অভিনয়ে মেতে ওঠেন তিনি। ক্রিকেটবিশ্বে যা 'নোটবুক সেলিব্রেশন' নামে পরিচিত। ঘটনার পর আম্পায়াররাও লখনউ স্পিনারের সঙ্গে কথা বলেন। তখন তাঁর ম্যাচ ফি'র ২৫ শতাংশ জরিমানা করা হয়েছিল। এবার ফের একই অপরাধ করে দ্বিগুণ জরিমানা গুনবেন দিগ্বেশ।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল :- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল : rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

চারু ও কারুকলা উৎসবের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী

সংস্কৃতির সান্নিধ্যে থাকলে যুব সমাজ নেশার করাল গ্রাস থেকে মুক্ত থাকবে

আগরতলা, ৫ এপ্রিল: রাজ্যের আধুনিক ভাস্কর্যের পথিকৃৎ হলেন বিপুল কান্তি সাহা। তিনি এই রাজ্যের অন্যতম কৃতি সন্তান। যার অশেষ পরিশ্রম ও অধ্যাবসায়ের ফলে এখানকার ভাস্কর্য্য শিল্প বিশ্বপটে সমাদৃত হয়েছে। এই ধরনের ব্যক্তিত্বকে কখনোই বিস্মৃত হতে দেওয়া যায় না। তারাই আগামী প্রজন্মকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা যোগাবে। আজ লিচুবাগানস্থিত সরকারি চারু ও কারু কলা মহাবিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত ৩ দিনব্যাপী প্রথম বিপুল চারু ও কারু কলা উৎসবের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। এই উৎসব আগামী ৭ এপ্রিল পর্যন্ত চলবে। উৎসব উপলক্ষ্যে থাকবে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং রাজ্যের শিল্প জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের নিয়ে আলোচনা সভা। তিনদিনব্যাপী এই উৎসব উপলক্ষ্যে ললিত কলা একাডেমি, ফাইন আর্টস, সরকারি চারু ও কারু কলা মহাবিদ্যালয় সহ ১০টি বিভিন্ন সংস্থার পক্ষ থেকে প্রদর্শনী স্টল খোলা হয়েছে। প্রতিদিন দুপুর ৩টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত এই উৎসব চলবে। উল্লেখ্য, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বলেন, রাজ্যের যে সকল কৃতি সন্তানেরা এই রাজ্যের নাম খ্যাতির শিখরে নিয়ে গেছেন তাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয়। বর্তমান সরকার প্রচেষ্টা করছে এই সকল ব্যক্তিত্বদের প্রাপ্য সম্মানটুকু প্রদান করার। কালের নিয়মে তারা হারিয়ে গেলেও তাদের কর্ম, মনন, চিন্তা-চেতনা আগামী প্রজন্মকে বহুলভাবে রাজ্যের শিল্প ও সংস্কৃতির বিকাশে প্রেরণা যোগাতে পারে। ত্রিপুরা রাজ্যের রাজ পরিবারে শিল্পের বিভিন্ন ধারার চর্চা হলেও তা জনসাধারণের নাগালের বাইরে ছিলো।

বিপুল কান্তি সাহার মতো বরেণ্য ব্যক্তিত্বগণ এসব শিল্প সংস্কৃতিকে রাজ্যের সাধারণ জনগণের নিকট সহজভাবে তুলে ধরেছেন। প্রযুক্তি ছাড়াও রাজ্যের স্বনামধন্য ব্যক্তিত্বগণ যেভাবে তাদের শিল্প, সংস্কৃতিকে সৃষ্টি করেছেন তা এককথায় অভাবনীয়। এই ধরনের ব্যক্তিত্বদের সম্মান প্রদানের মাধ্যমে একটি আত্মতৃপ্তি অনুভব করা যায়। এক্ষেত্রে কিছুদিন পূর্বে বাধারঘাটে নবনির্মিত বিভিন্ন ক্রীড়া পরিকাঠামো রাজ্যের স্বনামধন্য তিনজন ক্রীড়াবিদের নামে উৎসর্গ করার কথাও মুখ্যমন্ত্রী তার বক্তব্যে তুলে ধরেন।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, যে কোনও জাতির সংস্কৃতি, ঐতিহ্যের মধ্যে বাঁচার রসদ লুকিয়ে রয়েছে। নিজেদের মেধা সম্পর্কে সচেতন হলেই রাজ্যের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির উৎকর্ষতা আরও বাড়বে। সংস্কৃতির সান্নিধ্যে থাকলেই যুব সমাজ নেশার করাল গ্রাস থেকে মুক্ত থাকবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর গত অর্থবছরে ১২২টি বিষয়ের উপর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। ১০১টি সাংস্কৃতিক সংস্থা আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছে। এই সকল অনুষ্ঠানগুলিতে ১০ হাজারের উপর শিল্পী যুক্ত হয়েছেন। প্রায় ৩৩০ জন শিল্পীকে বর্হিরাজ্যের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য পাঠানো হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটে রাজ্যব্যাপী জনজাতিদের বাদ্যযন্ত্র কর্মশালার জন্য ৩ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। তাছাড়া যাত্রা, পুতুল নাচ, কীর্তনের মতো হারিয়ে যেতে বসা লোকসংস্কৃতিকে আবার সাধারণ জনগণের কাছে নতুন রূপে উপস্থাপন করার জন্য তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের বিশেষ সচিব দেবপ্রিয় বর্ধন বলেন, নবীন প্রজন্মকে শিল্প ও সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রে এ ধরনের অনুষ্ঠান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য্য তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের বছরব্যাপী কাজকর্মের রূপরেখা তুলে ধরেন। তাছাড়াও অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন রাজ্যভিত্তিক সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সুব্রত চক্রবর্তী, সরকারি চারু ও কারু কলা মহাবিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ অভিজিৎ ভট্টাচার্য্য এবং বিশিষ্ট ভাস্কর তথা বিপুল কান্তি সাহার সহধর্মিনী দীপিকা সাহা।

দীঘির সৌন্দর্যায়নে গুনগত মান বজায় রাখার গুরুত্বরোপ অর্থমন্ত্রী

আগরতলা, ৫ এপ্রিল : মন্দির নগরী উদয়পুরের জনপ্রিয় জননেতা বিধায়ক তথা রাজ্য সরকারের অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় সানীয় মহাদেব দিঘির পাড়ে চলমান উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন করেন। সঙ্গে ছিলেন বিধায়ক অভিষেক দেব রায়, উদয়পুর পৌর পরিষদের পৌর পিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার, পৌর পরিষদের ৯ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর চামেলী দাস,ভারতীয় জনতা পার্টির রাধাকিশোরপুর মন্ডল সভাপতি সানি সাহা, সংশ্লিষ্ট এলাকার ভারতীয় জনতা পার্টির দলীয় কার্যকর্তাবৃন্দ ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকগণ। দিঘির পাড় বাঁধানো ও সৌন্দর্য্যায়নের অগ্রগতি পর্য্যালোচনা করে, সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের গুণগত মান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করার নির্দেশনা প্রদান করেন। মন্ত্রী আরও অভিমত ব্যক্ত করেন যে, জগন্নাথ দিঘির সৌন্দর্য্যায়নের পর দ্বিতীয় ধাপে মহাদেব দিঘির কাজ চলছে। তারপর মাতারবাড়ির চন্দ্রসাগর ও অমরসাগরের সৌন্দর্য্যায়নের কাজে হাত দেওয়া হবে এবং সকল কাজ সুসম্পাদিত হবার পর সরোবর নগরী উদয়পুরের এলাকাবাসী ও পর্যটকদের জন্য দীঘিগুলোর চারিপার্স একটি মনোরম মনোরঞ্জনের ঠিকানা হয়ে উঠবে যা জগন্নাথ দীঘির চারিদিকের সাজসজ্জা সহ আলোকবিন্যাসে আকৃষ্ট প্রতি দিনের জনউল্লাস শহরবাসীর মন-মানসে আনন্দ মুখর পরিবেশ বিরাজমান, বিগত দিনে এই সকল সৌন্দর্য্যায়ন বাস্তবায়নে যথার্থ সদিচ্ছার যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হয়েছিল বলে শহরের সংস্কৃতি প্রেমী বুদ্ধিজীবি মহল একবাক্যে স্বীকার করেন।

তেলিয়ামুড়া জয়নগর স্থিত অন্নপূর্ণা ঘাটে অষ্টমীর স্নান পর্ব অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ৫ এপ্রিল : ধুমধামে বসন্ত কালের দেবী বাসন্তী"র পূজা চলছে। বৃহস্পতিবার মহা ষষ্ঠীর মাধ্যমে শুরু হয়েছে এই পূজা। বিভিন্ন বনেদি বাড়ি এবং সংস্থাতে এই পূজা বরাবরই বেশ ঘটা করে অনুষ্ঠিত হয়। অন্যান্য বছরের ন্যায় এবছরও মহাধুমধামের সাথে তেলিয়ামুড়া জয়নগর স্থিত অন্নপূর্ণা ঘাটে অষ্টমীর স্নান পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। শুক্রবার মহাসপ্তমীর পর শনিবার উষালগ্নে শুরু হয় মহাঅষ্টমীর স্নানযাত্রা। অন্যান্য বছরের ন্যায় এবছরও মহাধুমধামের এর সাথে অষ্টমীর স্নান পর্ব অনুষ্ঠিত হয় তেলিয়ামুড়া জয়নগর স্থিত অন্নপূর্ণা ঘাটে। তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের ১০নং ওয়ার্ডের জয়নগর এলাকায় খোয়াই নদী সংলগ্ন অন্নপূর্ণা ঘাটে এই স্নান পর্ব শুরু হয় শনিবার উষালগ্ন থেকেই। অষ্টমী তিথিতে স্নান করে পূর্নার্জন করার লক্ষে মানুষজনদের উপচে পড়া ভীড় ছিল খোয়াই নদীর অন্নপূর্ণা ঘাটে। বেলা বাড়ার সাথে সাথে মানুষজনদেরও ভীড় পরিলক্ষিত হয় খোয়াই নদীর ঘাটে। এ যেন এক মনমুগ্ধকর জমজমাট অষ্টমীর স্নান পর্ব। এদিনে নদীর ঘাটে অনেক পুণ্যার্থীদের তাদের পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্য তিল জল ও দান করতেও দেখা গিয়েছে। আজকের এই অষ্টমী স্নান পর্বকে কেন্দ্র করে দুইদিন ব্যাপী মেলাও অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে তেলিয়ামুড়া কবি নজরুল বিদ্যাভবন দ্বাদশ শ্রেণী স্কুল এর মাঠ প্রাঙ্গণে।

এই প্রসঙ্গে মেলা কমিটির সদস্য প্রদীপ দে সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন,দীর্ঘ বছর ধরে অন্নপূর্ণা ঘাটে মহা অষ্টমীর স্নান পর্ব চলছে। তবে এ বছরও কোনো ব্যতিক্রম হয় নি। এবছরও বেশ জমজমাটের সহিত অষ্টমী স্নান পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছে তেলিয়ামুড়া জয়নগর স্থিত অন্নপূর্ণা ঘাটে। স্নান পর্ব সাথে পাল্লা দিয়ে অন্নপূর্ণা মন্দিরে চলছে পূজাঅর্চনা।

গোলাঘাটি বিবেকানন্দ শিশু সদনের নয়া বাড়ির উদ্বোধন করেন বিধায়ক সুশান্ত

আগরতলা, ৫ এপ্রিল : দীর্ঘ প্রতিক্ষার অবসান ঘটলো। গোলাঘাটি বিবেকানন্দ শিশু সদনের নয়া বাড়ির উদ্বোধন করেন বিধায়ক সুশান্ত দেব। গোলাঘাটি বাজার সংলগ্ন বিবেকানন্দ শিশু সদন পেলো নতুন বাড়ি এবং ভবন। শনিবার বিদ্যালয়ের নতুন বাড়ির উদ্বোধন করেন বিধায়ক সুশান্ত দেব। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন অতুসী দাস, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য রবীন্দ্র দত্ত, বিশালগড় প্রেস ক্লাবের সভাপতি ভবতোষ ঘোষ, গ্রাম প্রধান পুষ্প রায়, উপপ্রধান দুলাল শীল, স্কুলের প্রিন্সিপাল সাধন শীল। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সিনিয়র টিচার অজিত চক্রবর্তী। সভাপতিত্ব করেন এসএমসি চেয়ারম্যান হিমাংশু সিনহা। প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিধায়ক সুশান্ত দেব। সকল অতিথিরা স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। বিধায়ক সুশান্ত দেব সহ অতিথিরা ফিতা কেটে বিদ্যালয়ের নতুন ভবনের দ্বারোদঘাটন করেন। বিধায়ক সুশান্ত দেব শিশুদের পড়াশোনার পাশাপাশি সামাজিক সাংস্কৃতিক কাজে যুক্ত থাকার পরামর্শ দেন। ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ছেলেমেয়েদের মানুষ করার পরামর্শ দেন তিনি। অনুষ্ঠানে স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা সংগীত নৃত্য পরিবেশন করেন। উল্লেখ্য, ২০০৬ সালে এলাকার কয়েকজন যুবক ভাড়া বাড়িতে বিবেকানন্দ শিশু সদন নামক প্রাক-প্রাথমিক স্কুল চালু করেছিলেন। শুরুতে স্কুল চালাতে হিমশিম খেতে হয়েছে কতৃপক্ষের। শিক্ষকরা প্রায় সময় বেতন নিতে পারতেন না। দীর্ঘ ১৯ বছরের ত্যাগ তিতিক্ষার পর সকলের সহযোগিতায় নিজস্ব জমিতে নতুন স্কুল বাড়ি নির্মাণ করা সম্ভব হয়েছে। পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন অতুসী দাস বিদ্যালয়ের মানোন্নয়নে সবধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

মৎস্য চাষী সচেতনতা মূলক কর্মসূচি

আগরতলা, ৫ এপ্রিল : রাজ্যের তথা সমগ্র দেশের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে প্রকৃত অর্থে স্বাবলম্বী করা তথা স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে সারা ভারত বর্ষ ব্যাপি কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে ত্রিপুরা রাজ্যের সিপাহীজলা জেলাভিত্তিক এক দিবসীয় মৎস্য চাষী সচেতনতা মূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে।

চড়িলাম লীলা দেব স্মৃতি কমিউনিটি হলে জেলা মৎস্য দপ্তরের তত্ত্বাবধানে এক দিবসীয় সচেতনতা মূলক কর্মশালায় উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলার জেলা সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত একদিনের কর্মশালায় জেলার মোট তিনটি মহকুমা থেকে মৎস্য চাষিরা বা মৎস্য চাষের সাথে যুক্ত কৃষকরা উপস্থিত ছিলেন।কর্মশালা শেষে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্য চাষীদের হাতে সাহায্য স্বরূপ অর্থ রাশি এবং মৎস্য চাষে সহযোগিতার জন্য বিভিন্ন সামগ্রিক এমনকি গাড়ির চাবিও তুলে দেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা পাশাপাশি জাতীয় মৎস্য উন্নয়ন প্লাটফর্ম অর্থাৎ এন এফ ডি পি অনলাইন পোর্টালে দেশের সমগ্র মৎস্য চাষীদের পাশাপাশি ত্রিপুরা রাজ্যের মৎস্যচাষীদেরও সংযুক্ত করা এবং মৎস্য চাষে উৎসাহিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

বামুটিয়ায় জলাবদ্ধতা নিরসনে এক কোটি টাকার ড্রেন নির্মাণ কাজ শুরু

আগরতলা, ৫ এপ্রিল: দীর্ঘ দশ বছরের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে শুরু হলো আগরতলা বামুটিয়া সড়কের সাহা পাড়া সংহতি সংঘ সংলগ্ন জগন্নাথবাড়ি লেইক থেকে দুর্গাবাড়ি শ্মশানঘাট ছড়া পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ কাজ।

প্রতিবছর বর্ষা এলেই এই রাস্তায় জলাবদ্ধতা তৈরি হতো। অতিরিক্ত বৃষ্টিতে দুই-তিনদিন ধরে যানবাহন ও পথচারীদের চলাচলে চরম অসুবিধার সম্মুখীন হতে হতো। বিশেষ করে ভদ্রপল্লীর প্রায় পঁইত্রিশটি পরিবার জলে বন্দি হয়ে পড়তেন।

আজ সকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বামুটিয়ার প্রাক্তন বিধায়ক কৃষ্ণধন দাস জানান, বাম আমলে অবৈজ্ঞানিকভাবে নির্মিত কালভার্টের কারণেই দীর্ঘদিন ধরে এই জলাবদ্ধতার সমস্যা তৈরি হয়েছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর সেই সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হয়েছে।

তিনি জানান, প্রয়াত পশ্চিম জেলার জেলা সভাধিপতি বলাই গোস্বামীর প্রচেষ্টায় এই ড্রেন নির্মাণের কাজ তড়িৎ গতিতে শুরু হয়েছে।

প্রায় এক কোটি টাকা ব্যয়ে পূর্ত দপ্তরের তত্ত্বাবধানে এই ড্রেন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে।

এই ড্রেন নির্মাণের ফলে বামুটিয়াবাসীর বহুদিনের ভোগান্তির অবসান ঘটবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন শ্রী দাস। তিনি আরও বলেন, বর্তমান সরকার শুধুমাত্র ড্রেন বা রাস্তা নয়, রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নে কাজ করে চলেছে এবং বামুটিয়াতেও সেই উন্নয়নের ছোঁয়া লাগছে।এদিনের ড্রেন নির্মাণ পরিদর্শনে তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বামুটিয়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান দীপক কুমার সিনহা, বামুটিয়া ব্লকের বিডিও অমিতাভ ভট্টাচার্য্য, উত্তর গান্ধীগ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান কৃষ্ণ বিশ্বাস, ৪৪ নম্বর বুথ সভাপতি উত্তম চক্রবর্তীসহ পঞ্চায়েত সদস্য ও স্থানীয় বাসিন্দারা।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হওয়ায় তাঁরা সন্তুষ্ট। ভবিষ্যতে আগরতলা-বামুটিয়া সড়কও প্রশস্ত করে যান চলাচল সহজতর করা হবে বলে আশ্বাস দেন কৃষ্ণধন দাস। তিনি বামুটিয়ার সার্বিক উন্নয়নে জনসাধারণের সহযোগিতা কামনা করেন।

কমলপুরে মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত বাসন্তী পূজা এবার ১৪ বছরে পা দিলো

কমলপুর, ৫ এপ্রিল : কমলপুর শহরের প্রাক্তন মন্ত্রী বাড়ি সংলগ্ন এলাকায় মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত বাসন্তী পূজা এবার ১৪ বছরে পা দিলো। বিগত ১৪ বছর ধরে মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত বাসন্তী পূজা নিয়ম নিষ্ঠার মাধ্যমে হয়ে আসছে। কমলপুর শহরে এই বাসন্তী পূজা তৃতীয়। সীমিত বাজেটের পূজা হলেও পূজায় বেশ আনন্দ করে মহিলা বাহিনীরা। এখানে সপ্তমী থেকে দশমী পর্যন্ত পূজা প্যান্ডেল প্রাঙ্গনে সন্ধ্যা থেকে শুরু হয় সব ধরনের শিল্পীদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। পূজার মহা নবমী দিন পর্যন্ত অন্ন ভোগ বিতরন করা হয়। আজ বাসন্তী পূজার মহা অষ্টমীর দুপুরে অন্ন ভোগ বিতরন করা হয়।মহা নবমী ও মহা দশমীতে অর্কেস্ট্রা আয়োজন করা হয়। প্রতি বছর শান্তিশৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে এখানে বাসন্তী পূজা অতিবাহিত হয়। বহু জায়গায় থেকে বিশেষ করে মহিলারা এসে বাসন্তী পূজা উপভোগ করে বললেন মহিলা পরিচালিত কমিটির সদস্যারা।

বিলোনিয়ায় এক রাতে চার-চারটি স্থানে চুরি, আতঙ্কে এলাকাবাসী

বিলোনিয়া, ৫ এপ্রিল: বাংলা বছরের শেষ রাতে চুরির দাপটে কেঁপে উঠল বিলোনিয়া মহকুমার মাইছড়া অর্থাৎ পূর্ব কলাবাড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা। গতকাল রাতে সাঁই বাবার মন্দির, একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র এবং দুটি দোকানএই চারটি স্থানে সংঘটিত হয় ধারাবাহিক চুরির ঘটনা। স্থানীয়দের থেকে জানা গেছে, চোরের দল সাঁই বাবার মন্দিরের লক্ষ্মী ও গণেশ মন্দিরের তালা ভেঙে প্রণামী বাক্স নিয়ে গিয়ে তাতে থাকা প্রায় ৩০-৩৫ হাজার টাকা লুটে নেয়। পাশাপাশি মন্দিরের সামনে অবস্থিত কার্তিক বৈদ্যের দোকান ও অপর একটি মুদি দোকান থেকেও একইভাবে নগদ টাকা ও সামগ্রী চুরি হয়। মনচন্দ্র পাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র থেকেও চোরেরা নিয়ে যায় বেশ কিছু আসবাবপত্র। সব মিলিয়ে নগদ অর্থ ও সামগ্রিক মূল্য প্রায় লক্ষাধিক টাকারও বেশি বলে অনুমান।

চুরির ঘটনা প্রত্যক্ষ করে শুক্রবার সকালেই এলাকাবাসী বিলোনিয়া থানায় খবর দিলে, সাব-ইন্সপেক্টর রাহুল জমাতিয়ার নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। এতগুলো জায়গায় এক রাতেই পরিকল্পিতভাবে চুরির ঘটনা ঘটায় পুলিশের ধারণা, এটি একটি সংঘবদ্ধ চোরচক্রের কাজ। তবে এখনো পর্যন্ত চোর ধরাও যায়নি, উদ্ধার হয়নি চুরি যাওয়া সামগ্রী। এই ঘটনার জেরে এলাকায় চরম আতঙ্ক ও নিরাপত্তাহীনতা ছড়িয়ে পড়েছে। স্থানীয়রা ক্ষোভ প্রকাশ করে জানান, এর আগেও একই এলাকায় সাঁই বাবার মন্দিরসহ একাধিক জায়গায় চুরির ঘটনা ঘটেছিল, যার কোনও সুরাহা হয়নি।

অ্যাস্ট্রোলজার অ্যাসোসিয়েশনের বাৎসরিক সাধারণ সভা

আগরতলা, ৫ এপ্রিল : আগরতলা প্রেস ক্লাবে আজ অল ত্রিপুরা অ্যাস্ট্রোলজার অ্যাসোসিয়েশনের বাৎসরিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অল ত্রিপুরা অ্যাস্ট্রোলজার অ্যাসোসিয়েশনের বাৎসরিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় আগরতলা প্রেস ক্লাবে। উপস্থিত ছিলেন জগন্নাথ জিও মন্দিরের মহারাজ ভক্তি কমল মহারাজ, সাংবাদিক অমিত ভৌমিক প্রেসিডেন্ট, নান্টু চন্দ্র সাহা, ভাইস প্রেসিডেন্ট কবিতা দেবনাথ, এটিএ এর সেক্রেটারি শংকর মজুমদার, কোষাধক্ষ সঞ্জীব দে সহ অন্যান্যরা।

স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নের প্রতি ক্রমাগত নজর রাখছে রাজ্য সরকার : মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ৫ এপ্রিল: ত্রিপুরার স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নের প্রতি ক্রমাগত নজর রাখছে রাজ্য সরকার। আজ আই জি এম হাসপাতালের ওপিডি এবং ডেন্টাল কলেজের বিভিন্ন বিভাগ পরিদর্শন গিয়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক(ডা.) মানিক সাহা। এদিন তিনি পরিষেবা প্রদানকারী চিকিৎসক ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের সাথে কথা বলেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসেবেও নিজের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে চলেছেন প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। দায়িত্ব গ্রহণ করেই সকলের জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবাকে অগ্রাধিকার দিয়ে নিরলসভাবে কাজ করছেন তিনি। বিশেষ করে রাজ্যের হাসপাতালগুলিতেই যাতে মানুষ সব ধরণের চিকিৎসা পরিষেবার সুযোগ পান এবং রোগী রেফারের সংখ্যা যাতে শূন্যে নামিয়ে আনা যায় সেই লক্ষ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছেন ডাঃ সাহা। ব্যস্ততার মধ্যেও সময় পেলেই হাসপাতালগুলির কাজকর্ম খতিয়ে দেখতে ছুটে যাচ্ছেন। এই অবস্থায় শনিবার আচমকা রাজধানীর আইজিএম হাসপাতাল পরিদর্শন করতে যান মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। হাসপাতালে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী কর্তব্যরত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন। জেনে নেন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে।

এবিষয়ে সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের মুখ্যমন্ত্রী জানান, এই আইজিএম হাসপাতালটি একেবারেই আগরতলার প্রাণকেন্দ্রে রয়েছে। এটি বহু পুরনো হাসপাতাল। চাপের মধ্যে থেকেও এখানকার চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীরা বেশ ভালো চিকিৎসা পরিষেবা দিয়ে যাচ্ছেন। তবে কিছুক্ষেত্রে সমস্যা রয়েছে। এক্ষেত্রে হাসপাতালটির উপর চাপ বেশি থাকায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিয়ে কিছু সমস্যা রয়েছে।এবিষয়ে রোগীদের পরিজনদের মধ্যেও কিছুটা সচেতনতার অভাব রয়েছে। তাই সেগুলি কাটিয়ে উঠতে হবে।আর কর্পোরেট সেক্টর থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার রয়েছে। অথচ কর্পোরেট সেক্টর থেকে ১০ গুণ খরচ করা হয় সরকারি হাসপাতালগুলিতে। আমি আজ এসমস্ত বিষয় দেখে গেলাম। যেখানে যেখানে ঘাটতি রয়েছে সেগুলি কাটিয়ে উঠার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হবে এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা দেওয়া হবে। আজকে এখানে আসার মূল উদ্দেশ্য এটাই।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা আরো জানান, আগের তুলনায় আইজিএম হাসপাতাল এখন অনেক উন্নত হয়েছে। আমি আইজিএমের মেডিকেল সুপারের সাথেও কথা বলেছি। তিনি কাজে খুবই সক্রিয়। এখানে এসে বসার জায়গার পরিকাঠামোও খতিয়ে দেখেছি। হাসপাতালের পরিষেবা বলতে গেলে অন্তহীন। আজ ডেন্টাল কলেজও ঘুরে দেখেছি। সেটা কি অবস্থায় আছে এবং সবাই সময়মতো আসেন কিনা সেসব বিষয় খতিয়ে দেখেছি। এর পাশাপাশি কি ধরণের রোগী আসেন সেটাও খোঁজ নিয়েছি। এখানে আসার আরো একটি কারণ হচ্ছে সবাইকে সতর্কতা দেওয়া যে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী এসেছেন। আজ কোন ধরণের আগাম বার্তা ছাড়া আমি এখানে এসেছি। এতে কোন কোন জায়গায় কি কি সমস্যা আছে সেটাও বোঝা যায়। মূলত, খামতিগুলি চিহ্নিত করে তার সমাধান করতে পারলে ১০০ শতাংশ পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হবে। সমস্যা থাকবে এবং এর সমাধানও করতে হবে।এদিন আইজিএম হাসপাতালের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ওয়ার্ড সরেজমিনে ঘুরে দেখেন মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী।

ধলেশ্বরস্থিত প্রান্তিক ও ভলকান ক্লাবে আয়োজিত বাসন্তী পুজোয় উপস্থিত সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব সহ অন্যান্যরা

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas